প্রকাশ করেছেন—
শ্রীভুবন মোহন মজুমদার, বি. এস-সি
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-৬
শ্রীগুরু লাইব্রেরীর
পক্ষ থেকে।
ছেপেছেন—
শ্রীবিজয়কুমার মিত্র
২৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের
পক্ষ থেকে।
প্রথম সংস্করণ

দাম দু'টাকা আট আনা

মিনার্ভা মঞ্চে
প্রথম অভিনয়ের তারিখ
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

মহেন্দ্রবাবু,

কত কথাই যে শুনেছি আপনার সংগে পরিচিত হবার পূর্ব্বে। কিন্তু আজ হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দেখছি—মিথ্যা-ভাষণের ঘূর্ণাবর্ত্ত চলে আপনাকে কেন্দ্র ক'রে। নিজে নাট্যকার হ'য়ে—অন্য নাট্যকারকে যে একই ঘরে যায়গা দেয়—তার মহত্ব প্রথম স্তরের। 'পিতাপুত্র' আপনারই বিপুল পরিশ্রমে প্রস্তুত। তাই যে নাটক আপনার আর আমার মধ্যে রাখীবন্ধনের কাজ করেছে, সে নাটক আপনাকেই উৎসর্গ করলাম।

সখ্যগর্বিত

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রাক্-পাঠ্য

বহুদিন পূর্বের লেখা নাটক অনেকদিন পূর্বে হারিয়ে গিয়েছিল। লীগ সরকার নাটকখানিকে বিপজ্জনক মনে ক'রে অভিনয় নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, ফলে রঙমহলে উদ্বোধনের দিন ভোরে একে আত্মগোপন করতে হয়। পরে দেশ বিভাগের পর আমি মাননীয় ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে এ ব্যাপারে সানুগ্রহ-হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করায়—সাত দিনের মধ্যে এটী মুক্তি লাভ করে। তখন এর নাম ছিল "আঁধার পথে"।

কিছুদিন আগে বন্ধুবর মহেন্দ্র বাবু একটী নামকরা উপন্যাসের নাট্য রূপায়নের জন্য আমাকে ডেকে পাঠান। সন্ধ্যার সময় বসে আছি থিয়েটারে—এমন সময় কল্যানীয় মিলন দত্ত এসে একটী লবংগ মোড়া কাগজ দেখিয়ে বললো—"এটা দেখুনতো একবার"। চেয়ে দেখি আমারই "আঁধার পথে"। ছুটে গিয়ে সমস্ত কাগজপত্র তচনচ ক'রে পেলাম আমার সেই হারানো রতন। নাটকের প্রথম অংক শুনেই মহেন্দ্র বাবু বললেন—এইটেই করবো আগে। তারপর, এই পুরোনো বইটাকে ঠিক করবার জন্য মহেন্দ্র বাবু যে বিপুল পরিশ্রম করতে সুরু করলেন, তা ভাষায় বর্ণনাতীত। বহুক্ষেত্রে উত্তেজনার মুখে পায়চারী করতে করতে তিনি যে সংলাপ বলে গেছেন—তা আমি হুবহু টুকে নিয়েছি। চতুর্থ দৃশ্য নতুন ক'রে লেখা। সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাই নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তকে, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

পরবর্তী ধন্যবাদ রইল সুরশিল্পী দুর্গা সেনের জন্য—এই নাটকের সুর ও আবহ সংগীত এর ঐশ্বর্য হ'য়ে রইল।

তৃতীয় ধন্যবাদ দেব মিনার্ভার শিল্পী ও কর্মীবৃন্দকে। যে আশ্চর্য পরিশ্রম করে—হিন্দী থিয়েটারের জন্য বাড়ীর প্রতিভূর প্রতিভূদের "ষ্টেজ ছেড়ে দাও" "ষ্টেজ ছেড়ে দাও" অবিরাম তাগিদের মধ্যে যে ভাবে তাঁরা

পরিচালককে ধীর মস্তিষ্কে ও নিপুণ পদ্ধতিতে সাহায্য ক'রে এই বইকে খাড়া দাঁড় করিয়েছেন—সেই শৃঙ্খলা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

সর্বশেষ ধন্যবাদ দেব শ্রীযুক্ত এন. সি গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ মুখোপাধ্যায়কে। নাটকখানি মহলায় পড়বার পূর্বমুহূর্ত থেকে আজও অবধি যেভাবে তাঁরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে এবং নাটকে চোখের জল সিঞ্চনের উপদেশ দিয়ে মহেন্দ্র বাবুর ব্যবসা বুদ্ধিকে সতর্ক ক'রে তুলেছেন, —সে দরদ একমাত্র আপন জনের পক্ষেই সম্ভব। বাংলা মঞ্চের আজীবন অনুরাগী এঁরা দুজন। এঁদের যুগ্ম বুদ্ধি আত্মভোলা মহেন্দ্রবাবুকে সহায়তা করলে—নাট্য প্রযোজনায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রলয়ংকর পরিবর্তন আনবে—আমি এটা বিশ্বাস করি।

এবার যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন—তাঁদের কিছু বলি। পেশাদার মঞ্চের প্রয়োজনে স্ত্রীচরিত্র বেড়েছে। কাজেই সৌখীন দল পাঁচু গোঁসাই, পটুকা, ছাজলানী, বনমালী ও মিসেস সরকারার অংশ বাদ দিয়ে এবং কোষদৃশ্যে সরমা, হরবিলাস, গৌরীশংকর ও হরির কথোপকথন বাদ দিয়ে—একেবারে মীনা, পরেশ ও সুশীল গয়না নিয়ে ঢুকছে—এখান থেকে আরম্ভ করতে পারেন। এবং মীনার নারীত্ব সম্বন্ধে লোভনীয় বক্তৃতাটী দ্বিতীয় দৃশ্যে গোবর্দ্ধন সরকারের নাতিকে হত্যা করবার সময় বিনতির সংগে মীনার কথা বার্তার মাঝখানে সুকৌশলে যোজনা ক'রে নিতে পারেন। একান্ত প্রয়োজনে সুশীল ও ষ্ট্রীটসিংগার বাদ যেতে পারে। তবে এগুলি যিনি বাদ দেবেন, তিনি সুদক্ষ নট বা পরিচালক হওয়া চাই, এর জন্য অতিরিক্ত সংলাপ সৃষ্টির অনুমতি আমার দেওয়া রইল।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীগুরু লাইব্রেরীর সাত্বিক স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন মজুমদারকে, যিনি এই নাটকখানি প্রকাশ করেছেন।

অনেকদিন পরে আমার একখানি মৌলিক নাটক সাধারণের দরবারে পেশ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

২৯এ, কাশী দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
২৪শে মাঘ
আ মা র জ ন্ম দি ন
—১ ৩ ৬ ১—

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

চরিত্র—পুরুষ

গজেন—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
মিঃ মুখার্জ্জী—	" দেবেন বন্দ্যোঃ
সমীর—	" সিধু গাঙ্গুলী
সুশীল—	" সত্য পাঠক
অজিত—	" নির্ম্মল ভট্টাঃ
পরেশ—	" ফাল্গুণী ভট্টাঃ
রমেন—	" শান্তি চক্রবর্ত্তী
শ্যামল—	" রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
হরবিলাস—	" শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
গৌরীশঙ্কর—	" মণ্টু গাঙ্গুলী
গোবর্দ্ধন—	" রাধারমণ পাল
কিশোর—	কুমারী মাধুরী মুখার্জ্জী
খোকন—	কুমারী ভারতী
সুধাংশু—	শ্রীভূপেন চৌধুরী
মধু—	" বলাই গরাই
গৌর—	" কমল দাস
বনমালী সোম—	" নীলরতন ভট্টাঃ
বেয়ারা—	" বিদ্যুৎ চট্টোঃ
মহেশ্বর—	" তারক দাস

পাঁচু গোঁসাই—	” পশুপতি কুণ্ডু
পটকা—	” মিলন দত্ত
পুলিশ অফিসার—	” প্রকাশ ঘোষ
কনেষ্টবলদ্বয়—	” মনীন্দ্র ঘোষ ও
	” মদন ব্যানার্জ্জী

স্ত্রী—চরিত্রে

বিনতি—	শ্রীমতী বনানী চৌধুরী
	পরে সুদীপ্তা রায়
মীনা—	” গীতশ্রী দেবী
দীপালি—	” সবিতা বন্দ্যোঃ
মণিকা—	” প্রীতিধারা মুখার্জ্জী
কণা—	” ছন্দা দেবী
সরমা—	” শেফালী সরকার
মিসেস সরকারা—	” বীণা দেবী

নেপথ্যে যাঁরা শক্তি যোগান

পরিচালনা—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
সুর—	শ্রীদুর্গা সেন
নৃত্য—	প্রীতিধারা
গীতিকার—	রমেন চৌধুরী
আলোক সম্পাতে—	শ্রীকাশী পাল
মঞ্চ—	শ্রীশিবু ঘোষ
স্বরক্ষেপনে—	শ্রীতরণী খান
ব্যবস্থাপনায়—	বিজয় মুখোপাধ্যায়
সহকারী—	শ্রীমিলন দত্ত
স্মারক—	শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য
আহার্য্য সংগ্রাহক—	" বিজয় চিত্রকর
রূপারোপক—	" বাদল গাঙ্গুলী
বেশকার—	শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ " অমূল্য চন্দ্র দাস " গদাধর দাস " বিজয় চন্দ্র পোড়ে
আলোক শিল্পী	শ্রীকাশীনাথ পাল " ক্ষেত্র মোহন প্রামানিক

আলোক শিল্পী	" নিমাই চন্দ্র রায়
	" ভোলানাথ পাল
	" শক্তিপদ দাস
	" বেচু দাস
দৃশ্য সজ্জাকর	শ্রীশিবনারায়ন ঘোষ
	" বটু সরকার
	" সুধীর কুমার রায়
	" সুরেন মজুমদার
	" নারায়ণ প্রামানিক
	" বলাই অধিকারী
	" প্রাণবল্লভ দাস
	" প্রহ্লাদ প্রামানিক
	" ভানু দাস
	" উপেন বোস
	" পঞ্চু বৈরাগী

স্থর যন্ত্রী — শ্রীরতন দাস
" মিহির মিত্র
" নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
" পটল ঘোষ

রাজা

হুকুম বরদার— রাম খেলাওন সিং
রামচরণ রাম

এছাড়া

বুকিংয়ে—শ্রীধীরেন্দ্র গুপ্ত প্রচার সচিব—বীরেন মল্লিক

চরিত্রলিপি

মিঃ ভি ভি মুখার্জ্জী—	অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার
প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী—	” ” অফিসার [মৃত বলে পরিগণিত]
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়—	গুপ্তসমিতির সভ্যবৃন্দ
সুশীল সরকার—	
অজিত চট্টোপাধ্যায়	
পরেশ পাইন—	
রমেন পালিত—	
গজেন তরফদার—	লোকে বলে পাগল
গোবর্দ্ধন সরকার—	সুদখোর বৈষ্ণব
কিশোর—	ঐ নাতি
পাঁচু গোঁসাই—	মণিকার গ্রাম্য মামা
পট্‌কা—	ঐ ভৃত্য
শিউ গোপাল ছাজলানী—	অতিথি
বনমালী বোস—	অতিথি

গৌর, হরি, হরবিলাস, গৌরীশংকর, সুধাংশু রায়, ইন্‌স্পেক্টর, কনষ্টেবলদ্বয়।

বিনতি—	মিঃ মুখার্জ্জীর কন্যা
মীনা—	সমিতির সহনেত্রী
দীপালি—	সভ্যা
মণিকা—	ব্যারিষ্টার দুহিতা
কণা—	মণিকার বান্ধবী
সরমা—	জমিদার পুত্রবধূ
মিসেস সরকার—	লেডি

সূচনা

[সহরের বাহিরে নির্জ্জন স্থানে একখানা বাড়ী। বাড়ীখানি পুলিশ সুপার ভি, ভি, মুখার্জ্জীর। তিনি কার্য্যে অবসর প্রাপ্ত হইয়া সহরের বাহিরে এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া বিধবা কন্যা বিনতিকে ও তাঁর দূর সম্পর্কীয় এক দৌহিত্রকে লইয়া শান্তিতে বাস করিতেছেন।

প্রথম দৃশ্যের পর্দ্দা সরিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে তিনবার পিস্তলের শব্দ ও মেয়েলি গলার ঈষৎ হাসি শোনা গেল। দেখা গেল, একটি ছোট অথচ সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মিঃ মুখার্জ্জী বিনতিকে পিস্তল ছোঁড়া শিখাইতেছেন। মিঃ মুখার্জ্জীর বয়স পঞ্চাশের নীচে নয়, কন্যা বিনতির বয়স ছাব্বিশ হইবে। মিঃ মুখার্জ্জীর মুখখানি যেন পাষাণ দেওয়ালের মতো ভাবলেশহীন। অভিজাত গভর্ণমেণ্ট অফিসারের যথার্থ মুখচ্ছবি। সে মুখের দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না। কন্যা বিনতির মুখেও একটি শান্তজ্যোতি বিদ্যমান। বৈধব্য যেন একটি শান্ত সুসংহত সুষমায় সে মুখে রূপ নিয়াছে। ঘটনা যখন আরম্ভ হয়, তখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে।]

বিনতি—বাবা যেন কী। যদি কারও গায়ে লাগ্‌তো?

মিঃ মুখার্জ্জী—(সামান্য হাসিয়া) এই রাত্রিরে—তোমার হাতের গুলী খাবার লোভে কে এই নির্জ্জন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মা?

বিনতি—আমি 'যদি'র কথা বলেছি বাবা!

মিঃ মুখার্জ্জী—'যদি'? তা 'যদি' কেউ থাকতো—তাহ'লে তার মরাই উচিত ছিল। নয় কি?

বিনতি—কেন?

মিঃ মুখার্জ্জী—এত রাত্রে, এই জঙ্গলের মধ্যে এক আত্মহত্যার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানুষ ঘুরে বেড়াতে পারে না। অতএব তোমার গুলী তার উপকারই করতো।

বিনতি—তা হয়তো ক'রতো। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সহরে গিয়ে রিভল্‌ভারের লাইসেন্সই বা রিনিউ করিয়ে আনলে কেন,—আর আমাকেই বা ছুঁড়তে শেখালে কেন বাবা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—কেন জানিনা, আজ সকাল থেকে আমার কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছিল যে তোমাকে রিভল্‌ভার ছোঁড়াটা শেখানো উচিত। তাই আর কালবিলম্ব না ক'রে কাজটা সেরে রাখলাম।

বিনতি—এর কি কোন কারণ আছে বাপী ?

মিঃ মুখার্জ্জী—অবশ্যই কারণ আছে মা। বাংলাদেশের পক্ষে এখন সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। চারদিক থেকেই চুরি ডাকাতির খবর পাওয়া যাচ্ছে, এছাড়া মাঝে মাঝে খুন জখম তো লেগেই আছে। অথচ এই দলটাকে ধ'রতে আজ তিন চার বছর ধরে পুলিশ হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে।

বিনতি—এরা কারা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—কারা তা' ওরাই জানে। কিন্তু ওদের যে পরিচয় আজ বছর কয়েক ধরে বাংলাদেশের লোক পাচ্ছে, তাকে আর কিছুতেই অবজ্ঞা করা চলে না মা।

বিনতি—তাই ব'লে বিধবা বাঙ্গালী মেয়ে রিভল্‌ভার ধ'রে ডাকাত তাড়াতে পারবে, একি তুমি বিশ্বাস করো বাবা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—নিশ্চয় করি। বাঙ্গালীর মেয়েকে অতখানি অবিশ্বাস ক'রবার আজও কোনো কারণ ঘটেনি মা। আমি নিজে রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। অনেকদিন—অনেক ক্ষেত্রে—আমাকে হাতিয়ার ধরে শত্রুর

সঙ্গে লড়াই কর্'তে হয়েছে। সে যুদ্ধে—আমাদের পক্ষেও লোকজন মরেছে, তাদের পক্ষেও মরেছে। এমনি একটা ব্যাপারে শত্রুপক্ষের সেই মৃতের স্তূপ সরাতে গিয়ে একবার—

বিনতি—বলো বাবা।

মিঃ মুখার্জ্জী—শত্রুদলের সেই মৃতের স্তূপ সরাতে গিয়ে একবার আমি দু'টি পুরুষবেশী বাঙ্গালী মেয়ের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলাম মা।

বিনতি—বলো কি বাবা! বাঙ্গালীর মেয়ে?

মিঃ মুখার্জ্জী—হ্যাঁ মা, বাঙ্গালীর মেয়ে। পরে অবশ্য আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে—জমিদারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে, তার ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায়, দু'টি লোক গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি দল তৈরী করে। ওই মেয়ে দু'টি তাদের স্বামীর অনুগামিনী হ'য়ে প্রত্যেকটি অভিযানে সাহায্য ক'রেছিল।

বিনতি—আশ্চর্য্য!

মিঃ মুখার্জ্জী—নিশ্চয়। অথচ আমার বেশ মনে আছে মা, যে তাদের রিভল্‌ভার দুটিই মৃত্যু-বর্ষণ ক'রেছিল বেশী। ফলে ক্ষতির জ্বালা সহ্য ক'রতে না পেরে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই দুটি মেয়েকেই আগে মেরে ফেল্‌তে হ'য়েছিল। আমাদের গুলী লেগেছিল একজনের কপালে, আর একজনের বুকে, কিন্তু যন্ত্রণায় এতটুকু মুখের বিকৃতি ঘটেনি তাদের।

[বিনতি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

মিঃ মুখার্জ্জী—তাইতো বল্‌ছিলাম মা, বাঙ্গালীর মেয়ে রিভল্‌ভার ধ'রে ডাকাত তাড়াতে পারুক আর নাই পারুক, আত্মরক্ষা ক'রতে পারবে তো?

বিনতি—তা বোধহয় পারবে।

মিঃ মুখার্জ্জী—(গলায় জোর দিয়া) বোধ হয় পারবে নয় মা—নিশ্চয় পারতে হবে। আজকের দিনে বাঙালী মেয়ের জন্যে এর বেশী আশীর্ব্বাদ আমার নেই। কণ্ঠলগ্না হ'য়ে স্বামীর শক্তির ওপর নির্ভর না ক'রে তারা নিজেরাই আত্মরক্ষা ক'রতে শিখুক। তোমাকে পিস্তল ছুঁড়তে শেখানোও সেই উদ্দেশ্যেই। যদি কোনদিন বিপদে পড়ো, আমার একটি আদেশ রইলো মা—

বিনতি—কি আদেশ বাবা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—নির্ব্বিচারে পালন ক'রতে পারবে তো ?

বিনতি—নিশ্চয়ই পারবো বাবা, তুমি বলো।

মিঃ মুখার্জ্জী—তাহ'লে শোন' মা। কোন চিন্তা, কোন দ্বিধা না ক'রে আক্রমণকারীকে তৎক্ষণাৎ গুলী করবে—সে আক্রমণকারী যেই হোক, ফল তার যাই হোক না কেন।

বিনতি—তোমার আদেশ মনে থাকবে বাবা। আশীর্ব্বাদ করো, যেন এ আদেশ আমি জীবন দিয়েও পালন করতে পারি।

[মিঃ মুখার্জ্জী বিনতির মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন]

মিঃ মুখার্জ্জী—আমার বিশ্বাস আছে মা, তুমি তা' পারবে।

[বিনতি রিভলভারটি নিজের বিছানায় বালিশের তলায় রাখিয়া দিল]

মিঃ মুখার্জ্জী—তোর খাওয়া হ'য়েছে ?

বিনতি—হ্যাঁ বাবা। তুমি কি কিছুই খাবেনা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—না মা। আমি কোলকাতা থেকে খেয়ে এসেছি।

বিনতি—বেশ, তবে এবার শুয়ে পড়োগে।

মিঃ মুখার্জ্জী—যাই। রাত তো বেশী হয়নি মা।

বিনতি—না, তা হয়নি বটে; কিন্তু কি দরকার এই ক্লান্ত শরীরে রাত্রি জাগবার ? পরিশ্রম হয়েছে এটাতো ঠিক্।

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—হ্যাঁ, তা একটু হয়েছে বটে।

বিনতি—তাই বলছি, শুয়ে পড়ো গে'। আমি যাই—শ্যামলের খাবারটা ঢাকা দিয়ে আসি।

[মিঃ মুখাৰ্জ্জী যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আবার ফিরিলেন এবং বলিলেন]

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—শোন বিনু। শ্যামল এত রাত্তির অবধি বাইরে কি করে ?

বিনতি—কি জানি! কয়েকদিন থেকেই দেখছি ওর ফিরতে একটু দেরী হ'চ্ছে। জিগ্যেস করলে বলে "বন্ধুর বাড়ীতে তাস খেলছিলাম।"

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—অভ্যেস ভালো নয়—অভ্যেস ভালো নয়,—তুমি ওকে একটু শাসন করে দিও।

বিনতি—আচ্ছা।

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—হ্যাঁ, এই ভাবেই আরম্ভ হয়। যুবকের মন এই ভাবেই স্নেহের বাঁধন, নীতির বাঁধন থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। সেও—সেও এইরকম ক'রেই প্রথম মুক্তি নিয়েছিল। মনে আছে তো ?

বিনতি—(ভয়ে ভয়ে) তুমি কার কথা বলছো বাবা ?

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—তোমার স্বামীর, সমীরের কথা বলছি। একদিন দু'দিন তিনদিন ক'রে দিন দিনই তার বাড়ী ফিরতে রাত হ'তে লাগলো। শাসন মানে না—কথা শোনে না—সেই অবাধ্যতার বিচিত্র রূপতো তুমি দেখেছো মা! পরিণাম—এক অখ্যাত, অজ্ঞাত মৃত্যু!—রায় বাহাদুর ভুজঙ্গভূষণ মুখাৰ্জ্জীর একমাত্র জামাতার, প্রখ্যাত পুলিশ অফিসার প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জীর একমাত্র পুত্রের এই রকম পরিচয়হীন মৃত্যু—উঃ!—আমি ভাবতেও পারিনা মা! (একটু থামিয়া) কেন

জানিনা, আজ দশ বছর পরে হঠাৎ তার কথা আমার মনে পড়লো। কেন সে হতভাগার কথা মনে পড়লো!

বিনতি—তুমি একটু বসো বাবা, আমি শ্যামলের খাবারটা ঢাকা দিয়ে এসে তোমার কথা শুনছি।

[বিনতির প্রস্থান]

মিঃ মুখার্জ্জী—কেন মনে পড়লো? দশ বছর পরে, আজ হঠাৎ তার কথা আমার কেন মনে পড়লো?

[গজেন্দ্রের প্রবেশ। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশীই হইবে। বড় বড় চুলগুলি সর্ব্বদাই তেল চক্‌চক্ করে। কখনও দাড়ি কামায়, কখনও কামায়না। মাঝে মাঝে পরিধেয় বস্ত্রাদির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করে। যেমন—লুঙ্গির সঙ্গে নামাবলী, ধুতির সঙ্গে নেকটাই। সে আজ কিছুদিন হইতে মিঃ মুখার্জ্জীর বাড়ীর নিকটে, একখানি ছোটঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে।]

গজেন্দ্র—দশ বছর পরে আজ হঠাৎ কার কথা আপনার মনে পড়লো মুখুজ্যে দা?

মিঃ মুখার্জ্জী—আরে গজেন্দ্র যে! কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ এত রাত্তিরে?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে, রাত্তির আর এত কোথায়? সবে তো এগারোটা বেজেছে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তা এগারোটা রাত্তিরেই বা তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছো কেন গজেন্দ্র?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে, ইষ্টিশানে চ'লেছি।

মিঃ মুখার্জ্জী—কেন?

গজেন্দ্র—এদেশে আর আমি থাকবো না;

মিঃ মুখার্জ্জী—সেকি! দেশত্যাগী হবে? উঁ? ত্যাগীপুরুষ হওয়া কি মুখের কথা হে?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে না, ত্যাগী হওয়ার সাধনা কোথায়? তবে হ্যাঁ, বাংলা কথায় হ'চ্ছে কিছুদিনের মত স'রে থাকবো। একটুখানি স'রে থাকবো।

মিঃ মুখার্জ্জী—স'রে থাক্‌বে? আরে ব'সো, ব'সো! ব্যাপারটা বুঝতে দাও ভালো ক'রে।

গজেন্দ্র—আজ্ঞে বুঝুন!

(উভয়ে বসিলেন)

মিঃ মুখার্জ্জী—হঠাৎ এই স'রে থাকার ব্যাপারটা তোমার মাথায় এলো কেন গজেন্দ্র?

গজেন্দ্র—প্রাণের ভয়ে। স্রেফ প্রাণের ভয়ে মুখুজ্যে দা! যা ডাকাতির কারবার আরম্ভ হয়েছে চারদিকে! দু'চার দিনের মধ্যে তারা এখানেও এলো ব'লে! আর এমন মজার ডাকাতি কেউ কখনো দেখেনি! হৈ হৈ নেই, রৈ রৈ নেই, চেঁচামেচি হট্টোগোল কিছু নেই, সটান বাড়ীতে ঢুকে বল্লে "চাবী দাও, আমাদের টাকার দরকার।" ব্যস্! বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চাবী দিলেতো দিলে, নইলে তোমার ইহলোকে বাস করবার মেয়াদ সেখানেই খতম।

মিঃ মুখার্জ্জী—তাতো বুঝলাম। কিন্তু এইভাবে নির্ব্বিচারে তারা নরহত্যা ক'রছে কেন? কী তাদের স্বার্থ? আচ্ছা গজেন্দ্র, তোমার কী মনে হয়? এরা কি স্বদেশী ডাকাত?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে,—স্বদেশে যখন ডাকাতি ক'রছে, তখন স্বদেশী ডাকাত তো বটেই, এখন স্বজাতি ডাকাত না হলে বাঁচি। তাই, এসব ব্যাপার স্যাপার দেখে, দিন কয়েকের জন্যে এ-এ-কটুখানি স'রে থাকছি, তারপর

হিড়িকটা কেটে গেলেই আবার ফিরে আসবো। তা,-ইয়ে,—আমি বলছিলাম কি, আপনারাও কেন কোলকাতায় চলুন না মুখুজ্যে দা।

মিঃ মুখার্জ্জী—(হাসিয়া) কেন? ডাকাতের ভয়ে?

গজেন্দ্র—রাম বলো! আপনি হ'লেন গিয়ে পুলিশের বড় অফিসার, বড় বড় ডাকাতের সঙ্গে বড় বড় ফাইট্ করা আপনার অভ্যেস,—এখানকার কতকগুলো চ্যাংড়া ডাকাতের ভয়ে আপনাকে কি আমি দেশ ছেড়ে যেতে ব'লতে পারি? তবে হ্যাঁ, কথাটা কি জানেন মুখুজ্যোদা, এ ব্যাটাচ্ছেলেরা তো আপনার পদমর্য্যাদা বুঝবেনা! হয়তো চাবী না পেলে—দুম্ ক'রে মেরেই বসলো,—তখন?

মিঃ মুখার্জ্জী—আমি তার জন্য একটুও ভয় পাচ্ছিনা গজেন্দ্র। আমিও তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি। আজই কলকাতা থেকে রিভলভার দু'টো রিনিউ করিয়ে এনেছি, এবং বিনুকেও ছুঁড়তে শিখিয়েছি। দুটো পিস্তলের একটা থাকবে বিনুর কাছে, আর একটা থাকবে আমার কাছে। যদি ডাকাত সত্যিই আসে, তাহ'লে আমি আর বিনতি দু'জনেই কিছু কিছু বাধা দিতে পারবো, কি বল গজেন্দ্র?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমারতো মনে করুন রিভল্‌বার নেই। আর থাকলেও বিশেষ সুবিধে ছিলনা, যেহেতু আমি ছুঁড়তে জানি না। সেও আবার ডাকাত গুলোকেই হয়তো বলতে হবে—"তাক্ ক'রে ছুঁড়ে দে বাবা"। কাজেই ওসব ভ্যাজালের মধ্যে না গিয়ে একটু স'রে থাকা ভালো নয় কি?

মিঃ মুখার্জ্জী—খুব ভালো। কিন্তু খবরটা দিলে কে?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে খবরটা—খবরটা—

মিঃ মুখার্জ্জী—হ্যাঁ, কে দিলে?

গজেন্দ্র—(চারদিকে চাহিয়া চাপা গলায়) কেষ্ট কুটুম বলে গেল যে!

মিঃ মুখার্জ্জী—কেষ্ট কুটুম বলে গেল ?

গজেন্দ্র—গেল না ? ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠেছি, দেখি উঠোনে আমার কেষ্ট কুটুম।

মিঃ মুখার্জ্জী—বলে গেল যে কুটুম আসছে ?

গজেন্দ্র—হ্যাঁ, তবে পাখীটাকে দেখে মনে হ'লো, অনেক দূর থেকে উড়ে আসছে ব'লে একটু যেন ক্লান্ত। কিন্তু ভুল হয়নি আমার, কেষ্ট কুটুম ঠিক।

মিঃ মুখার্জ্জী—হুঁ। কেষ্ট কুটুম!—ভাল, ভাল গজেন্দ্র—খুব ভালো। তা তোমার কুটুমের খবর দেবার জন্যে ওই একটা পাখীই উঠোনে আসা যাওয়া করে, না—

গজেন্দ্র—না, আরও সব আছে। "বউ কথা কও", "ফটিক জল", "তিতির", "টিয়া", "চন্দনা"—

মিঃ মুখার্জ্জী—বাঃ! তা গজেন্দ্র! তোমার ডাকাত কুটুমগুলি এদিকে না এসে অন্য দিকেও যেতে পারেতো ?

গজেন্দ্র—এদিকেই বা কেন আসবে না মুখুজ্যেদা ? এদিকে তো তাদের গুরুদেবের বাড়ী নেই যে—গুরুহত্যার ভয় করবে!

(বিনতির প্রবেশ)

বিনতি—কারা আসবে গজেন কাকা ?

গজেন্দ্র—ওই ব্যাটাচ্ছেলে নররূপী যমরাজদের কথা বলছি মা।

বিনতি—ও! ডাকাতের কথা বলছেন ? তা বেশ তো, আসুক না!

গজেন্দ্র—উঁ! তোমার দেখছি ভয় ডর কিছু নেই মা, এমন ভাবে তুমি 'বেশতো আসুক না' বললে যে, মনে হ'লো ডাকাতের সর্দ্দারটি বুঝি তোমার শ্রীমান হবু জামাই।

বিনতি—হ্যাঁ, আসুক না ডাকাত! আজ আমি বাবার কাছে রিভল্‌ভার

ছুঁড়তে শিখেছি—তা জানেন ?

গজেন্দ্র—ওই আনন্দেই থাকো। আমি চলি।

বিনতি—কোথায় যাচ্ছেন ?

গজেন্দ্র—যাচ্ছি কোলকাতায়।

বিনতি—কোলকাতায় বুঝি ডাকাতের ভয় নেই ?

গজেন্দ্র—আছে। তেমনি পুলিশও আছে। এখানে না আছে আলো, না আছে লোকজন, আর না আছে পুলিশ। আছেন একটি মাত্র পুলিশের লোক—তিনিও আবার রিটায়ার্ড। তিনি আমাকে বাঁচাবেন, না নিজে বাঁচবেন, মা ? অথচ এ কথা কাউকে বললে—সে আমায় বলবে পাগল।

মিঃ মুখার্জ্জী—ও ! তুমি বলতে চাও গজেন্দ্র, যে তুমি পাগল নও ?

গজেন্দ্র—রামচন্দ্র ! এমন পাগলের মতো কথা আমি কেন ব'লতে যাব ? আমি নিশ্চয় পাগল। শুধু পা-গোল ? আমার সব গোল, আমার সবেতেই গোল মুখুজ্যেদা। তাহ'লে একটা দুঃখের কথা বলি শুনুন। দিন কয়েক আগে এই ডাকাতের দলের একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "বাপুহে, এমনভাবে তোমরা বে-ধড়ক-মানুষ মারছো কেন ? সে বললে "মানুষতো মারছি না—বড় মানুষ মারছি"। আমি রেগে গিয়ে বললাম—"তার মানে ? বড় মানুষ কি মানুষ নয়" ? সে ফিক্ করে হেসে বললো—"তুমি পাগল"। সেই থেকে মুখুজ্যেদা, আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেছে। থেকে থেকে এমন চিড়িক্ চিড়িক্ করছে। কিছু বুঝতে পারছিনা কেন এমন হ'লো ? কালকে রাত্রে ঘুমের মধ্যে উঠে গেছি ছাদে। ঘুম যখন

ভাঙলো, তখন দেখি পূবে ভোর হচ্ছে, আর পশ্চিমে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি।

বিনতি—হাসছেন ?

গজেন্দ্র—হ্যাঁ মা,—ঠিক্ এমনি ক'রে—

[সশব্দে হাসিতে হাসিতে গজেন্দ্রের প্রস্থান]

বিনতি—আশ্চর্য্য ! পাগল ব'ললেই গজেন কাকা চটে যান্ !

মিঃ মুখার্জ্জী—পাগলের ওই একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তোমার এই গজেন কাকাটিকে কেবলমাত্র পাগল মনে ক'র্‌লে—

[গজেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ]

মিঃ মুখার্জ্জী—কি হে গজেন্দ্র। আবার ফিরে এলে যে ?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে, বাইরে বেরিয়ে একটা কথা মনে পড়লো।

মিঃ মুখার্জ্জী—কী ?

গজেন্দ্র—বলি অন্ধকারের বহরটা একবার দেখেছেন ? কালো হুলো বেড়ালের গায়ের মতো, জুতোর পালিশের মতো, ছাতার কাপড়ের মতো এই অন্ধকারে—নিজেকেই ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না, তা ডাকাত দেখবো কি করে বলুন তো ?

বিনতি—কি দরকার রাত্রে বাইরে বেরোবার ? আপনি আজ এইখানেই থাকুন না গজেন কাকা ?

গজেন্দ্র—না মা, আমার মন সায় দিচ্ছে না। কেষ্ট কুটুমের কথা মিথ্যে হয় না। আমি যাই। নেহাৎ যদি অন্ধকারে ত্যানাদের সঙ্গে ধাক্কা টাক্কা লেগে যায়, তাহ'লে বলবো—"রাতকাণা বলে দেখতে পাইনি দাদা, মাপ করিস্।"

[গজেন্দ্রের প্রস্থান]

বিনতি—এই গজেন কাকাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা !

আমার মনে হয়,—আচ্ছা তোমার কি মনে হয় বাবা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—আমার ? না, আমার অবিশ্যি তেমন কিছু, যাক্‌গে-যাক্‌গে,—ও পাগলের কথা বাদ দে মা।

বিনতি—সংসারে সত্যিই কি ওঁর কেউ নেই ?

মিঃ মুখার্জ্জী—ওতো তাই বলে।

বিনতি—অদ্ভুত জীবন ! আমিও এ নিয়ে ভেবেছি বাবা। আমার তো কখনো গজেন কাকাকে পাগল বলে মনে হয় না। কতদিন দেখেছি,—আমি হয়তো রান্না করছি, উনি কাছে বসে আছেন। মুখ তুলতেই দেখি—উনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। সে চোখে কি স্নেহ, কি মায়া, কি মমতা,—ঠিক্ যেন আপনার জন। কিন্তু আর নয় বাবা, তুমি এবার শুতে যাও। না বাবা, আর একটি কথাও নয়। যাও তুমি শুতে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তাই যাচ্ছি। এই পিস্তলটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, আর ওটা তোর কাছে থাক্। পর পর ছ'বার ছুঁড়তে পারবি, কেমন ?

বিনতি—আজই ছুঁড়বার দরকার হবে না বাবা। গজেন কাকা দেখছি তোমার মনেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তা একটু ভয় হয়েছে বৈকি মা। সময়টাতো একেবারেই ভালো নয়। পরশু যখন তারা নন্দীগ্রামের হারাণ মণ্ডলের বাড়ী লুট করেছে, আমার বাড়ীতে আসতে কতক্ষণ ! তা ছাড়া তোর কপালটা যে বিচিত্র ! তোর শ্বশুর,—অফিসার প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী রাজস্থানে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। তারপর তাঁর এক মাত্র পুত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে কাছে এনে রাখলাম। বিয়ের একটি বছরও গেলনা, কোথায় গেল নিরুদ্দেশ হয়ে ! অবশেষে কাগজে পেলাম তার মৃত্যু সংবাদ। শ্বশুরকে তুই চোখেই দেখলিনে—স্বামীকে পেয়েও

হারালি। আমার একমাত্র কন্যার এই দুরদৃষ্টের জন্য আমি কার কাছে নালিশ জানাবো বল্‌তো মা? তাই ভাবি যে,—ডাকাতগুলো আবার কোন নতুন লাঞ্ছনা বয়ে না নিয়ে আসে। যাই হোক্, তুমি একটু সজাগ থেকো মা। কেমন?

বিনতি—আচ্ছা বাবা।

[যাইতে যাইতে মিঃ মুখার্জ্জী ফিরিলেন এবং কহিলেন]

মিঃ মুখার্জ্জী—অবিশ্যি আজ হেড কোয়ার্টার থেকে শুনে এলাম যে, আমাদের নাকি বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। আমি রিটায়ার্ড হলেও,—আমাকে যেমন এই ডাকাতির তদন্ত করতে সরকার অনুরোধ করেছেন—তেমনি আর একজন শক্তিমান অফিসারকে তাঁরা নাকি এ অঞ্চলে পাঠিয়েছেন এবং তিনি নাকি ছদ্মবেশে আমাদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রেখেছেন।

বিনতি—কে সে অফিসার বাবা?

মিঃ মুখার্জ্জী—ঠিক জানি না মা।

বিনতি—[হঠাৎ অস্ফুটকণ্ঠে] বাবা! গজেন কাকা নয়তো?

মিঃ মুখার্জ্জী—গজেন? কথাটা আমারও মনে হয়েছে মা। কিন্তু—না বোধ হয়। কেন না, আর যাই হোক—থাক্‌গে আমি চল্‌লাম বিনু।

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রস্থান। বিনতি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিল]

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জী—ওরে ছট্টু, সদরটা ভাল করে বন্ধ ক'রে দে। শ্যামল এলে খুলে দিস্।

নেপথ্যে ছট্টু—জী!

বিনতি—(জানালার কাছে গিয়া) শ্যামল এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস তো ছট্টু।

নেপথ্যে ছট্টু—আচ্ছা।

[বিনতি বিছানায় বসিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর রিভল্ভারটি বালিশের তলা হইতে বাহির করিয়া আবার তাহা রাখিয়া দিল। তারপর আলো নিভাইয়া শুইতে যাইবে এমন সময় দরজায় কে টোকা দিল।]

নেপথ্যে শ্যামল—মাসীমা!

বিনতি—(ভীতস্বরে) কে?

নেপথ্যে শ্যামল—আমি মাসীমা, আমি।

বিনতি—শ্যামল!

[বিনতি আলো বাড়াইয়া দরজা খুলিয়া দিল। শ্যামল প্রবেশ করিল। রূপবান যুবক, বয়স আন্দাজ বাইশ হইবে। চুলগুলি ব্যাকব্রাশ করা, বড় বড় দুটি চোখ। সে ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

বিনতি—কোথায় গিয়েছিলে শ্যামল?

শ্যামল—বন্ধুর বাড়ীতে মাসীমা।

বিনতি—এত রাত্তির অবধি কি করছিলে সেখানে?

শ্যামল—তা—তাস্ খেলছিলাম—

বিনতি—তাস খেলছিলে! কাল তোমায় হাজার বার বারণ করে দিলাম, তবু কেন তুমি আজ তাস খেলতে গেলে? দিন দিন তুমি বড় হ'চ্ছো, না ছোট হ'চ্ছো শ্যামল?

শ্যামল—তারা যে কিছুতেই ছাড়ে না মাসীমা। সেখানে—

বিনতি—তারা ছাড়ে না ব'লে তোমাকে যেতেই হবে? আশ্চর্য্য! এই জন্যেই কি দিদির কাছ থেকে তোমাকে এনে আমার কাছে রেখেছি?

তোমার বাপ নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। মা নিজে পরিশ্রম ক'রে তোমায় এত বড়টি করে তুলেছেন। তিনি যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে একবেলা খেয়ে আজও বেঁচে আছেন, তাকি তুমি ভুলে গেছ শ্যামল? তাঁর সেই প্রত্যাশার পুরস্কার কি তুমি আজ এইভাবে দিতে চাও?

শ্যামল—(ছল ছল চোখে) আমিতো কোন অন্যায় করিনি মাসীমা। সেটা আমার বন্ধুর বাড়ী—

বিনতি—নিশ্চয় অন্যায় করেছো, হাজার বার অন্যায় করেছো, আবার তর্ক করছো? তুমি কার চোখে ধূলো দিতে চাও শ্যামল? দু'বেলা তুমি পেট ভ'রে খেতে পারছোনা, রাত্রে ঘুমোতে পারছোনা, চোরের মত তুমি এদিকে-ওদিকে চাও, একি আমি দেখতে পাইনা মনে কর?

[শ্যামল কাঁদিতে লাগিল]

বিনতি—কোথায় তুমি চেষ্টা ক'রবে কি ক'রে পাশ ক'রে তোমার মায়ের দুঃখ দূর ক'রবে,—না এইসব বাজে কাজ নিয়ে মেতে উঠেছ? অকৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট অবকাশ পাবে জীবনে, এখন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে দয়া ক'রে সেটা মুলতুবী থাক না! খেয়েছো?

শ্যামল—না।

বিনতি—খেতে যাও। জানো, তোমার এই বেশী রাতে বাড়ী ফেরা নিয়ে বাবা আজ আমায় রীতিমতো ব'কেছেন।

শ্যামল—(চমকিয়া উঠিল) দাদু! দাদু কি ফিরে এসেছেন নাকি?

বিনতি—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

শ্যামল—অনেকক্ষণ! সে কি?

বিনতি—হ্যাঁ। কোলকাতায় তাঁর বেশী সময় লাগেনি, যাওয়া মাত্রই কাজ হয়ে গেছে।

শ্যামল—কিন্তু, কিন্তু আজ তো তাঁর ফেরবার কথা ছিল না মাসীমা—

বিনতি—কি পাগল ছেলে! কথা ছিলনা ব'লে কাজ হ'য়ে গেলেও তিনি কি সেইখানেই পড়ে থাকবেন নাকি?

শ্যামল—না, তা বলছিনা; তবে—

বিনতি—তবে তোমার মুণ্ডু আর আমার মাথা! শুধু ফিরেই আসেননি, এসে আমায় পিস্তল ছোঁড়া শিখিয়ে দিয়ে এই একটু আগে শুতে গেলেন।

শ্যামল—পিস্তল! তুমি কি পিস্তল ছুঁড়বে নাকি মাসীমা?

বিনতি—তা' ডাকাত যদি আসে, তবে পিস্তল ছুঁড়তে হবে বৈকি?

শ্যামল—না না মাসীমা, সে তুমি পারবে না। ওরা কী ভয়ানক লোক তা তুমি জানোনা। রতনগঞ্জের উমেশ চক্রবর্ত্তী, নন্দীগ্রামের হারাণ মণ্ডল, পীরপুরের রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ নাগের যে দশা ওরা করেছে, তা দেখলে মরা মানুষও আঁৎকে ওঠে। মানুষ মারতে ওরা কোনো রকম বিচার করে না।

বিনতি—বেশ তো, আমরাও ডাকাত মারবার সময় বিচার ক'রবো না। এখন তুই খেতে যা দেখি, অনেক রাত হয়ে গেছে।

[শ্যামল মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বিনতির মুখের দিকে একবার চাহিল]

বিনতি—কীরে! কিছু বলবি?

শ্যামল—হ্যাঁ।

বিনতি—যত কথা কি তোর এই খেতে যাবার সময়? বল্! কী বলবি?

শ্যামল—আচ্ছা মাসীমা,—মা বড়, না দেশ বড়?

[বিনতি অত্যন্ত অবাক হইয়া শ্যামলের মুখের দিকে চাহিতেই সে মুখ নীচু করিল]

বিনতি—মা বড় না দেশ বড় ! হঠাৎ একথা জিগ্যেস করার মানে ?

শ্যামল—এমনি মনে হ'লো মাসীমা।

বিনতি—কেন এমনি মনে হ'লো ? এমন কথা কখনও তো তোমার মুখে শুনিনি আমি ! কী হয়েছে ?

শ্যামল—না, কিছু হয়নি, সত্যি বলছি মাসীমা, কিছু হয়নি।

বিনতি—হুঁ ! সারা জীবন মাকে দুঃখে কষ্টে রেখে, আজ যখন তাঁকে শান্তি দেবার সময় এসেছে, তখন তুমি জিজ্ঞাসা করছো—"মা বড়, না দেশ বড়" ? অকৃতজ্ঞ কোথাকার !

শ্যামল—তুমি শুধু শুধু আমায় বকছো মাসীমা ! আমিতো কোন অন্যায় করিনি।

বিনতি—একশোবার অন্যায় ক'রেছো। হতভাগা ছেলে আবার কথার ওপর কথা কয় ! কে তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে এ কথা বলতে ? বল, কে শিখিয়ে দিয়েছে ?

শ্যামল—কেউ শিখিয়ে দেয়নি মাসীমা।

বিনতি—নিশ্চয়ই শিখিয়ে দিয়েছে। নইলে নিজে থেকে তোমার মনে একথা কখনই উঠতো না।

[শ্যামল চুপ করিয়া রহিল]

বিনতি—চুপ ক'রে রইলে কেন ? জবাব দাও ! ছেলেবেলায় তোমার বাপ মারা গেছেন। গরীবের ছেলে তুমি। তোমার মা নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তোমাকে এত বড়টি ক'রে তুলেছেন। এমন মায়ের ছেলে হ'য়ে তুমি কিনা আজ জিগ্যেস কর'তে এসেছো—"মা বড়, না দেশ বড়" ?

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ]

মিঃ মুখার্জ্জী—কে জিগ্যেস করছে বিনু—"মা বড়, না দেশ বড় ?"

বিনতি—শ্যামল।

মিঃ মুখার্জ্জী—শ্যামল! হুঁ! তা'হ'লে সুরু হয়েছে! আমি তখন তোমায় বলিনি বিনু—যে এত রাত্তিরে বাড়ী ফেরবার জন্যে ওকে তুমি একটু শাসন করে দিও? সেই শাসনই তুমি আজ ওকে করছো, কিন্তু বোধ হয় একটু দেরীতে। যাক সে কথা। তোমার কি মনে হয় শ্যামল,—"মা বড়, না দেশ বড়?"

শ্যামল—আমি এমনি জিগ্যেস ক'রেছি দাদু। জানিনা বলেই—

মিঃ মুখার্জ্জী—নিশ্চয় জান। শুধু তোমার জানাটা আমাদের জানার সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিতে চাও। কেমন?

শ্যামল—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা দাদু!

মিঃ মুখার্জ্জী—কেন, আমিতো বাংলা ভাষাতেই কথা বলছি। তবু আমার কথা বুঝতে পারছোনা কেন শ্যামল?

শ্যামল—আমাকে বুঝিয়ে দিন!

মিঃ মুখার্জ্জী—বুঝিয়ে দেব? আচ্ছা—তাই দিচ্ছি। তুমি তোমার দেশকে দেখেছো?

শ্যামল—হ্যাঁ।

মিঃ মুখার্জ্জী—কী দেখেছো তুমি দেশের? দেশের কী মূর্ত্তি তোমার কল্পনায় আছে, বলো?

শ্যামল—মাতৃমূর্ত্তি।

মিঃ মুখার্জ্জী—বেশ! তোমার মাতৃমূর্ত্তি হিন্দুর মাতৃমূর্ত্তি। যদি মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, আর জৈন জাতির মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে তার মিল না হয় শ্যামল, তবে কি ক'রে তা গোটা ভারতবর্ষের মিলিত মাতৃমূর্ত্তি হবে? তুমি তোমার দেশমাতৃকাকে পড়াবে শাড়ী, মুসলমান পড়াবে

পেশোয়াজ, বৌদ্ধ পড়াবে গৈরিক, এই নানা জাতির, নানা ধর্মের মাতৃমূর্ত্তি কি করে একটি রূপ নেবে শ্যামল ?

শ্যামল—মিলিত ভারতবর্ষের মাতৃমূর্ত্তি আমাদের ঠিক ক'রে নিতে হবে।

মিঃ মুখার্জ্জী—মিটিং করে ? তোমরাও কিছু ত্যাগ স্বীকার ক'রবে, তারাও কিছু ত্যাগ স্বীকার ক'রবে। তারপর অনেক ঝগড়া-ঝাঁটী, বাক্-বিতণ্ডার পর জননী জন্মভূমির মূর্ত্তি নিরূপিত হবে। কিন্তু দেশ-মাতৃকার যে মূর্ত্তি এখনও স্থির হয়নি, তার চেয়ে তোমার নিজের মায়ের মূর্ত্তি ঢের বেশী স্থির আর সুস্পষ্ট নয় কি ?

শ্যামল—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

মিঃ মুখার্জ্জী—তবে ? ভৌগোলিক সীমা রেখার চেয়ে মায়ের অস্তিত্ব কি অনেক বেশী নিশ্চিত নয় ? স্বর্গের চাইতে গরীয়সি কে ? জননী না জন্মভূমি ?

শ্যামল—জননী।

মিঃ মুখার্জ্জী—হ্যাঁ। জননী। তাই বলছি—জন্মভূমির কাজে লাগবার আগে নিজের জননীর সামান্য কিছু কাজে লাগোতো, আমরা দেখি। তবেতো বুঝবো তুমি জন্মভূমির সেবার যোগ্য হয়েছো। চল্লিশ কোটী লোককে খুশী করবার আগে একটি লোককে সুখী ক'রে তোমার যোগ্যতা দেখাও তো দেখি।

শ্যামল—আমায় ক্ষমা কর'বেন দাদু, আমি সব কথা ভাল ক'রে বুঝিনা বলেই মাসীমাকে জিগ্যেস ক'রছিলাম।

বিনতি—এখন উত্তর পেয়েছো তো ? যাও, খেতে যাও।

[শ্যামলের প্রস্থান]

মিঃ মুখার্জ্জী—তুমিও এবার শুয়ে পড়ো বিন্থু, রাত অনেক হয়েছে। পিস্তলটা ভাল করে রেখেছো তো ?

বিনতি—হ্যাঁ, বাবা।

মিঃ মুখার্জ্জী—আচ্ছা (একটু থামিয়া) অবিশ্যি আজই হয়তো ভয় পাবার কিছু নেই। তবু সাবধানের বিনাশ নেই বলেই সামান্য রকম আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আচ্ছা, তুমি দরজা দিয়ে শুয়ে প'ড়ো মা, আমি যাই— [প্রস্থানোদ্যত]

বিনতি—(কি ভাবিয়া ডাকিল) বাবা!

মিঃ মুখার্জ্জী—আমায় ডাকলি বিনু ?

বিনতি—ইন্‌সিওরেন্সের চেক্‌টা ক্যাশ করে এনে ঘরে রাখলে কেন ? ওটা আমার ভাল লাগছে না। ওটা কালই তুমি ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও বাবা। ও বিপদ ঘরে রেখে কাজ নেই আমাদের।

মিঃ মুখার্জ্জী—কিন্তু টাকাটা দিয়ে ওই নন্দীগ্রামের বাগান আর পুকুরটা কেনবার ইচ্ছে ছিল মা। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল, তাই, কিন্তু থাক। এখন সময়টাও ভালো নয়, আর এ অঞ্চলটাও—কী বলে গিয়ে, আচ্ছা কালই আমি ওটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবো। টাকাটা রেখেছো কোথায় ?

বিনতি—আয়রণ সেফে।

মিঃ মুখার্জ্জী—এ খবর বাড়ীর ঝি-চাকর কেউ জানে না তো ?

বিনতি—না। এক শ্যামল বাদে আর কেউ জানে না।

মিঃ মুখার্জ্জী—বুদ্ধিমতীর কাজ ক'রেছো মা। চাবী না পেলে ডাকাতের বাপেরও সাধ্যি নেই ওই আয়রণ সেফ খোলে। আচ্ছা, আমি যাই মা, শরীরটাও বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, আর—

[মুখার্জ্জীর প্রস্থান। বিনতি মাথার কাছে আলো লইয়া বই পড়িতে লাগিল। একটু পরে ওপাশের জানালা হইতে মিঃ মুখার্জ্জীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে মুখার্জ্জী—ছট্টু, সদর দরজা বন্ধ করেছিস ?

নেপথ্যে ছট্টু—জী।

নেপথ্যে মুখার্জ্জী—দেখিস, ম'রে থাকিসনে যেন। বুঝলি?

[বাহিরে আবার সব চুপচাপ হইয়া গেল। একটু পরে পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্র বারোটা বাজিল। বিনতি আলো কমাইয়া ঘুমাবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরে হঠাৎ ছট্টু চীৎকার করিয়া উঠিল।]

নেপথ্যে ছট্টু—হুজুর! ডাকু—ডাকু—

নেপথ্যে লোক—চোপরাও উল্লুক!

[সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের শব্দ হইল। ছট্টুর আর্ত্তনাদ শোনা গেল]

নেপথ্যে ছট্টু—আঃ—

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জী—দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করোনা—আমি গুলী ক'রবো—

[আবার পিস্তলের শব্দ ও মড়মড় করিয়া দরজা ভাঙ্গার শব্দ হইল।]

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জী—খবরদার! খবরদার বলছি! আঃ—এ কে? বিনু—সাবধানে থেকো—এরা সংখ্যায় অনেক। আমায় জোর করে বেঁধে ফেলেছে—খুব সাবধান মা খুব —

[সঙ্গে সঙ্গে আর একবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। মিঃ মুখার্জ্জীর গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। বিনতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। একটু পরেই বিনতির দুয়ারে করাঘাতের শব্দ হইল]

নেপথ্যে সুশীল—দরজা খোল!

[বিনতি অসহায়ের মতো একবার চারিদিকে চাহিল,

তারপর বালিশের নীচে রক্ষিত রিভল্‌ভারটি বাহির করিয়া হাতে লইল। আবার নেপথ্যে কণ্ঠ শোনা গেল।]

নেপথ্যে সুশীল—শীগগীর খুলে দাও, নইলে দরজা ভেঙ্গে ফেলবো!

[বিনতি একহাতে রিভল্‌ভার ধরিয়া অন্য এক হাতে খিল খুলিয়া দিল! সঙ্গে সঙ্গে মুখোস পরা সুশীল প্রবেশ করিল]

সুশীল—চাবী দাও!

বিনতি—কিসের চাবী?

সুশীল—আয়রণ সেফের। যার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা আছে।

বিনতি—আয়রণ সেফে টাকা আছে! কে বললে একথা?

সুশীল—কে আবার বলবে? আমি জানি! চাবী দাও—

বিনতি—চাবীতো আমার কাছে নেই।

সুশীল—চাবী তোমার কাছে আছে। দাও বলছি—

[মুখোস পরা সমীরের প্রবেশ]

সমীর—কী হলো? চাবী পেয়েছো?

সুশীল—না। এখনও দেয়নি।

সমীর—আচ্ছা আমি আদায় করছি। যাও তুমি ওদিকটা দেখ।

[সুশীলের প্রস্থান]

সমীর—দাও।

[বিনতি স্তম্ভিত হইয়া সমীরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চোখ দুটি তাহার বিস্ফারিত, যেন সে বাহ্যজ্ঞানরহিতা]

সমীর—চাবী দাও! কি দেখছো? একদৃষ্টে মুখোসের শিল্পকাজ দেখে কোনো লাভ নেই। চাবী দাও।

বিনতি—কে তুমি?

সমীর—আমি ডাকাত। চাবী দাও—

বিনতি—না। তুমি কে?

সমীর—বাপ মা কিম্বা বংশের পরিচয় আমার নেই। আমি ডাকাত, চাবী চাইছি,—চাবী দাও!

বিনতি—চাবী? আচ্ছা নাও। (চাবী দিল) কিন্তু একটি কথা শোনো! দয়া ক'রে একটিবার তোমার মুখোস খোলো! আমি তোমার মুখ দেখবো।

সমীর—মুখ দেখবে? খুবতো সখ দেখছি! একি দুর্জ্জয় সাহসী মেয়েরে বাবা! ডাকাতের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করবে—একি! কে?

বিনতি—আমি।

[বিনতি কাঁদিতেছিল, উজ্জ্বল আলোক বিনতির মুখে চোখে পড়িতেই ডাকাত তাহার মুখোস খুলিয়া ফেলিল। তারপর সভয়ে পিছাইয়া গেল]

সমীর—একি! বিনতি!

বিনতি—হ্যাঁ, আমি। তোমার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? তুমি যে বেঁচে নেই। আমি যে বিধবা!

সমীর—সরকারী চাকরের বিদ্রোহী জামাই বেঁচে থাকলে শ্বশুরের অনেক অসুবিধে হয়। তাই আমি ইচ্ছে ক'রেই প্রচার ক'রেছিলাম যে আমি মরে গেছি। এই সব রইল। আমি চল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

বিনতি—শোন! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

সমীর—আস্তানায়। আমি ভুল খবর পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে এখানে আজ আমাকে ডাকাতি করতে আসতে হবে। তোমরা বাংলা দেশে এলে কবে?

বিনতি—আজ প্রায় চার বছর।

সমীর—ও! আচ্ছা আমি চল্লাম।

বিনতি—দাঁড়াও! আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

সমীর—সেকি। তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

বিনতি—তুমি যেখানে থাক, সেইখানে।

সমীর—না-না, তুমি সেখানে কোথায় থাকবে? সে হচ্ছে ডাকাতের আড্ডা।

বিনতি—হ'লইবা। তোমার সঙ্গে সেখানে যেতে আমার বাধা নেই। আমি যাবো।

সমীর—না-না।

বিনতি—না বললে আমি শুনবো না। আমি যাবোই। আমি এতদিন জানতাম তুমি বেঁচে নেই। আজ তোমাকে দেখবার পর আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা চলে না আমার।

সমীর—আঃ। কথা শোন বিনু! লক্ষ্মীটি! সেখানে তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

বিনতি—খুব পারে। চেয়ে দেখ আমার কপালে সিঁদুর নেই। হাতে শাঁখা নেই। এখানে থাকলে এইভাবেই আমাকে থাকতে হবে। স্বামী থাকবে বনে, অথচ এই মিথ্যা পরিচয় বয়ে আমি থাকবো ঘরে, সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

সমীর—তোমার মত মেয়ে সেখানে থাকতে পারেনা বিনতি। তুমি জানো না সে কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে—

বিনতি—তা হোক, আমি যাবো। (বাহিরে সঙ্কেতধ্বনি)

সমীর—ঐ আবার সঙ্কেতধ্বনি! কি মুস্কিলে পড়লাম তোমায় নিয়ে বলোতো! কথা শোন বিনতি, তুমি এখানেই থাকো। আচ্ছা

আমি বরং মাঝে মাঝে এখানে এসে তোমায় দেখা দিয়ে যাবো। তাহলেই তো হবে ?

বিনতি—না, মাঝে মাঝে নয়। চিরদিন, চিরকাল আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।

সমীর—না—না—না! পথ ছাড়ো, আমি যাই।

বিনতি—কোথায় যাবে ? বিয়ের আগে আমি শ্বশুরকে হারিয়েছি, বিয়ের পর হারিয়েছি তোমাকে। আজ দশ বছর পরে তোমাকে পেয়ে আর এমনভাবে আমি হারাতে রাজী নই। হয় আমাকে সঙ্গে নাও, নয়—এই রিভল্‌বার দিয়ে এই ব্যর্থ জীবনের শেষ ক'রে যাও!

সমীর—না—না—

বিনতি—নেবেনা তো ? বেশ, তবে আমি আত্মহত্যা ক'রবো! (পিস্তল তুলিল)

সমীর—কী করছো বিনু ?

বিনতি—তবে আমাকে নিয়ে চলো।

সমীর—(একটু ভেবে) চলো! তাই চলো।

[শক্ত করিয়া বিনতির হাত ধরিয়া সমীর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দরজা তেমনি খোলা রহিল, আলো তেমনি জ্বলিতে লাগিল।]

প্রথম অঙ্কের বিরাম

সম্ভাবনা

গভীর অরণ্যের মধ্যে কয়েকখানিচালাঘর। চালাঘরগুলি একটি উঠানকে ঘিরিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে উঠানের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড আমগাছ। মঞ্চের পিছনে কাঁচা দেওয়াল সেই কাঁচা দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট জানালা বসান। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল একটি লোক সেই আমগাছের গুঁড়ির সহিত বাঁধা, তাহার সম্মুখে একটু দূরে উদ্যত ত্রিভলভার হস্তে মীনা দাঁড়াইয়া। লোকটীর পরনে একখানি আটহাতি ধুতি, কপালে তিলক, গলায় তুলসী মালার সহিত আটজান কুঁড়োজালি। লোকটীর বয়স "৫৫" হইতে "৬০" বৎসরের মধ্যে। তাহার নাম গোবর্দ্ধন সরকার।

মীনা—চুপ করে থাকলে চলবে না। কখন আমার লোক যাবে টাকা আনতে বল, বল—

গোবর্দ্ধন—রাধেকৃষ্ণ। কি বল্‌বো মা জননী ?

মীনা—কাল বেলা সাতটার মধ্যে তুমি পাঁচ হাজার টাকা এনে আমাদের পৌঁছে দেবে।

গোবর্দ্ধন—পাঁচ হাজার টাকা! চোখেই দেখিনি মা জননী, তা দেবো কোত্থেকে ?

মীনা—ওঃ ! তোমার কাছে টাকা নেই তুমি বলতে চাও ?

গোবর্দ্ধন—তাই বা বলবো কেন মা ? মা লক্ষ্মীকে কি নেই বলতে আছে ? মা লক্ষ্মী আছেন, তবে ওই কি বলে—মানে—দু'শো একশোর মধ্যে আছে।

মীনা—তোমাকে দিতেই হবে পাঁচ হাজার টাকা। পরাণপুর গ্রামের মধ্যে তুমিই সব চাইতে বড়লোক। বহুদিন ধ'রে বহু গরীবকে মেরে তুমি

তোমার সিন্দুক ভারী ক'রেছ। আজ তাদের টাকা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

গোবর্দ্ধন—রাধেকৃষ্ণ! আমি গরীবকে মেরেছি? আপনি বলছেন কি মা লক্ষ্মী! দরিদ্র হলেন গিয়ে নারায়ণ। সেই নারায়ণের গায়ে কি আমি হাত তুলতে পারি? এসব কথা শুনলেও পাপ হয়। আমাকে তেমন ভাববেন না মা জননী—হ্যাঁ। আমি গৃহী হ'য়েও সন্ন্যেসী, একবেলা খাই আর দু'বেলা গোবিন্দর নাম করি।

মীনা—ও! গরীবের ওপর তুমি অত্যাচার করোনি? উমেশ চক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্য তাদের একমাত্র শিশুপুত্রকে তুমি বিষ খাইয়ে মারোনি? করিম সেখের বুকে বাঁশ ডলে তুমি ১২৸৵০ সুদ আদায় করোনি?

গোবর্দ্ধন—গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ সব কথা আপনি কার কাছে শুনলেন মা লক্ষ্মী? তাইতো ভাবি, গাঁয়ে এত লোক থাকতে আমাকেই ব আপনারা বেছে বেছে ধ'রে আনলেন কেন? এসব হ'ল গিয়ে শত্রু পক্ষের রটনা! রাধেকৃষ্ণ! উমেশ চক্রবর্ত্তী ছিলেন আমার পরম বন্ধু। আহা! কি বন্ধুই ছিলেন—! প্রাণ দিতে পারতেন আমার জন্যে। তাঁর ছেলে! হরি! হরি! কিসে যে কি হয় কে জানে? একদিন গুলী খেলতে গিয়ে ছোঁড়াটা ধুতরোর বিচি খেয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারালো! গাঁয়ের লোক তো আমায় দেখতে পারেনা কিনা—তারা রটিয়ে দিলে যে আমিই নাকি ছেলেটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি। কি গেরো! হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ!

মীনা—তোমার সব চালাকি এবার ধরা পড়ে গেছে। সুদখোর শয়তান তোমাকে আমি কুকুরের মতন গুলী ক'রে মারবো। বল, পাঁচ হাজার টাকা দেবে কি না?

গোবর্দ্ধন—ধম্‌কে ধম্‌কে কথা ব'লে—কেন মিছিমিছি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন মা লক্ষ্মী ? পাঁচ হাজার টাকা আমার নেই ; থাকলে কি আপনাদের দিই না ? একটা ভাল কাজ ক'রছেন আপনারা। বেশ, আপনাদের কথাও থা'ক্ আমার কথাও থা'ক্ আমি দু'শোটী টাকা দেবো। ব্যাস্ ব্যাস্ তাহলে এবার আমায় ছেড়ে দিন মা লক্ষ্মী !

মীনা—পাঁচ হাজারের একটি পাই পয়সাও কম নয়। দু'শো টাকা ! কলকাতায় তোমার তিনখানা বাড়ী আছে।

গোবর্দ্ধন—কুঁড়ে ঘর মা জননী, ইঁটের কুঁড়ে ঘর।

মীনা—সেই তিনখানা কুঁড়েঘরের ভাড়া আদায় মাসে তিনশো টাকা। আজ পনের বছর ধ'রে এই ভাড়ার টাকা তুমি কি ক'রেছো ?

গোবর্দ্ধন—রাধেকৃষ্ণ ! টাকা আসাটাই দেখছেন যাওয়াটাও দেখুন। খরচা কি সোজা আমার ? সদাব্রত, দানধ্যান, অতিথিসেবা এসব নিয়েই তো আছি। টাকা থাকবে কোত্থেকে ?

মীনা—আচ্ছা টাকা তুমি দাও কিনা দেখছি।

গোবর্দ্ধন—গোবিন্দ ! কোথায় পাব মা লক্ষ্মী ?

মীনা—আমি পাঁচ গুণবো। এর মধ্যে তোমায় 'হ্যাঁ' বলতে হবে। পাঁচ বলবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমায় গুলী করবো। মাত্র পাঁচ গুণবো মনে থাকে যেন ! এক—

গোবর্দ্ধন—কৃষ্ণ হে !

মীনা—দুই—

গোবর্দ্ধন—ওরে বাবা !

মীনা—তিন—

গোবর্দ্ধন—ওরে মা, গেলুম যে !

মীনা—চার—

গোবর্দ্ধন—হায়, হায়! শেষকালে বিলিতি গুলীতে আমাকে দেহ রাখতে হ'ল গো! গঙ্গালাভ বুঝি আর হ'ল না। তা না হ'ল, না হ'ল টাকা আমার নেই! টাকা কোথায় পাব আমি?

মীনা—তাই নাকি? দেখ্‌বে তবে টাকা কোথায় পাবে? তোমারই মুখ দিয়ে আমি বলবো যে তোমার টাকা আছে, আর কাল সকালের মধ্যেই তুমি আমাদের পাঁচ হাজার টাকা দেবে। দেখবে?

গোবর্দ্ধন—হরেকৃষ্ণ! দেখি!

[মীনা দুইবার হাততালি দিতেই যুবক রমেন প্রবেশ করিল। মীনা রমেনকে ইসারা করিতেই সে ভেতরে গিয়া একটি ১২।১৩ বৎসরের কিশোরকে ধরিয়া আনিল]

কিশোর—দাদু!

মীনা—কি? চেনো ওকে?

গোবর্দ্ধন—ওরে বাবা! তোকেও এরা ধ'রে এনেছে দাদু? এদের হাতে কি কারুর রেহাই নেইরে বাবা? তোকে কি ক'রে ধরলো দাদু?

কিশোর—আমি রাস্তায় খেলা করছিলুম, এমন সময় এই লোকটি গিয়ে ব'ললে যে "তোমাকে দাদু ডাকছে!" আমি চ'লে এলুম।

গোবর্দ্ধন—চ'লে এলুম! একবার ভেবেও দেখলিনে যে কোথায় ব'সে দাদু ডাকছে। আমি তো এখানে ভববন্ধনে বাঁধা—তোকে ডাকবো কেমন করে?

কিশোর—তা আমি কি ক'রে জানবো—বা-রে!

গোবর্দ্ধন—গোবিন্দ হে! তাও তো বটে। তুই বা কি ক'রে জানবি? ওগো মা লক্ষ্মী, শুনছেন? আপনার ঐ পিস্তলটা একবার নামান্ না। কথা বলতে যে আমার দম আটকে আসছে।

মীনা—(পিস্তল নামাইয়া) বল, বল কি ক'রবে বল?

গোবর্দ্ধন—বলছিলুম কি, কেন মিথ্যে আমাদের পীড়ন করছেন? যাকগে' আমি পাঁচশো টাকা দেবো। হ'ল তো? দিন, এবার আমাদের ছেড়ে দিন!

মীনা—ব'লেছি তো পাঁচ হাজারের একটি পয়সাও কম নয়।

গোবর্দ্ধন—নাঃ। তাহ'লে আর হ'ল না মা লক্ষ্মী! আমারও নেই, আপনিও বুঝবেন না। মারুন, তাহলে মেরেই ফেলুন! তুই বাড়ী চলে যাস্ দাদু, কি আর করবি বল? ছেরাদ্দে-টেরাদ্দে যেন বেশী খরচ টরচ করিস নে। হরি বল মন!

কিশোর—দিয়ে দাওনা দাদু পাঁচ হাজার টাকা! আমাদের বড় সিঁন্দুকটায় তো তিরিশ হাজার টাকা র'য়েছে।

গোবর্দ্ধন—তিরিশ হাজার টাকা র'য়েছে! তুই দেখেছিস? আহাম্মক কোথাকার! কথা একটা বললেই হ'ল?

কিশোর—কেন, তুমিই তো পরশুদিন ব'ললে যে বড় সিন্দুকটাতে তিরিশ হাজার টাকা রয়েছে।

গোবর্দ্ধন—খেলে! খেলে! এই ছোঁড়াই আমাকে খেলে গো—হরেকৃষ্ণ!

মীনা—তোমার তো সংসারে আর কেউ নেই?

গোবর্দ্ধন—না মা লক্ষ্মী! ওই শিবরাত্তিরের সল্‌তে এক নাতিই আমার সম্বল।

মীনা—ওই এক নাতি? তাহ'লে তোমার যা কিছু সঞ্চয়, এরই জন্যে? এরই জন্য তো?

গোবর্দ্ধন—তা' মা লক্ষ্মী, যা কিছু খুদকুঁড়ো সব ওর জন্যই রাখা বৈকি।

মীনা—তাহ'লে ওকে মেরে ফেললেই তো আপদ চুকে যায়! তুমি তোমার সব টাকাই আমাদের দিতে পারো, কারণ তোমার তো আর ভোগ করবার কেউ রইল না। ভাল হয় না?

গোবর্দ্ধন—ওরে বাবা রে। এ বলে কি?

মীনা—কেমন, এই কথা তো? রমেন—পরেশ!—

[তিনবার হাততালি দিতেই রমেন ও পরেশের প্রবেশ]

তোমরা দু'জনে এই ছেলেটার দু'টো হাত শক্ত ক'রে টেনে ধ'রে রাখ। আমি গুলী করবার পর ওর বডিটা বাঁশবাগানে ফেলে দিয়ে আসবে।

গোবর্দ্ধন—ওরে বাবা রে—!

(রমেন ও পরেশ কিশোরের হাত শক্ত করিয়া ধরিল)

মীনা—তোমার মত অনেক বদ্‌মাইসকে আমরা শায়েস্তা ক'রেছি গোবর্দ্ধন সরকার! দেখি এবার টাকা দাও কিনা! আমি আবার পাঁচ গুণছি! "পাঁচ" বলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ওই নাতি, তোমার ওই একমাত্র বংশধরের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। বল, টাকা দেবে কি না?

কিশোর—ও দাদু! ফেলে দাওনা পাঁচ হাজার টাকা। আমাকে যে ওরা মেরে ফেলছে, দেখতে পাচ্ছো না?

গোবর্দ্ধন—কি করবি বল্ দাদু? সবই হ'ল গিয়ে তাঁর ইচ্ছে। নইলে এই বুড়ো বয়সে মেয়ে-ডাকাতের হাতে পড়ি?

মীনা—এক—

কিশোর—ও দাদু—!

গোবর্দ্ধন—হরি হে! তুমিই সত্য!

মীনা—দুই—

কিশোর—ও দাদু! আমার চেয়ে তোমার টাকা বড় হ'ল?

গোবর্দ্ধন—টাকা নেইরে দাদু, টাকা নেই। থাকলে কি আর এভাবে তোকে মরতে দিই?

মীনা—তিন—

কিশোর—দাদু গো! আমায় যে মেরে ফেল্‌ছে!

গোবর্দ্ধন—হরিনাম কর্ দাদু,—চোখ বুজে হরিনাম কর্। অন্তিম সময়ে কি আর অন্য কিছু ভাবতে আছে? হরিনাম কর! হরি হে, তুমিই সত্য—।

মীনা—চার—

[বিনতি আসিয়া মীনার রিভলবার ও কিশোরের মাঝখানে দাঁড়াইল]

মীনা—স'রে যাও—

বিনতি—না।

মীনা—সরে যাও বল্‌ছি বিনতি!

বিনতি—না সরবো না।

মীনা—আমাদের কাজে বাধা দেবার তোমার কোন অধিকার নেই বিনতি! স'রে যাও—।

বিনতি—শিশু হত্যায় বাধা দেবার অধিকার সকলেরই আছে। আমি সরবোনা, তুমি গুলী কর।

মীনা—তুমি সমীরের স্ত্রী না হ'লে এতক্ষণে কোনকালে আমি তোমাকে গুলীই করতাম। স'রে যাও।

বিনতি—আমি সরবোনা। তোমার দয়া আমি চাইনা—গুলী কর'!

মীনা—দয়া পাবার তুমি যোগ্য নও, তোমাকে গুলী করাই উচিত। আমাদের কাজে যে বাধা দেয়—

বিনতি—কি তোমাদের কাজ? দেশের কাজ? এই নির্ব্বিচারে নরহত্যা ক'রে দেশের কি কাজ তোমরা করছো শুনি?

মীনা—সে আলোচনা আমি তোমার সংগে করতে রাজী নই। আমার ওপর হুকুম আছে, গোবর্দ্ধন সরকারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা

আদায় ক'রতে হবে। না দিলে ওকে কিম্বা ওর নাতিকে মেরে ফেলতে হবে।

বিনতি—এমন অদ্ভুত হুকুম তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছো জানতে পারি ?

মীনা—না জানতে পার না। তাঁর নাম উচ্চারণ করবার অধিকার আমাদের নেই। শুধু এইটুকু শুনে রাখো তিনিই সব, তিনিই আমাদের গুরু।

বিনতি—বাঃ! খুব চমৎকার গুরুতো তোমাদের! যার টাকা নেই, বা যে টাকা দিতে পারছেনা, তার কাছ থেকেও টাকা আদায় করতে হবে! আর টাকা দিতে না পারলে তাকে খুন ক'রে ফেলতে হবে! কি সুন্দর নিয়ম।

মীনা—হ্যাঁ। এসব কথা তোমার আলোচনা করবারও অধিকার নেই। যেহেতু তুমি দীক্ষিতা নও। অনধিকার চর্চ্চা করলে তার ফলভোগ করতে হবে। বিনতি—তুমি সরো! আমাকে আমার কাজ করতে দাও! সরো—

বিনতি—না আমি সরবোনা।

মীনা—সরো—

বিনতি—না।

মীনা—মরবে ?

বিনতি—মরবো।

মীনা—কি আশ্চর্য্য অভাসিটি তোমার!

বিনতি—অভাসিটি আমার, না তোমার! তুমি করবে শিশুহত্যা, বাধা দিতে গেলে হবে অভাসিটি! চমৎকার লজিক্!

মীনা—বিনতি, আমি তোমায় অনুরোধ করছি—নিজের সর্ব্বনাশ তুমি এইভাবে ডেকে এনো না। আমাকে কাজ করতে দাও।

বিনতি—না, এরকম অকারণ নরহত্যা করতে দেবনা তোমাদের।

মীনা—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! কোত্থেকে তোমার এই সাহস এলো, অবাক হচ্ছি ভেবে।

বিনতি—আমিও সমান অবাক হই যখন দেখি কথায় কথায় তোমরা রিভল্‌ভার বার কর।

মীনা—এখানে নিজের ইচ্ছায় কেউ কোন কাজ করে না। আমরা হুকুমের চাকর।

বিনতি—হুকুম পালন করবে বিচার না ক'রে! যন্ত্রের মতো?

মীনা—হ্যাঁ, এখানে আমরা সবাই যন্ত্র। যিনি যন্ত্রী তিনিই আমাদের চালান।

বিনতি—কে সেই যন্ত্রী?

মীনা—আমাদের গুরুদেব।

বিনতি—যে গুরু শিশুহত্যা করতে উপদেশ দেন, তিনি গুরু নন্, তিনি অমানুষ। তিনি—

মীনা—বিনতি! (রিভল্‌ভার তুলিল)

নেপথ্যে সমীর—(গর্জ্জন করিয়া) বিনতি!

[সমীরের প্রবেশ]

[গোবর্দ্ধন ও কিশোরকে দেখিয়া সমীর মীনাকে জিজ্ঞাসা করিল]

সমীর—কী ব্যাপার! এরা এখনো বাঁধা?

মীনা—তোমার স্ত্রী এসে আমার কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েছেন। তিনি তর্ক ক'রে বোঝাতে চান-যে আমরা সবাই মিলে অন্যায় করছি।

(সমীর বিনতির দিকে একবার চাহিয়া পরে রমেন ও পরেশকে বলিল)

সমীর—ওঃ! আচ্ছা, দেখ, তোমরা এদের বারো নম্বরে নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি একটু পরে।

পরেশ—আচ্ছা স্যার—!

[রমেন ও পরেশ গোবর্দ্ধনের বাঁধন খুলিতে লাগিল]

গোবর্দ্ধন—শুনছেন মা লক্ষ্মী। এদিকে একটু তাকান দয়া ক'রে!

মীনা—কি?

গোবর্দ্ধন—কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার খানেক টাকা আমি না হয় দিচ্ছি। আমায় ছেড়ে দিন। ব্যাস। আর আমার কিছু নেই। বারো নম্বরে নিয়ে গিয়ে আর দরকার নেই মা লক্ষ্মী। হরেকৃষ্ণ—।

মীনা—না। পাঁচ হাজার টাকাই তোমাকে দিতে হবে। তার এক পয়সাও কম আমি নেব না—। যাও, বার নম্বরে নিয়ে যাও।

গোবর্দ্ধন—ওরে বাবা। এক নম্বর তো দেখছি আমগাছ। বারো নম্বরে শিমূলগাছ না কী গাছ সে এক রাধামাধবই জানেন। ওরে বাবারে। কেবল যে নম্বরে নম্বরে ঘোরায়।

কিশোর—ফেলে দাওনা দাদু পাঁচ হাজার টাকা।

গোবর্দ্ধন—ফেলে দাওনা দাদু পাঁচ হাজার টাকা। টাকা যেন গাছের ফল। চল, বারো নম্বরেই যাচ্ছি। তাই ব'লে পাঁচ হাজার টাকা আমি দিতে পারবনা। তা সে বার নম্বরই হোক আর বাহাত্তর নম্বরই হো'ক! চল—

[গোবর্দ্ধন ও কিশোরকে লইয়া রমেন ও পরেশের প্রস্থান]

সমীর—এইবার বল'তো কি হ'য়েছে?

মীনা—বলবার কিছু নেই। তুমি তোমার স্ত্রীকে এনে সমিতির নিয়ম ভঙ্গ ক'রেছ সমীর। এখন তার ফল ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে আমাদের। এসব কাজে যার কিছুমাত্র ট্রেনিং নেই, তাকে কার হুকুমে তুমি এখানে নিয়ে এলে জানতে পারি? এই নাকি তোমার স্ত্রী? চমৎকার।

ঘরের দিকে যদি মন গিয়ে থাকে, তবে বাড়ী গিয়ে ধর্ম্মপত্নীকে নিয়ে ঘরকন্না করগে, সমীর। এরকম একটা সেন্টিমেন্টাল ফুল্‌কে নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ চালাতে পারবনা।

[মীনার প্রস্থান]

সমীর—তোমাকে আমি বারংবার ব'লেছি বিনতি, যে তুমি ওদের কোন কথা বা কাজের মধ্যে থেকোনা। তবু কেন তুমি ওর পিস্তলের মাঝ-খানে এসে দাঁড়ালে ?

বিনতি—দাঁড়াবনা ? ওযে শিশুহত্যা ক'রছিল !

সমীর—করুক। তাতে তোমার কি ?

বিনতি—আমার কি ? কি বলছো তুমি ? চুপ করে দাঁড়িয়ে শিশুহত্যা দেখবো ?

সমীর—হ্যাঁ, তাই দেখতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমি তো তোমায় আগেই ব'লেছিলাম বিনতি, এ বড় ভয়ানক জায়গা। আমাদের ব্রত সাংঘাতিক ব্রত।

বিনতি—সাংঘাতিক ব্রত ! কিন্তু বলতে পার, কি লাভ হবে এ সাংঘাতিক ব্রত পালন ক'রে ? দেশের কাজ ক'রবো বলে তোমার সঙ্গে এলাম—কিন্তু এসে দেখ কোথায় দেশের কাজ ? এ যে কসাইখানা ! এ নরক-কুণ্ডে দিবারাত্র পড়ে থাকার চাইতে চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।

সমীর—কিন্তু তুমি বাড়ীর কথা তুলনা, বাড়ীর কথা ভুলে যাও।

বিনতি—কেমন ক'রে ভুলবো ? কেবলই মনে হয় আমি কাছে নেই ব'লে বাবার না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। হয়তো রান্নার দোষে প্রতিদিন আধ-পেটা খেয়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন। কেউ তাকে দেখছে না, ঠাকুর ঘরে ধূনো গঙ্গাজল পড়ছে না। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী উপবাসী থাকছেন, তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে না কেউ।

সমীর—আমি তো তোমায় আসতে বারণ করেছিলাম বিনতি, তুমিই তো জোর ক'রে—

বিনতি—চল আমরা ফিরে যাই। বাবার পায়ে ধরে তুমি আর আমি ক্ষমা চাইবো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বল—

সমীর—না বিনু, গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছি যতদিন না সে ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ঘরে ফেরবার অধিকার আমার নেই।

বিনতি—কে তোমাদের গুরুদেব?

সমীর—তাঁর নাম বলতে পারবনা। কিন্তু জেনে রাখ তিনিই সব, তাঁর আদেশ, তাঁরই কাজ। সে কাজে অবহেলা করবার শক্তি আমাদের নেই।

বিনতি—তিনি কি সন্ন্যাসী?

সমীর—না, তিনি গৃহী।

বিনতি—বড়লোক?

সমীর—না। ভূমিজীবি গৃহস্থের মতোই চাষবাস করে তিনি সংসার চালান।

বিনতি—মস্ত বড় সংসার বুঝি তাঁর?

সমীর—হ্যাঁ তিনি একা তবু মস্ত বড় সংসার তাঁর। বাংলাদেশের সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারই তাঁর পরিবার।

বিনতি—মানে—?

সমীর—মানে, এসব কথা তোমাকে বলা আমার উচিত হ'চ্ছে না, এতে ক'রে সমিতির নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। যাক। বলতে যখন সুরু ক'রেছি শোন। তিনি কখনো দরিদ্রকে, দীন মজুরকে সাহায্য করেন না। তাদের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন।

বিনতি—উদাসীন! কেন?

সমীর—তিনি বলেন এরা ভিক্ষে করতে জানে। গালাগাল দিয়ে হোক, হাতে পায়ে ধরে হোক, চুরি করে হোক, এরা নিজেদের খাবার যোগাড় করে নিতে পারবেই। ওদের সাহায্য ক'রে কোন লাভ নেই।

বিনতি—আশ্চর্য্য! তিনি তবে কাদের সাহায্য করেন?

সমীর—তিনি সাহায্য করেন বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের। যাদের দুবেলা ধোয়া কাপড় পরতে হয়, যাদের সমাজ আছে, সংসার আছে, আত্মীয় কুটুম্বিতা আছে, অথচ অর্থ নেই। থালা বাসন কোসন গোপনে বাঁধা দিয়ে চোখের জল মুছে হাসি মুখে, যে পরিবারের মেয়েরা স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে দেয়; অর্থের অভাবে যারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চিকিৎসার অভাবে যারা মরছে, বাড়ন্ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে যে পরিবারের বেকার বাপ রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রাহীন চোখে স্ত্রীর বুকে মুখ লুকিয়ে অসহায় শিশুর মত কাঁদে, দরিদ্রের জ্বালায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনাহারে ফুটপাথের ওপর শুয়ে মরতে মরতেও যারা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেনা—"ওগো, আমায় একটি পয়সা দাও",—আমাদের গুরু করেন তাদের সাহায্য।

বিনতি—এত মহৎ, এত বড় তোমাদের গুরু। আমি তোমাদের গুরুকে দেখবো—আমি দেখবো—।

সমীর—অপেক্ষা কর। একদিন তিনি হয়তো নিজেই দেখা দেবেন। কিম্বা তোমায় ডেকেই পাঠাবেন। আমি আসছি বিনতি, তুমি এখানেই থাকো।

[সমীরের প্রস্থান ও শ্যামলের প্রবেশ। শ্যামলের মুখ ম্লান, চুল উস্কো খুস্কো।]

শ্যামল—মাসীমা—

বিনতি—কাল থেকে তুই কোথায় ছিলি রে?

শ্যামল—দলের একটা কাজ নিয়ে অনেক দূরে গিয়েছিলাম মাসীমা, তাই ফিরতে দেরী হ'ল।

(মীনার প্রবেশ)

মীনা—এই যে শ্যামল, কখন ফিরলে ?

শ্যামল—এক্ষুণি—

(বিনতির প্রস্থান)

মীনা—খুব বেশী কষ্ট করতে হয়নি বোধ হয় ?

শ্যামল—না।

মীনা—কত পেলে ? পাঁচ, না সাত ?

শ্যামল—কিছুই আনতে পারিনি মীনাদি।

মীনা—মানে ?

শ্যামল—মানে সে বুড়োটা অন্ধ হয়ে গেছে মীনাদি। তার সাত ছেলের একটি ছেলেও বেঁচে নেই। ডাকাতের নাম শুনেই সে চাবি ফেলে দিয়ে বললে—"সব নিয়ে যাও!"

মীনা—হ্যাঁ ? সে তো আরো ভালো।

শ্যামল—কিন্তু—

মীনা—কিন্তু ?

শ্যামল—তার মানে—সেই বুড়োটাকে এমনিতে ভগবান—

মীনা—থাক থাক—কৈফিয়তের দরকার নেই। এমনিতেই খুসী হ'য়েছি। তাহলে তুমি কিছুই আনতে পারনি ? দল থেকে প্রথম একটি কাজ দেওয়া হ'য়েছিল, তুমি ফেলিয়োর হ'য়ে চলে এসেছো ?

শ্যামল—আমি পারলাম না মীনাদি—

মীনা—শাট্ আপ। দয়ার অবতার! যীশুখৃষ্ট এসেছেন। কিন্তু আমাদের দলে ফেলিয়োরের মানে বোঝ ?

শ্যামল—(নিরুত্তর)

মীনা—এবার যে দণ্ড তোমায় দেওয়া হবে, তার চাইতে কি টাকা আনাটা সহজ ছিল না শ্যামল ? তোমার মুখ চোখের ভাব দেখে, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে একাজ তুমি পারবেনা। তোমার সাধ্য নেই আমাদের দলের সঙ্গে তাল রেখে চলা—কিন্তু এবার ?

[মীনা হাততালি দিল রমেন ও পরেশ প্রবেশ করিল]

শ্যামল দেবীপুর থেকে ফেলিয়োর হ'য়ে চলে এসেছে, ওকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ নম্বরে বেঁধে রাখ।

(রমেন ও পরেশ শ্যামলকে ধরিল)

শ্যামল—আমি যাচ্ছি মীনাদি ! দলের লোক হিসেবে তোমাকে একটা কথা আমার বলা কর্ত্তব্য। রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার মিষ্টার ভি, ভি, মুখার্জ্জি প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন তোমাদের দলকে তিনি বাংলাদেশ থেকে তাড়াবেন। তাঁর ক্ষমতার সঙ্গে তোমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। কোলাঘাট রবারীর কথা ভেবে তোমরা সাবধান হও। এ আড্ডার খবরও তিনি জেনে ফেলেছেন। দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো তিনি এখানে সদলবলে হানা দেবেন।

মীনা—[একটু চিন্তা করিয়া] তোমার এই খবরটুকুর দাম আছে। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি শ্যামল। আমি কথা দিচ্ছি এই খবরটুকুর বিনিময়ে তোমার শাস্তি সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করবো।

রমেন—আমি একটা কথা বলবো মীনাদি ?

মীনা—বল ?

রমেন—গোবর্দ্ধন সরকার বলছে সে পাঁচ হাজার টাকা দেবে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

মীনা—Splendid! ওর নাতিটীকে এখানে রেখে তোমরা দু'জন ওর সঙ্গে যাও! টাকাটা নিয়ে এসে ওর নাতিকে ছেড়ে দেবে।

রমেন—আচ্ছা মীনাদি—

মীনা—খুব সাবধান হয়ে চারিদিকে চোখ রেখে কাজ করবে। কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা বুঝলেই তখুনি গুলী ক'রবে।

রমেন—আচ্ছা মীনাদি।

(রমেন ও পরেশ শ্যামলকে লইয়া প্রস্থান করিল, অজিতের প্রবেশ)

অজিত—মীনাদি!

মীনা—কি অজিত?

অজিত—কুসুমপুরে কি আজ আমাকে যেতে হবে?

মীনা—নিশ্চয়ই যেতে হবে। দশজন লোক সঙ্গে নেবে। অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা আজকে চাই-ই।

অজিত—তাই হবে মীনাদি।

মীনা—আর শোনো—দলের সকলকে বলে দাও চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। মিঃ ভি ভি মুখার্জ্জীকে চেনো?

অজিত—পুলিশ সুপার ভি ভি মুখার্জ্জী? কোলাঘাট রবারী—

মীনা—হ্যাঁ, তিনি রিটায়ার ক'রে এই অঞ্চলে বাস করছিলেন। ঐ শ্যামলের False informationএ আমরা তাঁর বাড়ী লুট ক'রতে যাই। আগে জানতে পারলে আমি কখনই এ কাজ করতে দিতাম না। কোন পুলিশ অফিসারকে ক্ষেপিয়ে তোলবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই।

অজিত—তিনি কী করেছেন?

মীনা—তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যেমন করে হোক আমাদের বাংলা দেশ থেকে তাড়াবেন। তিনি কে জানতো?

অজিত—না—কে ?

মীনা—আমাদের সমীরের শ্বশুর।

অজিত—সে কি। তাহলে কি হবে মীনাদি ?

মীনা—শক্তির পরীক্ষা হবে ! যে মরে—যে মারে।

অজিত—বিনতি তাহলে মিঃ মুখার্জ্জীর মেয়ে ?

মীনা—হ্যাঁ। কিন্তু সাবধান ! এসব কথা যেন দলের অন্য কারুকে বলো না। সবাই যেন খুব সজাগ থাকে। বাইরে অপরিচিত লোক দেখলেই যেন তাকে বেঁধে নিয়ে আসে।

অজিত—আচ্ছা।

[মীনার প্রস্থান ও সুশীলের প্রবেশ]

অজিত—কে ? আরে সুশীল যে ! বাপ্‌স ! কী মেক্ আপ্ নিয়েছিস্‌রে ? চিনতেই পারছিলুমনা। তা এ বেশ ?

সুশীল—ষ্ট্রীট সিংগার:হে ষ্ট্রীট সিংগার।

অজিত—একা নাকি ?

সুশীল—উহুঁ ! দীপালী আর বেলাও মেকআপ করে সঙ্গে আসছে।

অজিত—ষ্ট্রীট সিংগার সেজে গিয়ে খবরটা কী আনলে তাই বল নয়।

সুশীল—খবর বিশেষ ভাল নয়। মুখার্জ্জী উঠে পড়ে লেগেছেন আমাদের ধরবার জন্যে। চারিদিকেই পুলিশের স্পাই ঘুরছে। দু'-একদিনের মধ্যেই আমাদের আড্ডার সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়।

অজিত—Valuable information. আর কিছু ?

সুশীল—কুসুমপুরের জমিদার বাড়ীর সবাই গেছে কালীঘাটে পূজো দিতে। কাল সকালের আগে কেউ ফিরবে না। দু'জন দরোয়ান আছে, তাদের একজনের জ্বর।

অজিত—সুখবর। তাহ'লে আজ রাত্রে আমি অনায়াসে যেতে পারি ?

সুশীল—অনায়াসে। পরাণপুরে কে যাবে? মীনাদি?

অজিত—বোধহয়, আমি ঠিক জানিনা। আমার ওপর হুকুম আছে কুসুমপুরে যাবার। ভাল কথা, টাকা কড়ির হদিস্ কিছু—

সুশীল—নিশ্চয়। টাকা আছে দোতলায় কর্ত্তার শোবার ঘরে বড় একটা আয়রণ চেষ্টে। তার চাবি আছে সেই ঘরের টেবিলের ওপর রাখা Ashtrayর নীচে।

অজিত—অনেক ধন্যবাদ সুশীল, খুব সহজেই আমি কাজ হাসিল করতে পারবো মনে হয়। আমি চাই কোন রকম খুন জখম না করে টাকাটা নিয়ে আসতে।

সুশীল—তা বোধ হয় পারবে না। দারোয়ানটার কাছে—

অজিত—শ্ শ্ শ্ শ্। কে? কে ওই গাছের আড়ালে উঁকি ঝুঁকি মারছে না? রমেন, পরেশ!

[রমেন ও পরেশের প্রবেশ]

অজিত—ওই লোকটাকে arrest করো।

[রমেন ও পরেশের প্রস্থান]

ভাই সুশীল! লোকটা কিছু শুনে ফেলেছে কিনা, কে জানে! তোমরা গান নাচ আরম্ভ করে দাও। Quick, Quick.

সুশীল—আরে এ চমনলাল, এ রতন বাঈ কিধর গায়ে? আ-যা! আ-যা!

[সুশীলসহ দীপালি ও বেলার নৃত্যগীত]

(গান)

প্রেম ক্যা ইয়ে ম্যসতানা ভঁওরা
ফুলোঁ প্যর্ দীওয়ানা হ্যয়।
উসকী সুন্দরতা প্যর্ভূলা
কাঁটো সে বেগানা হ্যয়।

সুন্দর কোমল প্যারে প্যারে
রঙ্গত ওয়ালে ফুল
ইনকে দামন মে হ্যয় লেকিন
ছুপে হুয়ে তিরশূল
দেখনে সে হ্যয় ভোলে ভালে
কাম তো খুন ব্যহানা হ্যয়
ক্যলি ক্যলি প্যর ফুল ফুল প্যর্
ভ্যঁওরা হরদম গাযে
যিস্দিন্ কাঁটা ল্যগে যিগর্ মেঁ
ত্যড়্যপ্ ত্যড়াপ্ র্যহ্ যায়ে
প্রেমি কা অ্যন্জাম্ হ্যয় ইয়ে
চাহত্ কা নজরানা হ্যয়।

[গান শেষ হইলে স্ট্রীট সিঙ্গার বেশধারী সুশীল, দীপালি ও বেলার প্রস্থান। রমেন ও পরেশ গজেন্দ্রকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া প্রবেশ করিল। গজেন্দ্রের পরনে লুঙ্গী ও গায়ে নামাবলী]

গজেন্দ্র—"মন তুমি কৃষি কাজ জান না—
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা"।

শালুক চিনেছ গোপালঠাকুর—বেছে বেছে আমাকেই কেন ধরে আনলে বল দেখি ?

রমেন—তোমাকে স্পাই বলে আমাদের সন্দেহ হয়েছে।

গজেন্দ্র—আহা বাছারে। সন্দেহ হয়েছে তাতেই ধরেছো। সত্যিকারের স্পাই হলে বোধ হয় এতক্ষণ শূলে চড়াতে।

রমেন—নিশ্চয়।

গজেন্দ্র—আহা মাণিকরে আমার! তুই বাঁচবিনে বাবা, ছলতে এয়েছিস! এত বুদ্ধি নিয়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছিস কেন বাবা? সহরে যা, দু'চার হাজার জমাতে পারবি।

অজিত—এ কে?

রমেন—আজ দিন পাঁচ ছয় থেকে ক্রমাগত দেখতে পাচ্ছি যে এই লোকটা ওই বড় বাগানটার পাশে ঘুর ঘুর করছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে কিছু উত্তর দেয় না—তাই আজ ধরে এনেছি।

গজেন্দ্র—বড় কাজ করেছো—বাছার আমার চোখ মুখের ভাব দেখ যেন পঁচিশ সেরি মিয়গেল মেরেছে—"মন তুমি কৃষি—"

অজিত—চুপ কর। শিগ্‌গির বলো কে তুমি?

গজেন্দ্র—ওঃ—আস্তে বাবা, আস্তে। আমি কালা নই—আস্তে বল আমি বেশ শুনতে পাব, আমার আবার বুকের ব্যায়রাম আছে জোরে কথা বললে আমার হার্ট ফেল ক'রবে বাবা। একটু আস্তে বল।

অজিত—তুমি কে জিজ্ঞাসা করছি।

গজেন্দ্র—এইতো বাবা সুন্দর গলার আওয়াজটা তোমার। পাঁচ সাত মিনিট শুনলে বেশ ঢুল আসে চোখে। খামোখা ওরকম বাজখাঁই ছাড়ছিলে কেন বাবা?

অজিত—ওরে রসিকতা হচ্ছে। একে আটকে রাখ, আমি এখুনি আসছি।

(অজিতের প্রস্থান)

পরেশ—বাজে কথা থাক্। তুমি কে আগে তাই বলো?

গজেন্দ্র—আমি কে? হিঃ হিঃ হিঃ—এই গো, চিন্‌তে পারনি বুঝি? আমিই সব বাবা। আমি ব্রহ্ম, আমিই বাক্য, আমিই বেদ, আমিই বেদান্ত। আমি আছি তাই সব আছে। শিবোহম্।

রমেন—যাঃ শালা! বেছে বেছে এক পাগল ধ'রে আন্‌লাম শেষকালে!

পরেশ—তোকে বললাম ঝামেলা বাড়াসনে তুই খামোখা এটাকে ধরে—

রমেন—কে জানে এ ব্যাটা পাগল?

পরেশ—ধ্যাত্তোর! ওহে তুমি পাগল?

গজেন্দ্র—পাগোল কি রকম? সব গোল, আমার হাত গোল, পা গোল, মাথা গোল, মুখ গোল, আমার সব গোল আর সবেতেই গোল। শুধু পাগল বললে আমায় অপমান করা হয় তা জানো?

পরেশ—মান অপমানের জ্ঞানটা দেখছি বেশ টন্‌টনে। এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কেন?

গজেন্দ্র—কেন এদিকে কি বাঘের ভয় আছে?

পরেশ—আছেই তো?

গজেন্দ্র—তবে একটা সাইনবোর্ডে সে কথা লিখে রাখোনি কেন যে এদিকে বাঘের ভয় আছে। তাহলে তো কিছুতেই আস্‌তাম না।

পরেশ—তোমার বাড়ী কোথায়?

গজেন্দ্র—বাড়ী? সব জায়গায়।

রমেন—মানে?

গজেন্দ্র—মানে কামাস্কাটকা থেকে কামারডাঙ্গা পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই আমার বাড়ী। কিন্তু তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে কি করছো বলতো?

রমেন—দেখলি তো আগেই বলেছিলাম এ ব্যাটা স্পাই, খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করেছে।

গজেন্দ্র—কি করছো জিজ্ঞাসা করছি তাতেই ইস্পাই হয়ে গেলুম। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় নেস্‌পেক্‌টার জেনারেল ঠাওরাবে।

পরেশ—খুব হয়েছে। তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে। আসুক আগে মীনাদি।

গজেন্দ্র—মীনাদি? মেয়েছেলে? তোমাদের এখানে মেয়েছেলেতে শাস্তি দেয়? আহাঃ! মধু-মধু! ভুজো ডোরে বাঁধি দেহ দণ্ড!

রমেন—থাম ব্যাটা, আর রসিকতা করতে হবে না।

গজেন্দ্র—আচ্ছা, আর করবনা। তাহলে একটু গান গাই "এ মায়া প্রপঞ্চময়"—

রমেন— চুপ! এটা গান গাইবার জায়গা নয়।

গজেন্দ্র—তবে কোনটা গান গাইবার জায়গা আমাকে দেখিয়ে দে দাদা—আমার যে এখন ভাব এসেছে।

পরেশ—মীনাদি এলে তখন সব ভাব অভাবে দাঁড়াবে।

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত—পরেশ, মীনাদি বললেন—একে দু'নম্বরে আটকে রাখ। তিনি এসে যা হয় করবেন।

পরেশ—আচ্ছা।

গজেন্দ্র—দু' নম্বরে আটকে রাখবে? আমাকে? মাথার ওপরে ছাদ আছে মানিক? অন্ততঃ টিনের?

অজিত—আছে।

গজেন্দ্র—দুবেলা ঠিক ঠিক খেতে পাব তো যাদু?

অজিত—হ্যাঁ তাও পাবে।

গজেন্দ্র—ব্যাস্! তা হলে চলো বাবা, এতদিনে একটা হিল্লে হলো। বাইরে খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট। সবদিন জোটেও না, তার চাইতে এটা একটা পাকা ব্যবস্থা হলো—"শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলাল ঘরে"।

(মীনার প্রবেশ)

মীনা—কে তুমি?

গজেন্দ্র—আগেই তো বলেছি আমিই সব।

মীনা—তা জিজ্ঞেস করিনি। তোমার নাম কি ?

গজেন্দ্র—গজেন্দ্র তরফদার।

মীনা—তোমায় আমি কোথায় দেখেছি বলতো ?

গজেন্দ্র—দেখার আর দোষ কি ? পৃথিবীটাই তো দেখাদেখির জায়গা।

মীনা—তোমার চোখ দু'টি আমার চেনা।

গজেন্দ্র—দুটো চোখই চেনা, না একটা চোখ ?

মীনা—দু'টোই চেনা।

গজেন্দ্র——তাহ'লে তোমার চেনার দাম হলো আট আনা; এক চোখের দাম চার আনা জানতো ?

মীনা—জানি বৈকি ! কিন্তু এদিকে ঘুরছিলে কেন ?

গজেন্দ্র—ঠিক যে এদিকে ঘুরছিলাম তা নয়--দিকে দিকে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি। ছাড়া পেলে আবার ওদিকে চলে যাব।

মীনা—তুমি পাগল ?

গজেন্দ্র—না।

মীনা—তবে কি ?

গজেন্দ্র—আমি গজেন্দ্র।

মীনা—তোমার সত্যিকার পরিচয় দাও, নইলে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখেছো ? একটি গুলিতে তোমার ঐ মাথার খুলিটা ফাটিয়ে দেব।

গজেন্দ্র—ছুঁড়তে জান ?

মীনা—দেখবে নাকি ?

গজেন্দ্র—আমার ওপর না হ'লে দেখতে পারি। হ্যাগো, একটা উপকার করবে ? আমার সংগে একবার যাবে ?

মীনা—কোথায় ?

গজেন্দ্র--আমাদের গাঁয়ে। আজ কয়েকদিন থেকে দুইশালা হলো বেড়াল

বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে। রাত্রে দুটোতে মিলে এমন ঝগড়া করে যে একটুও ঘুমোতে পারিনে। তাদের একটিকে মেরে দিয়ে আস্‌বে ?

মীনা—কোথায় তোমার গাঁ ?

গজেন্দ্র—শামুকডাঙ্গা।

মীনা—সে তো অনেক দূর।

গজেন্দ্র—দূর হলে আর করছি কি ? গাঁ তো বটে। আর একটা কথা বলবো ?

মীনা—হ্যাঁ !

গজেন্দ্র—এই জঙ্গলের বাইরে মেলা লাল পাগড়ী ঘোরা ফেরা করছে দেখ্‌লাম। যদি তোমরা ডাকাত হও, তবে এই বেলা পালিয়ে যাও না! ধরলেই তো ফাঁসী দেবে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেবে, কেন মিছিমিছি পৈতৃক প্রাণটা খোয়াবে ?

মীনা—প্রাণ তো পুলিশেও খোয়াতে পারে।

গজেন্দ্র—তা পারে। তবে আমি বলছিলাম কি—

মীনা—না, তুমি কিছুই বল্‌ছিলে না। অজিত, একে ছেড়ে দাও।

[মীনার প্রস্থান]

অজিত—ওহে, খুব বেঁচে গেলে। মীনাদি তোমাকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে গেলেন।

[অজিতের প্রস্থান]

গজেন্দ্র—উনিই বুঝি মীনাদি ? জয় হোক রাজা বাবার।

রমেন—রাজা বাবার কি রকম ? মীনাদি তো মেয়েছেলে।

গজেন্দ্র—মেয়েছেলে বুঝি ? আমি ওই দুটোতে বড় গুলিয়ে ফেলি। জান, একবার আমি আমার বাবাকে 'মা' বলে ডেকে ফেলেছিলুম। (সকলের হাস্য)

গজেন্দ্র—হাসছো যে? বাবা স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে পারে না? বাবাকে আর মাকে কোনদিন একসঙ্গে ডেকে দেখেছো?

পরেশ—সে আবার কি?

গজেন্দ্র—হুঁ। পরীক্ষা না ক'রে বারফট্টাই করলে শুনবো কেন? আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি—বাবার থেকে 'বা' নাও আর মা'র থেকে 'মা' নাও—যোগ কর; কি হলো?

রমেন—"বামা"।

গজেন্দ্র—স্ত্রীলিঙ্গ! মজাটা দেখ্‌লে তো? আসলে সবই একরে বাবা, সবই এক। আলাদা করলেই আলাদা, না করলেই এক। আচ্ছা আরো শোন 'মা' কি লিঙ্গ?

পরেশ—স্ত্রীলিঙ্গ।

গজেন্দ্র—মাকে দু'বার ডাকো!

পরেশ—মা-মা!

গজেন্দ্র—ব্যাস পুংলিঙ্গ! এর নাম হল "লিঙ্গেন্দ্রজাল"। নাও, এবার রাখী বন্ধনটি খুলে দাও বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে যাই। কত রকম লোভ দেখালে, থাকতে দেবে খেতে দেবে, সবই মায়া—উঁ?

[রমেন গজেন্দ্রের বাঁধন খুলিতে লাগিল]

গজেন্দ্র—কিন্তু ব্যাপারটা তো কিছু বুঝলুম না! পথ থেকে ধরে এনে বেঁধে রাখলে। একটা মেয়ে এসে পিস্তল দেখিয়ে খানিকটা ভয়ও দেখিয়ে গেল অথচ জঙ্গলের মধ্যে বাস করছো—তোমরা ডাকাত নাকি ভাই?

পরেশ—হ্যাঁ, আমরা ডাকাত।

গজেন্দ্র—বাবা, তাহলে একটা উপকার করবে? আমায় একটা মশাল

দেবে? যেতে যেতে রাত হবে। নলডাঙ্গার মাঠটা তাহলে মশাল জেলে পার হয়ে যেতাম।

রমেন—বেশী বক্ বক্ করোনা, তাহলে ফের বেঁধে রাখবো।

গজেন্দ্র—না ভাই। তাহলে আমি যাচ্ছি। আমি দিলখোলা মানুষ, ওসব বাঁধা-বাঁধি আমার ভাল লাগেনা। আচ্ছা, চলি ভাই। আবার দেখা হবে। "এ মায়া প্রপঞ্চময়, ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে। রঙ্গের নটবর হরি, যারে যা সাজান্, সে তা সাজে"—

[গজেন্দ্রের প্রস্থান]

পরেশ—লোকটাকে বোধ হয় ছেড়ে দেওয়া ভাল হল না।

রমেন—মরুক গে' যাক। আমার আর এক দণ্ডও এখানে ভাল লাগছে না। কথায় কথায় কেবল খুন। এর চাইতে কলকাতায় গাঁটকাটার ব্যবসা অনেক ভালো। দেশের কাজ, দলের কাজ! দলের কি কাজ হচ্ছে শুনি?

পরেশ—চুপ চুপ শুনতে পেলে আর বাপ বলবার সময় পাবিনে। এখন চল্ আজ আবার অজিতের সঙ্গে বেরুতে হবে মনে নেই?

[রমেন ও পরেশের প্রস্থান]

(শ্যামল ও দীপালির প্রবেশ)

শ্যামল—না, না, কাজটা বোধ হয় তুমি ভালো করোনি দীপালি! একেই ওরা তোমার আমার ওপর খুশী নয়। তার ওপর তুমি আমায় মুক্ত ক'রে দিয়েছো দেখলে তোমাকে ওরা নির্য্যাতন করবে।

দীপালি—করুক, তোমার জন্য সে নির্য্যাতন আমি হাসিমুখে সহ্য করবো। তুমি জাননা শ্যামল, এখানে একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাইলেই আমি মানুষের মুখ দেখতে পাই। আর সব মুখ পাথরের মুখ। সে মুখে হাসি-কান্নার লীলা নেই, সুখ-দুঃখের কোন রেখা সে মুখে পড়ে না।

শ্যামল—কি করবে বল ! যে মন্ত্র আমরা নিয়েছি, সেই মন্ত্রই সারাজীবন ধরে উচ্চারণ করতে হবে ।

দীপালি—মানুষের চেয়ে মন্ত্র বড় নয় শ্যামল । মানুষই মন্ত্র সৃষ্টি ক'রেছে, মন্ত্র মানুষ গড়েনি । আজ যদি আমি বুঝতে পারি এই ব্রত আমার জীবনে কল্যাণ আনবে না, তবু আমি তাকে ত্যাগ করতে পারবোনা ?

শ্যামল—না ।

দীপালি—এই নিয়ম ?

শ্যামল—এই নিয়ম ।

দীপালি—সারাজীবন আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে পড়ে থাকতে হবে ?

শ্যামল—হ্যাঁ ।

দীপালি—তা হলে আমি বলবো শ্যামল, এই দল, এই নরহত্যাকারীর দল যত শিগগির ধ্বংস হ'য়ে যায় ততই মঙ্গল ।

(মীনা ও সমীরের প্রবেশ)

মীনা—কি রকম ! তোমায় কে খুলে দিলে ?

দীপালি—আমি ।

মীনা—কেন ?

দীপালি—মরতে হয় শ্যামল আর আমি একসঙ্গে মরবো, কিন্তু—

মীনা—I see, প্রেম ? Well, this is not the place for love-making. (পিস্তল বাহির করিয়া) Ready !

সমীর—আচ্ছা, আচ্ছা, এবারকার মতো ওদের ছেড়ে দাও !

মীনা—না ।

সমীর—আঃ ! Don't be silly ! আচ্ছা শ্যামল, তোমাকে আমরা আর একটা chance দিচ্ছি । তুমি আজকে অজিতের সঙ্গে কুসুমপুরে যাবে এবং তার সাহায্য করবে । পারবে ?

শ্যামল—পারবো।

সমীর—আর দীপালি—তুমি কি করবে? মীনা—

মীনা—দিপালি মালা গেঁথে বিজয়ী শ্যামলের প্রতীক্ষা করবে, কেমন? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[মীনা ও সমীরের প্রস্থান পরে শ্যামল ও দীপালির প্রস্থান।]

(ভিক্ষুকবেশী মিঃ মুখার্জ্জী ও সুশীলের প্রবেশ)

সুশীল—তারপর?

মিঃ মুখার্জ্জী—তারপর আর কি হবে বাবা? পর পর দু'সন অজন্মা—খাঁ খাঁ করতে লাগলো মাঠ। ইয়া বড় বড় দুই জোয়ান ছেলে! কি বলবো বাবুমশাই, না খেতে পেয়ে ম'রে গেল! কি ক'রবো, মুখ বুজে সহ্য করলাম। খোদাতালা যখন মারে তখন কিছু বাকি রেখে মারে না।

সুশীল—আরও কেউ মারা গেল বুঝি?

মিঃ মুখার্জ্জী—বলতে বুক ফেটে যায় বাবুমশাই। চার নাতি, সোনার চাঁদের মত চার চারটে নাতি—খেতে দিতে না পেরে আমি কবরে রেখে এলাম। দু'দিন পরে পরিবারও গেল।

সুশীল—তা'হলে তুমি ছাড়া তোমার পরিবারে আর কেউ রইলো না?

মিঃ মুখার্জ্জী—থাকবে না কেন বাবু মশাই। রইল দুই বিধবা ব্যাটার বৌ। যে জনাব আলি সেখ একদিন পঞ্চাশজন লোককে রাত বারটার সময় ঘরের জিনিষ দিয়ে খাইয়ে দিতে পারতো—সে আজ খাওয়ার অভাবে পথে পথে ঘুরছে। কি বলবো বাবুমশাই সবই নসীবের লেখা।

সুশীল—তাতো বুঝলাম, কিন্তু কি চাও তুমি?

মিঃ মুখার্জ্জী—আমাকে দু'সের চাল আর দু' আনা পয়সা দেন বাবুমশাই, তাহলে আজকের দিনটা আমরা খেতে পাই।

সুশীল—আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমাদের দলের মালিক এলে

আমি তোমাকে দু'সের চাল আর দু' আনা পয়সা দেব।

মিঃ মুখার্জ্জী—আচ্ছা বাবুমশাই!

সুশীল— হ্যাঁ, তুমি একটু অপেক্ষা করো—আমি—

[বলিতে বলিতে সুশীল বাঘের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মিঃ মুখার্জ্জীকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল]

সুশীল—রমেন !

(রমেনের প্রবেশ)

লোকটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল্‌।

(রমেন মিঃ মুখার্জ্জীকে বাঁধিল)

মিঃ মুখার্জ্জী—এ কি করলেন বাবুমশাই ?

সুশীল—সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে বাবুমশাই! তুমি জনাব আলি সেখ—না ?

মিঃ মুখার্জ্জী—হ্যাঁ বাবুমশাই।

সুশীল—তুমি spy।

মিঃ মুখার্জ্জী—তার মানে কি বাবুমশাই ?

সুশীল—মানে মীনাদি এলেই টের পাবে। এখন থাকো কিছুক্ষণ এই ভাবে বাঁধা। জনাব আলি সেখ! ভাঁওতা দেবার আর জায়গা পাওনি ? আয় রমেন।

[সুশীল ও রমেনের প্রস্থান]

(দীপালির প্রবেশ)

দীপালি—তুমি কে বাবা ?

মিঃ মুখার্জ্জী—আমি জনাব আলি, মা!

দীপালি—তোমাকে বেঁধে রেখেছে কেন ? তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে ?

মিঃ মুখার্জ্জী—না মা আমার একটা পয়সাও নেই। কি বলবো মা, আমি এসেছিলাম ভিক্ষে করতে। ফট্ করে আমায় ধরে বেঁধে ফেল্লে—

দীপালি—এদের কাছে এসেছিলে ভিক্ষে চাইতে? কে তোমায় বলেছিল এরা ভিক্ষে দেয়?

মিঃ মুখার্জ্জী—নন্দীগ্রামে শুনেছিলাম মা।

দীপালি—ভুল খবর শুনেছ বাবা—ভিক্ষে এরা দেয় না—এরা ডাকাত। পরের সম্পত্তি লুঠ করাই এদের একমাত্র কাজ। এ অঞ্চলে যত ডাকাতি হচ্ছে সব এরাই করছে তা জান?

মিঃ মুখার্জ্জী—আল্লা! তাহ'লে আমার কি হবে মা? দলের কর্ত্তা তো এলেন বলে।

দীপালি—না দলের কর্ত্তা আসবার এখনও অনেক দেরী আছে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তাহ'লে ফিরে এসে তো ওরা আমায় মেরে ফেলবে মা! আল্লা! কেন আমি মরতে ভিক্ষে করতে এলাম?

দীপালি—তোমায় ধরলে কেন?

মিঃ মুখার্জ্জী—কে জানে মা? ধরে এখানে বেঁধে রেখে ইস্পাই না কি একটা বলে গেল।

দীপালি—কি বলে গেল?

মিঃ মুখার্জ্জী—ইস্পাই—ইস্পাই—

দীপালি—ও! স্পাই বলে সন্দেহ ক'রেছে! তবে তুমি মরবেই!

মিঃ মুখার্জ্জী—হায় আল্লা! আমায় একটু জল এনে দেবে মা? আজ সারাদিন আমার কিছু খাওয়া হয়নি।

দীপালি—সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি? আচ্ছা আমি দেখছি বাবা, তোমার জন্য কিছু জোগাড় করতে পারি কি না।

[দীপালির প্রস্থান]

(মিঃ মুখার্জ্জী বাঁধন খুলিয়া পালাইতে যাইবেন এমন সময় বিনতির প্রবেশ)

বিনতি—দাঁড়ান ! পালাবার চেষ্টা করবেন না।

মিঃ মুখার্জ্জী—কে ? এ কি বিনু ! তুই এখানে ? না না মুখ লুকোবার চেষ্টা করোনা। আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। মুখ ঢাকবার চেষ্টা করোনা।

বিনতি—না বাবা মুখ ঢাকিনি, আমি ঢাকতে চাইছি আমার কপালের লেখা।

মিঃ মুখার্জ্জী—কপালের লেখা ! তার মানে ?

বিনতি—না বাবা কিছু না।

মিঃ মুখার্জ্জী—শোন বিনতি, চাদর দিয়ে কপালের লেখা ঢাকা যায় না। যে কলঙ্কের কালি তুমি কপালে মেখেছো—

বিনতি—কলঙ্কের কালি !

মিঃ মুখার্জ্জী—কলঙ্কের কালি নয় ? ডাকাতের সঙ্গে তুমি বেরিয়ে এলে কেন ? সেদিন আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তুমি স্বেচ্ছায় চলে এসেচো। নিজের কপালে তো কালি মেখেইছো সেই সঙ্গে গোটা মুখুজ্যে বংশের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছ। শুধু কি পিতৃকুল ? সেই সঙ্গে—

বিনতি—বাবা ! তুমি চুপ করো বাবা ! তুমি বিশ্বাস করো আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি—আমি তোমার মেয়ে। জ্ঞান হয়ে মাকে পাইনি, তোমার মধ্যেই আমার মাকে খুঁজে পেয়েছি—সত্যি বলছি বাবা তুমি বিশ্বাস করো—আমার না এসে কোন উপায় ছিল না।

মিঃ মুখার্জ্জী—কেন বলতে পার ? কিসের আকর্ষণে তুমি এখানে চলে এসেছ ?

বিনতি—সব কথা তোমাকে আমি খুলে বলতে পারবো না বাবা, শুধু এইটুকু জেনে রাখো—যে ব্রত আমি নিয়েছি, সে আমি নিয়েছি আমার জীবন দেবতার নির্দ্দেশে।

মিঃ মুখার্জ্জী—জীবন দেবতা? তার অর্থ? কে তোর জীবন দেবতা?

বিনতি—উপায় নেই বাবা, কিছু বলবার উপায় নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু তুমি এখনি চলে যাও বাবা—এখানে আর দেরী করোনা, নইলে এখুনি ওরা এসে পড়বে।

মিঃ মুখার্জ্জী—আসুক, আমি যাব না। তোমাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে এক পাও নড়বনা। চলে আয় বিনু আমার সঙ্গে চলে আয়।

বিনতি—বাবা—!

মিঃ মুখার্জ্জী—তুই জানিস্ এই দলকে বাংলা দেশ থেকে তাড়াবার জন্মে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি! আমার শক্তি সম্বন্ধে আশা করি কোন সন্দেহ নেই তোর। আমি এই দলের সব খবর জোগাড় করে ফেলেছি, দু'চারদিনের মধ্যেই এরা ধরা পড়বে সে খবর রাখিস? তাদের পরিণাম আর সেই সঙ্গে তোর কি হবে বুঝতে পাচ্ছিস্?

বিনতি—যে পরিণামই আসুক না কেন, কোন ভয় কোন প্রলোভন আমাকে এখান থেকে এক পাও নড়াতে পারবে না বাবা। ওই পায়ের আওয়াজ শুনছি, তুমি যদি বাঁচতে চাও, তবে এখানে আর দেরী করনা বাবা, এখুনি চলে যাও নইলে ওরা এসে পড়বে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তা হলে তুমি যাবে না?

বিনতি—না।

মিঃ মুখার্জ্জী—ও। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কিন্তু শিগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে বিনতি! সেদিন প্রয়োজন হলে আমি তোমাকেও গুলী করতে দ্বিধা করবনা।

বিনতি—প্রয়োজন যদি সত্যিই আসে, তাহলে আমিও দ্বিধা করব না বাবা।

মিঃ মুখার্জ্জী—না-না-না। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুই ডাকাত, আমি পুলিশ ; তুই ডাকাত—আমি পুলিশ—

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্কের বিরাম

সন্দর্শন

[বালিগঞ্জে মিঃ চৌধুরীর সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম্। আধুনিক রুচি সম্মত সজ্জা। আজ মিঃ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা মিস্ মণিকা চৌধুরীর পাকা দেখা। সেই উপলক্ষে ঘর খানিতে কিছু বেশী পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সোফা ইত্যাদি গোল করিয়া সাজানো। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল মণিকার সখী কণা গাহিতেছে ও মণিকা একখানি চিঠি লিখিতেছে।]

(কণার গান)

এতো হাসি এতো গান আছে ভুবনে
(তাতো) ছিলনা জানা।
চাঁদের ধারায় দেখি এসেছে নেমে
(ওই) তার ঠিকানা।

(মৃদু) মদির হাওয়ায়
(মোর) মন ভেসে যায়
স্বপ্ন লোকের পারে মেলিয়া ডানা।
চাঁদের ধারায় দেখি এসেছে নেমে
শত কামনা।

কী ভালো লাগে আহা ফুলগুলিকে
(মোর) মনের কথাটি যেন রেখেছে লিখে
গন্ধ-গানে
(প্রিয়) তোমার প্রাণে
জানাবে গোপন কথা না মানি মানা।

মণিকা—ওয়াণ্ডার ফুল! সত্যি তোর মতো গানের গলা যদি পেতুম ভাই!

কণা—তাই নাকি? খুব হ'য়েছে, আর বাড়িয়ে ব'ল্‌তে হবে না। দেখি, দেখি, ওকি! গানটা টুকে নিচ্ছিলি বুঝি?

মণিকা—না-না, মানে সমীরদাকে একটা জরুরী চিঠি লিখ্‌ছিলাম।

কণা—আজ তোর পাকা দেখা, আজও সমীরদাকে জরুরী চিঠি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হায় মিঃ সরকার!

মণিকা—কেন, তাতে মিঃ সরকারের কি ক্ষতি হ'লো?

কণা—ক্ষতি নয়? আর সাত দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে তোর বিয়ে। তিনি এখন তাঁর তিনতলার নির্জ্জন ঘরটিতে বসে চিন্তা ক'রছেন—কোথায় কোন শৈল-শিখরে তাঁর "মধু-যামিনী" যাপন করবেন, কাশ্মীর না কার্সিয়াং, হোসেঙ্গাবাদ না হনলুলু! এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তুই হতভাগী কিনা তোর ওল্ড ফ্রেণ্ডকে "জরুরী" চিঠি লিখছিস!

মণিকা— এসব কথা পরে কইলেও চলবে। Now let's have a serious talk.

কণা—হ্যাঁ, হ্যাঁ!

মণিকা—এ ঘরে কেউ আসবার আগে তোতে আমাতে কথাটা হয়ে যাওয়া ভালো। (নিম্নস্বরে) দলের খবর কি রে?

কণা—(চমকিয়া উঠিল) দলের! দলের খবর আমিতো কিছু রাখিনে ভাই।

মণিকা—আমি যে পুলিশকে সব কথা বলে দিয়েছি—এ কথা কারুকে বলিস্‌নিতো?

কণা—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মণিকা? আমি কাকে বলবো? কোনো রকমে যদি সে কথা তাদের কানে যায়,—তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু যদি কিছু মনে না করিস্—তোকে একটা কথা বলি।

.ণিকা—বল্ !

কণা—পুলিশকে সব ব'লে দিয়ে কাজটা বোধ হয় তুই ভাল করিস্‌নি। আজ অবিশ্যি মিঃ মুখাৰ্জ্জী তোর ভয় ভাঙবার জন্য ভালো পাত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাতে ভয়টা একেবারে গেল কি? তুই তো তাদের প্রতিহিংসাকে চিনিস?

মণিকা—আমি কি করবো কণা? একদিকে বাবা আর মিঃ মুখাৰ্জ্জী, আর এক দিকে মিসেস সরকার, তিন জনে মিলে আমাকে বাধ্য করালেন। আমি মিঃ মুখাৰ্জ্জীকে বল্‌লাম—"আপনি আমাদের দলকে চেনেন না। এ কথা যখন তাদের কানে যাবে, তখুনি আমাকে তারা শাস্তি দেবে।"

কণা—মিঃ মুখাৰ্জ্জী কি বললেন?

মণিকা—তিনি বল্‌লেন—"আর সাতদিনের মধ্যেই এই দলকে আমি ধ্বংস করবো। আর আমি যতক্ষণ তোমাকে রক্ষা করবো, ততক্ষণ তোমায় মারতে পারে এতবড় ডাকাত আজও ভারতবর্ষে জন্মায় নি। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বিয়ের পর তোমাদের আমেরিকার জাহাজে তুলে না দিয়ে আমি কোলকাতা ছাড়বো না।"

কণা—খানিকটা আশার কথা বটে। তবুও এতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যাই হোক একটু সাবধানে থাকিস বাপু! দলের সকলের নাম ব'লে দিয়েছিস্?

মণিকা—না, নাম আমি একজনেরও বলিনি। শুধু বলেছি দলের কথা, গুরুদেবের কথা আর এখন দল কোথায় আছে আর সেখান থেকে কোথায় যাবে সেই সব কথা।

(সুসজ্জিতা মীনার প্রবেশ)

মীনা—May I come in?

মণিকা—একি ! মীনাদি !

মীনা—হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়লি যে !

মণিকা—আকাশ থেকে পড়লে কি কিছু অন্যায় হবে? চিঠি নেই, পত্র নেই, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তুমি এসে পড়বে—এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি মীনাদি !

মীনা—স্বপ্নে ভাবা সত্যি হয় না। কিন্তু কি ভেবেছিস? চুপি চুপি পাকা দেখা, বিয়ে এ সবগুলো সেরে ফেলছিস্, আমাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দিলিনে, আমি এমন কি বেশী খাই শুনি ?

মণিকা—বেশী খাওয়ার কথা নয় মীনাদি—বিয়েটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল কি না, তাই—

মীনা—তাই খবর দেবার সময় করে উঠতে পারিসনি, কেমন? আচ্ছা যাক্, এসে যখন প'ড়েছি, এবারকার মতো তোকে ক্ষমা করলাম। কণা, তোর বিয়েটা কবে হচ্ছে? একিরে, তুই হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছিস্ যে ?

কণা—আমার বিস্ময়ের ঘোরটা এখনো কাটেনি মীনাদি ! তুমি হঠাৎ ঠিক আজকার দিনেই কি করে এসে পড়লে বলতো ?

মীনা—কেন, তোরা বুঝি দুঃখিত হচ্ছিস। আচ্ছা বেশ, আমি না হয় চলেই যাচ্ছি।

কণা—ছিঃ ছিঃ মীনাদি, আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছিলাম যে তুমি খবর পেয়েছিলে বুঝি ?

মীনা—পাকাদেখার খবর যখন কাগজে advertise করিসনি তখন কি ক'রে খবর পাবো বল? তার পর তোদের খবর কি বল ?

কণা—খবর মন্দ নয়, কিন্তু আমাদের মণিকা হঠাৎ একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসেছে।

মীনা—(মণিকার প্রতি) কী ?

মণিকা—(নত মস্তকে) আমি পুলিশকে সবকথা ব'লে দিয়েছি মীনাদি।

মীনা—সর্ব্বনাশ! ক'রেছিস্ কি ? তুই কি দল ভেঙ্গে দিতে চাস্ ? কি ব'লেছিস্ শুনি ?

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জী—মণিকা মা আছো ?

মণিকা—আসুন কাকা, আসুন।

(মিঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জ্জী—তোমাদের জাহাজ ঠিক হয়ে গেল মা। টেন্‌থ্ যে জাহাজ খানা আমেরিকা যাচ্ছে—(মীনাকে দেখিয়া) ইনি কে ?

মণিকা—উনি মীনাদি।

মিঃ মুখার্জ্জী—(চিন্তিত ভাবে) মীনাদি !

মণিকা—আসুন আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। মীনাদি, ইনি আমার বাবার বন্ধু ভুজঙ্গ ভুষণ মুখার্জ্জী আর ইনি মীনাদি।

মিঃ মুখার্জ্জী—মীনাদি ! নামটা বেশ সহজ নাম—একবার শুনলেই বেশ মনে থাকে।

মীনা—আপনার নামটাও বেশ শক্ত নাম। ওটাও সহজে ভোলা যায় না।

মিঃ মুখার্জ্জী—তাই নাকি ? তুমিতো চমৎকার কথা কও! বেশ ভালো মেয়ে তুমি।

মীনা—আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। ভালো মেয়ে আমি কিসে হলাম ?

মিঃ মুখার্জ্জী—আজকালকার মেয়েদের ঐ বড় দোষ। এত সহজে offence নাও!

মীনা—মণিকা, আমিতো বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না ভাই! তোর

বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দে! তোদের পাকাদেখার উৎসব কটায়?

মণিকা—(ঘড়ি দেখিয়া) আর বেশী দেরী নেই। হয়ে এলো। আটটায়।

মীনা—তাহ'লে চল্ তোর বাবার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

মণিকা—চলো! (মিঃ মুখার্জ্জীকে) আপনি বসুন কাকা, আমি আসছি। এর মধ্যে যদি guest কেউ এসে পড়েন, তাকে receive করবেন।

মিঃ মুখার্জ্জী—আচ্ছা। কণা, বসো। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

কণা—না। আমি যাই, আমারও একটু দরকার আছে।

মিঃ মুখার্জ্জী—আহা, বসোইনা। দরকারটা চিরদিনের, পাকাদেখাটা একদিনের।

মণিকা—বোস্ না একটু কণা।

কণা—আমার একটু দরকার—

মণিকা—দরকার পরে হবে। বোস্! কাকার সঙ্গে একটু গল্প সল্প কর্! আমি মীনাদিকে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

[মীনা ও কণা পরস্পরের দিকে চাহিল। কণার মুখে ভয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মণিকা ও মীনা প্রস্থান করিল]

মিঃ মুখার্জ্জী—Take your seat. (কণা বসিল) Now Kana we are alone! এবার পরিস্কার ক'রে বলো দেখি, তোমাদের এই মীনাদিটী কে?

কণা—আমি জানি না।

মিঃ মুখার্জ্জী—(উঠিয়া দরজা ভেজাইয়া আসিয়া) তুমি অবশ্য জানো। তোমাকে বলতেই হবে। বলো, কে এই মীনাদি?

কণা—উনি মণিকাকে পড়াতেন।

মিঃ মুখার্জ্জী—সেইটাই ওঁর একমাত্র পরিচয় নয়। আমি জানতে চাই তোমাদের দলের উনি কে ?

কণা—আমাদের দল !

মিঃ মুখার্জ্জী—আমিতো তোমায় আগেই বলেছি, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করে বিশেষ কোন ফল হবে না।—মণিকার কাছেই আমি সব কথা জানতে পেরেছি, তোমার কাছে আমার সামান্য কিছু জানবার আছে, আর সে কথা তোমায় বলতেই হবে। যদি না বলো—ফল ভালো হবে না।

কণা—আমি কিছু জানি না।

মিঃ মুখার্জ্জী—(ধমক দিয়া) তুমি জানো। বলো, এই মীনাদি কে ?

কণা—(ভীতভাবে) আমি—আমি—

মিঃ মুখার্জ্জী—বলো !

কণা—(নিরুত্তর)

মিঃ মুখার্জ্জী—ব'লতে তোমার সাহস হচ্ছে না,—না ? কিন্তু আমিতো তোমাকে আগেই ব'লেছি তোমাদের কোন ভয় নেই।

কণা—(নিরুত্তর)

মিঃ মুখার্জ্জী—তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। তোমাকে বুঝিয়ে বলা মানেই বেশী বলা। আচ্ছা, এই দলের কথা গোপন করে তুমি কার উপকার ক'রছো বলতো ? তোমাদের কাজ হ'চ্ছে কা'র কাছে কত টাকা আছে, কখন গেলে সেই টাকা সহজে চুরি করা যাবে—এই সব তথ্য সংগ্রহ করা। তোমাদের এই দল একটা চোর আর জোচ্চারের দল ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাকাত ব'ললে তোমাদের সম্মান করা হয়।

কণা—আমি দলের খবর বিশেষ কিছুই রাখিনা মিঃ মুখার্জ্জী। আপনি বিশ্বাস করুন!

মিঃ মুখার্জ্জী—বেশতো, যতটুকু জানো, তাই আমাকে বল! মনে ক'রে দেখ—রায় বাহাদুর শশধর সুরের কাছ থেকে এরা কি ভাবে টাকা নিয়েছে! শশধর বাবুর বিধবা পুত্রবধূ ছিলেন তোমার বন্ধু। তুমিই এই টাকার খবর দলকে দিয়েছিলে। সেই খবর পেয়ে এরা গভীর রাত্রে সেই বাড়ীতে হানা দিয়ে, বৃদ্ধ শশধরের একমাত্র বংশধর—তাঁর তিন বছরের নাতিটিকে চারতলা থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলে! তারপর তাঁকে ও তাঁর পুত্রবধূকে অশেষ নির্য্যাতন ক'রে পঁচিশ হাজার—মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা এরা পেলে! বলো দেখি, এই পঁচিশ হাজার টাকার জন্য ওই নিষ্ঠুর শিশু হত্যার পাপ কি তোমাকে লাগেনি?

কণা—আমি বলিনি—আমি বলিনি সে কথা। মণিকাও জানে আমি বলিনি।

মিঃ মুখার্জ্জী—তারপর ভেবে দেখ ব্যারিষ্টার শত্রুঘ্ন সরকার—তাঁর কাছ থেকে তোমরা কি ভাবে টাকা নিয়েছো! তিনি তোমাদের দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন; তোমরা তাঁর কাছে দাবী ক'রেছিলে বিশ হাজার টাকা। এই টাকা তিনি দিতে চান্ নি ব'লে তোমাদের দল তাঁকে আড্ডায় নিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই অমানুষিক নরহত্যা, মানুষে হয় তো জান্‌তে পারলে না—কিন্তু ভগবান? তিনিও কি জান্‌তে পারেন নি মনে করো? এই তোমাদের দল। এই দলকেই তোমরা বাঁচাতে চাও, এরই জন্যে তোমরা গর্ব্ব বোধ করো! একটা লোকের টাকার পিপাসা মেটাতে তোমরা নিজেদের মনুষ্যত্ব বলি দিচ্ছ?

কণা—আপনি থামুন—আপনি থামুন—আমি বলছি—আমি বলছি—

মিঃ মুখার্জ্জী—That's like a good girl.

[কণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

মিঃ মুখার্জ্জী—কিছু ভয় কোর না,—তুমি স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার। আজকে এ বাড়ীতে তোমাদের দলের লোক পা দিলেই মরবে। তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলি। মণিকার পাকা দেখা মিথ্যে কথা। সেটা হবে পরশু। আজকের এই আয়োজন আমার। আমি জানি মণিকা আমাকে সব কথা বলেছে এ কথা দলের কাছে গেছে,— তাদের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। মনে রেখো—যত guest এখানে ডিনারে আস্‌বেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে পুলিশের লোক।

কণা—তা হ'লে এ সব সাজানো ব্যাপার ?

মিঃ মুখার্জ্জী—সব সাজানো ব্যাপার। মণিকাও এ কথা জানে না।

কণা—খুব funny তো ?

মিঃ মুখার্জ্জী—তা ডাকাত ধরতে গেলে একটু আধটু funএর সৃষ্টি ক'রতে হয় বৈ কি। এবার বলো তো মীনাদিটী কে ?

কণা—মীনাদি—মীনাদি হচ্ছে—

[কণাদের বাড়ীর চাকর গৌর প্রবেশ করিল। পথশ্রমে তার মুখ চোখ লাল]

কণা—কি খবর গৌর ?

গৌর—সর্ব্বনাশ হয়েছে দিদিমনি ! কর্ত্তাবাবু হঠাৎ সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে ! তুমি শিগ্‌গীর এসো !

কণা—সে কি। (কাঁদিয়া উঠিল) বাবা বেঁচে আছেন তো ?

গৌর—এখনও আছেন, তবে তুমি আর দেরী করো না—তা হ'লে আর দেখতে পাবে না।

কণা—চল্—চল্ শিগ্গীর! আমি চললাম মিঃ মুখার্জ্জী।

[গৌর ও কণা ছুটিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ মুখার্জ্জী চিন্তিত ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ধুতির সঙ্গে নেকটাই পরিয়া গজেন্দ্রের প্রবেশ।]

গজেন্দ্র—মুখুজ্জ্যে দা! ঘর মাপছেন কেন?

মিঃ মুখার্জ্জী—এই যে গজেন্দ্র এসেছো!

(মণিকার প্রবেশ)

মণিকা—কণা কোথায়?

মিঃ মুখার্জ্জী—তার বাবা কি একটা accident ক'রছেন, চাকর এসে কাঁদ্তে কাঁদ্তে ডেকে নিয়ে গেল।

মণিকা—কণার বাবা accident ক'রেছেন! কণার বাবা তো আমার বাবার সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রছেন।

মিঃ মুখার্জ্জী—মানে? তিনি কখন এসেছেন?

মণিকা—মিনিট পাঁচেক আগে।

মিঃ মুখার্জ্জী—মীনা তোমার বাবার কাছে?

মণিকা—মীনাদি তো চ'লে গেলেন!

মিঃ মুখার্জ্জী—চলে গেলেন! ইস্! (আঙ্গুল কামড়াইলেন)

গজেন্দ্র—ত্মাখো কারবার! ব্যাটাচ্ছেলেরা সব জ্যোতিষ শিখে ডাকাতিতে হাত দিয়েছে।

মিঃ মুখার্জ্জী—তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কি কর্ছিলে?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে, আমাকে রিভলভার নিয়ে দাঁড়াতে বলেছিলেন, আমি রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম।

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—আর এরা সব তোমার চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল ?

গজেন্দ্র—তা আমি কি করবো ? আমি জানি আমায় ডাকাত ধরতে হবে, আর কিছুর কথা তো আমায় বলেন নি ? আমি খুঁজছিলাম,—চল্লিশ ইঞ্চি ছাতিওয়ালা—ইয়া গোঁফ আর গালপাট্টা।—সেই সময় পাশ দিয়ে যদি একটি ললিত-লবঙ্গলতা বেরিয়ে যায়, তাকে ডাকাত ব'লে জড়িয়ে ধরার চাইতে পুলিশের চাকরী ছেড়ে দেওয়া অনেক ভালো।

মিঃ মুখাৰ্জ্জী—সব মাটী করলে—সব মাটী করলে! আর তোমারই বা দোষ কি ? Information না পেলেই বা তুমি কি করবে ? গজেন্দ্র, তুমি এখানে থাকো। আমি একবার বেরিয়ে দেখি কি হ'লো। এখুনি উৎসব আরম্ভ হবে, দেখাশোনা কোরো, বুঝলে ?

মণিকা—আচ্ছা।

[মিঃ মুখাৰ্জ্জীর প্রস্থান]

গজেন্দ্র—কি ? বসে রইলেন যে—উৎসব হোক্।

মণিকা—কাকে নিয়ে উৎসব হবে ?

গজেন্দ্র—তাও তো বটে—উৎসবই বা হয় কি করে ? লোক নেই, জন নেই,—দেখি যদি দু'একগাছা ধরে আনতে পারি।

[গজেন্দ্রের প্রস্থান। পাঁচু গোঁসাই, পটকা ভৃত্য, বনমালী সোম, মহেশ্বর ছাজ্‌লানী প্রভৃতি কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ, সঙ্গে পরেশও প্রবেশ করিল।]

পাঁচু—Welcome! Welcome! Womans and gentlmans, welcome! আমরা এখানে বিয়ের পাকা দেখায় মিলিত হ'য়েছি। We,—মিলিত হ'য়েছি, মানে—মানে—United Kingdom here in marriage ripe-looking.

বনমালী—Ripe-looking !

পাঁচু—হ্যাঁ, হ্যাঁ Ripe-looking,—মানে পাকা দেখা।

বনমালী—ও: ! পাকা দেখা—মানে 'ripe-looking'। আচ্ছা।

মহেশ্বর—হাঁ, হাঁ—সে তো হামরা বুঝে লিয়েছি। এ তো রাজ-যোটক্ হোলো। Bride ভি ভালো,—Groom ভি ভালো আছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাসি)

পট্‌কা—(একান্তে) বাবু !

পাঁচু—What ! কি, বল্ ?

পট্‌কা—গুড়ুম্ গুড়ুম্ বল্‌ছে যে। বন্দুক টন্দুক মারবে না তো ?

পাঁচু—Oh ! No, no !—ও মুখের ফাঁকা আওয়াজ ! That sound only mouth's wind making ! তুই চুপ্ করে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যা !—You silent do standing only see go !

পট্‌কা—বাবু, তামাক দেবো ?

পাঁচু—Please, পট্‌কা ! This is no village-Panchayet, I sit centre and order Prajahs eating হুঁকো-কল্‌কে। অর্থাৎ এটা গ্রামের পঞ্চায়েৎ নয়, যে ব'সে ব'সে তামাক খেয়ে প্রজাদের হুকুম ক'রবো। এটা কল্‌কাতা, সভ্য সহর—This is Calcutta, civilization countıy.

[পটকা নিজের কোটের পকেট হইতে একটা চুরুট্ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

পট্‌কা—এটা বাবু ?

পাঁচু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা চল্‌তে পারে।—This can walk.

বনমালী—বা: মিঃ গোঁসাই, কী সুন্দর ইংরেজী বলেন আপনি।

পাঁচু—ওটা আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস্—That's my baby-time practice.

বনমালী—Baby-time practice? ও! আচ্ছা মিঃ গোঁসাই—

পাঁচু—Tell "গঁসে"।

বনমালী—ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ "গঁসে"। আচ্ছা মিঃ গঁসে, আপনি মণিকা দেবীর কে?

পাঁচু—মামা—অর্থাৎ Matrimonial Uncle.

বনমালী—Matrimonial Uncle! বেশ, বেশ!

মণিকা—মামা, আবার তুমি ইংরেজী বল্‌তে সুরু ক'রেছো? তোমাকে ব'লেছি না—

পটকা—বাবু থাম্‌তে না পারুলে কী ক'রবে? রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের মতো গঁক্ গঁক্ ক'রকে ক'রতে বুলি বেরোয়। এইতো সহরে আস্‌বার সময় একটা ডোমের মেয়ে বাবুর মুখে ইঞ্জিরি শুনে মূর্চ্ছো গেল। সেই যে বাবু—সেই—

বনমালী—কী বল্‌লে? ডোমের মেয়ে মূর্চ্ছো গেল?

পাঁচু—Yes, Yes! One Dome daughter. অনেক জল টল দেবার পর সে জ্ঞান লাভ ক'রলো—She got knowledge after big water fall about the face!

বনমালী—এমন বিশুদ্ধ ইংরেজী শোন্‌বার পর সেই Dome daughter যে জ্ঞানলাভ ক'রেছে এটা তার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য! আর কেউ হ'লে তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখ্‌তে হোতো।

মহেশ্বর—আচ্ছা মিঃ গঁসে! হাপ্‌নে বাংলা বোলি একদম ব'ল্‌তে পারেনা?

মণিকা—দোষ আমার বাপির। মামা তো গুগ্‌লীডাঙ্গার জমিদার।

বাবা বল্লেন,—"তোমাদের গাঁয়ের কথাবার্ত্তা সোসাইটিতে চলে না" —তাই মামা বল্লেন,—"No fear, I shall speak word above English."

বনমালী—বাঃ! চমৎকার ইংরেজী! সোসাইটিতে বহুদিন এমন মনমাতানো ইংরেজী শুনিনি। আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটি খবর পেলে ওঁকে ধ'রে রাখা শক্ত হবে। (সকলে হাসিতে লাগিল)

পটকা—বাবু!

পাঁচু—What!

পটকা—আপনাকে এনারা ঠাট্টা ক'রছেন না তো? তা হ'লে আমি কিন্তু মাইরী বল্‌ছি, মা দুর্গা, মা মনসা, মা বুড়োকালীর দিবি—এনাদের ধ'রে ধ'রে—

পাঁচু—আঃ! অবাধ্য হোয়া না—Don't not obedient! I understand! My matrimonial niece's ripe-looking festival, so I stand here keep cold—or this mans unfit Prajahs.

পটকা—হেই গ্যাখো! বাংলাটা বলুন বাবু! নইলে খেই হারিয়ে যাব যে!

পাঁচু—No fear missing খেই। After ripe-looking, we go on গুগ্‌লীডাঙ্গা। Not you cry for wife and—

পটকা—হেই গ্যাখো!

(মিসেস্ সরকারা ও গজেন্দ্রের প্রবেশ)

মণিকা—এই যে আসুন মিসেস্ সরকারা!

গজেন্দ্র—এই যে আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক!

মিসেস—সামান্য কিছু কি দেরী হয়েছে আমার?

মণিকা—একেবারেই না!

মিসেস—মিঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীতে একটা পার্টি ছিল। সেটা সেরে একে-বারে ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি। হাজার হোক্ আমারই বোনপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে, আমি একটু আগে না এলে চলবে কেন?

গজেন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই!

[মিসেস্ সরকারা গজেন্দ্রের দিকে
হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন]

গজেন্দ্র—এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন, মনে হচ্ছে যেন তাজমহল দেখছেন। তা হ'লে ভাল করেই দেখুন।

[গজেন্দ্র পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া নিজের
মুখে আলো ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন]

মিসেস্—রাবিশ্! ও কি হচ্ছে?

গজেন্দ্র—তাজমহল দেখাচ্ছি।

মিসেস্—পাগল না কি? ইনি কে মণিকা?

মণিকা—আমি ঠিক জানি না। (গজেন্দ্রকে) আচ্ছা, আপনি মিঃ মুখার্জ্জীর কেউ হন, না?

গজেন্দ্র—মিঃ মুখার্জ্জী আসুন, আমি জিজ্ঞাসা ক'রে বলছি।

মিসেস্—উনি অনিমন্ত্রিত অবস্থায় এসেছেন?

গজেন্দ্র—আমি যে কী অবস্থায় এসেছি, সে আমিই জানি, সে কথা ব'লে আর দুঃখু দেবেন না। তবে এটা ঠিক যে, মিঃ মুখার্জ্জী আমাকে যে অবস্থায় এনেছেন, আমি এখনো সেই অবস্থাতেই আছি।

মিসেস—মণিকা, তোমার Pa কোথায়?

[গজেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

মিসেস—হাস্‌লেন কেন?

গজেন্দ্র—আপনাদের ব্যাপার স্যাপার দেখে! ওঁকে জিজ্ঞাসা করছেন ওঁর

পা কোথায়? কেন ওঁর পা কি—ওঁর মাথায় থাকবে? পায়ের দিকে চেয়ে দেখুন, পা যেখানে থাকবার সেইখানেই আছে।

মণিকা—উনি তা বলেন নি, উনি জিজ্ঞেস ক'রছেন বাবা কোথায়? পা মানে বাবা কিনা? বাবা ঘরেই আছেন, আপনি যান।

গজেন্দ্র—পা মানে বাবা? যাঃ বাবা! ভাষাই ভুলে যেতে হবে দেখ্ছি! না, শিখে রাখি, ঠিক এক জায়গায় কাজে লাগিয়ে দেব। পা মানে বাবা, হাত মানে মা।

মিসেস্—এমন একটা Vulgar লোককে তোমরা কি ব'লে ড্রয়িং রুমে ঢুকতে দাও তাই ভেবেই অবাক হচ্ছি। বস্তে জানে না, কথা কইতে জানে না। ও কি! আপনি কাপড়ের সঙ্গে নেকটাই প'রেছেন?

গজেন্দ্র—এই গো! প'রেছি নাকি?

মিসেস্—Horrible! Horrible! এমন একটা Vulgar লোককে তুমি এখানে ঢুকতে দিয়েছ মণিকা? আমি কী ক'রবো? আমার ফিট্ হবে—আমার ফিট্ হবে। আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা দাও। Hurry up, Hurry up.

গজেন্দ্র—সেরেছে! এই লাস এখানে ফিট্ হ'য়ে পড়লে—এযে বাবা কুরুকুল চেপে প'ড়বে। মণিকা দেবী, ওঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কিছু শোঁকাবার ব্যবস্থা করুন!

মিসেস—হুঃ—

[মিসেস সরকারার প্রস্থান]

[গজেন্দ্র নিজের চোখে মুখে হাত দিল]

গজেন্দ্র—কী করলেরে বাবা! কী যেন লাগলো এসে মুখে, ইয়ে, উনি হরতকী খান বুঝি?

মণিকা—না-না ওগুলো টফি আর চকোলেটের কুঁচি। উনি টফি চকোলেট ভালবাসেন কিনা?

গজেন্দ্র—টফি চকোলেট খেতে ভাল বাসেন! বাঃ তাহ'লে এক কাজ ক'রবেন; উনি যখন টফি চকোলেট খাবেন সেই সময় ওঁর নাতিকে একখানা মোহ-মুদ্গর হাতে দিয়ে আর তুলসীমালা পরিয়ে দিয়ে ওঁর সামনে বসিয়ে রাখবেন। Contrastটা জমবে ভাল। তাড়াতাড়ি যান। ওদিকে উনি জমি নিলে আজকের উৎসবটাই ভূমিসাৎ হবে যে! (পাঁচু গোঁসাই প্রভৃতিকে) যান্ না মশাইরা, আপনারা গিয়ে ওঁকে smelling salt শোঁকাবার ব্যবস্থা করুনগে'। যান্, যান্!

পাঁচু—Gentlemans, ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন,—মানে—
in come, in come! If she ground fall, all—all earth!

[মণিকা, পাঁচু গোঁসাই, বনমালী সোম, মহেশ্বর ছাজলানী, পটুকা প্রভৃতি প্রস্থান করিল। একটু পরেই মিঃ মুখার্জ্জী প্রবেশ করিলেন]

মিঃ মুখার্জ্জী—এই যে গজেন্দ্র! শোনো! তুমি লালবাজারে যাও। গিয়ে—

গজেন্দ্র—Spot ছেড়ে এই সময় যাওয়াটা কিখুব wise হবে মুখুজ্জে দা?

মিঃ মুখার্জ্জী—That's absolutely my look-out.

গজেন্দ্র—With due respect, it is my look-out too!

মিঃ মুখার্জ্জী—এই সময় তুমি কি বিদ্রোহ ক'রতে চাও গজেন্দ্র?

গজেন্দ্র—না স্যার, আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই।

মিঃ মুখার্জ্জী—নিজে সাবধান হও, তাহ'লেই হবে। আমি এইমাত্র হেড্-কোয়ার্টার থেকে information পেয়েছি—

গজেন্দ্র—False information Sir!

মিঃ মুখার্জ্জী—তুমি কি আমাকে উপদেশ দিয়ে, তর্ক ক'রে সময় নষ্ট ক'রতে চাও গজেন্দ্র ?

গজেন্দ্র—না স্যার। কিন্তু আমার মনে হয়—

মিঃ মুখার্জ্জী—I command you Sir.

[গজেন্দ্র এক মুহূর্ত্ত বিব্রত হইয়া কি ভাবিল। পরে শান্ত গলায় কহিল]

গজেন্দ্র—নাঃ ! আব আপনার কাছে ভাঁড়ের ছদ্মবেশে Junior Officer সেজে থাকা চলেনা মিঃ মুখার্জ্জী। আমি কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনাকে আমার পরিচয় দিইনি।

[গজেন্দ্র তাহার পকেট হইতে একখানা identity বাহির করিয়া মিঃ মুখার্জ্জীকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিল]

আমিও retired police officer Mr. Mukherjee ! আপনারই মতো সরকারের অনুরোধে আমি এই তদন্তে হাত দিয়েছি।

মিঃ মুখার্জ্জী—কে ? কে ? কে তুমি ?

গজেন্দ্র—আমার নাম প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী। আপনার কন্যা বিনতির শ্বশুর আমি।

মিঃ মুখার্জ্জী—সমীর—

গজেন্দ্র—আমার একমাত্র পুত্র—

মিঃ মুখার্জ্জী—(গজেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া) তুমি ! বন্ধু ! বন্ধু ! কোথায় ছিলে তুমি এতকাল ? আমি যে—আমি যে—

গজেন্দ্র—রাজস্থানের fightএ চার পাঁচজন ডাকাত escape ক'রেছিল, তাদের গতিবিধিকে অবাধ ক'রবার জন্যই আমার মৃত্যু হওয়ার দরকার ছিল। তারপরই ভারত সরকারের এক secret serviceএ আমাকে continentএ চ'লে যেতে হয়। আমি যখন Messopotamia

তখন আমি আমার একমাত্র পুত্র, আপনার জামাতা সমীরের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে পড়ি। দীর্ঘকাল পরে আমি দেশে ফিরে এলাম বটে, পুত্র পরিবারহীন প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জীর বেঁচে থাক্‌বার খবর প্রচার ক'র্‌বার উৎসাহ পেলাম না। তাই···

মিঃ মুখার্জ্জী—তুমি শুধু পুত্র-পরিবারই হারাওনি বন্ধু,—আরও একটা দুঃসংবাদ···

গজেন্দ্র—জানি। বিনুমাকে ডাকাতরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাও জানি মিঃ মুখার্জ্জী। কিন্তু—পরে এসব কথা হবে। আমি নীচে watch কর্‌ছি।

[গজেন্দ্রের প্রস্থান]

মিঃ মুখার্জ্জী—ওঃ! কী আনন্দ! কী বিস্ময়! এমনি আর একটা বিস্ময় যদি আজ আমাকে ব'লে দিতে পার্‌তো যে আমার সমীর বেঁচে আছে —আমার বিনুর—না, না, না,—আর সে আমার কেউ নয়। আমার জীবনে দু'জনেই মারা গেছে—বিনুও নেই—সমীরও নেই,—বিনুও নেই!—

(মণিকার প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জ্জী—এই যে মা মণিকা! ঘরে থাকো, আমি কাছেই আছি।

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রস্থান। মণিকা গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফুলদানী ঠিক করিয়া দিতেছিল। কণা ও সুশীলের প্রবেশ]

মণিকা—হ্যালো সুশীলদা! তুমি কোত্থেকে? কিরে কণা! একলা গেলি, দু'জনে ফিরে এলি?

কণা—সে ভাই একটা ভারী মজার কথা। আমাদের চাকরটা কিছুদূর গিয়ে আমায় বললে যে, "দিদিমণি, মিথ্যে কথা ব'লেছিলাম। বাবা

ভালই আছেন।" এই ব'লে সে দৌড়ে চ'লে গেল। তখন আমার মনে পড়লো, আমাদের চাকর গৌর একটু খুঁড়িয়ে চলে। এতো সে লোক নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মেকআপ! লোকটা চলে যেতেই, সামনে এসে সুশীলদা হাজির; হেসে বললেন, "কণা ও তোমাদের চাকর গৌর নয়, আমাদের দলের শিবু"।

মণিকা—ও! সুশীলদা! কোথায় ছিলে এতকাল?

সুশীল—পেশোয়ার। নতুন একটা ব্রাঞ্চ খুলতে।

মণিকা—যাক্, ভালোই হলো। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। আজ শুন্‌তে পাবো। কণা যে তোমার অভাবে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে।

কণা—যাঃ!

মণিকা—কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেছিস্? ঠিক্ আজকের দিনেই মীনাদির দেখা পেলাম, সুশীলদারও দেখা পেলাম। সুশীলদা, মীনাদিও এসেছিলো।

সুশীল—মীনাদিও এসেছিলো বুঝি?

মণিকা—হ্যাঁ।

সুশীল—মীনাদি কেমন আছে? অনেক কাল দেখিনি।

মণিকা—ভালোই আছেন।

[পাঁচু গোঁসাই, বনমালী সোম, মহেশ্বর ছাজ্‌লানী, পটকা প্রভৃতির সঙ্গে মিসেস সরকারা প্রবেশ করিলেন]

মিসেস্—ডিনারের সামান্য কিছুতো দেরী আছে। মণিকা ততক্ষণ তোমার একখানা ড্যান্স—

[হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মণিকা মিসেস্ সরকারাকে বলিল]

মণিকা—এক মিনিট। (ফোন ধরিয়া) হ্যালো! Speaking। মিঃ মুখার্জ্জীকে চাই? আপনি—কোত্থেকে?—ও! ও আচ্ছা, আপনি একটু ধরুন!

(মিঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জ্জী—টেলিফোনের ring শুনে এলাম। আমায় ডাকছে কেউ?

মণিকা—হ্যাঁ।

মিঃ মুখার্জ্জী—(ফোন ধরিয়া) হ্যালো! হ্যাঁ! তাই নাকি? কিন্তু এখনও তো কই!—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—এক্ষুণি যাচ্ছি। (ফোন ছাড়িয়া) শোনো মণিকা, বিশেষ জরুরী ব্যাপারে অফিস্ আমাকে ডাকছে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবো। এই আধঘণ্টা তুমি খুব সাবধানে থাকবে। কোনো রকম বিপদের সম্ভাবনা বুঝলেই বাইরে গজেন র'য়েছে, ডাকবে। আর—(হঠাৎ সুশীলকে দেখিয়া) মণিকা, খুব সাবধান! মাছ ধরার জালে কুমীর প'ড়তে সুরু ক'রেছে। খুব সাবধান!

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রস্থান]

বনমালী—আঃ! বড় ব্যাঘাত হয় এইসব কথাবার্ত্তায়। এবারে আনন্দ উৎসব আরম্ভ হো'ক! মণিকা দেবী, আপনার একখানা নাচ—

মণিকা—আমি—(ইতস্তত করিতে লাগিল)

কণা—কথা নয় ভাই! এ request রাখতেই হবে তোমায়!

(মণিকা পায়ে ঘুঙুর বাঁধিতে লাগিল)

পাঁচু—ঘুঙুর—ঘুঙুর—আচ্ছা, ঘুঙুরের ইংরেজী কি? আপনি বলতে পারেন মিঃ ছাজ্‌লানী?

মহেশ্বর—হামি জানে না—

পাঁচু—(বনমালীকে) আপনি, মিঃ সোম?

বনমালী—(চিন্তিত ভাবে) ঘুঙুর—ঘুঙুর—(ভাবিতে লাগিল)

পাঁচু—বুঝেছি গোবরপোরা মাথায় জানবার কথাও নয়। খুব শক্ত ব্যাপার। আচ্ছা, আমাকে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবতে দাও। Me before—আমাকে আগে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে—মানে—My head—think give—ঠাণ্ডা ক'রে—My head air-conditioned.

বনমালী—Air-conditioned! বাঃ! বাঃ!

পাঁচু—ঘুঙুর মানে—small small metal balls—যা মেয়েরা নাচের সময় পায়ে বাঁধে—which daughters make dance-time leg tie.

কণা—(মণিকাকে) তোর সেই মোহিনী নাচটা কিন্তু দেখাতে হবে ভাই!

[মণিকা নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচ যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, দেখা গেল দরজার কাছে সমীর দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত দামী স্যুট তাহার পরণে। চোখে প্যাস্‌নে; সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, সমস্ত অতিথিবৃন্দ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া সে দীপালিকে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা মণিকার নাচ ভঙ্গ হইল]

সমীর—Goodevening every body! Good evening মণিকা! চমৎকার নাচছিলে, থামলে কেন? আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেছো, না? আরও একটা surprise আমার সঙ্গে আছে। আমার একটী শিখ বন্ধু, নাম লোচন সিং, তিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি দীপালি সেন, ভারী মিষ্টি মেয়ে, আমার ছোট বোন। (দরজার কাছে গিয়া) এস লোচন!

(শিখ যুবকের বেশে বিনতির প্রবেশ)

এর নাম লোচন সিং। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। তিন পুরুষ থেকে বাংলা দেশের বাসিন্দা, খুব বড় শিকারী; আজও সুন্দরবনে যাচ্ছিলেন শিকার করতে, আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বললাম, "চলো, আমার এক বান্ধবীর বাড়ী থেকে ঘুরে আসবে।" লোচন, ইনি মণিকা, ইনি কণা।

মণিকা—নমস্কার! আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো।

বিনতি—নমস্তে। কি বলছেন! অমন করে বললে আমি লজ্জিত হবো।

সমীর—কি সুন্দর বাংলা বলে দেখেছো? আর এমন চমৎকার সিল্‌ভারি ভয়েস্‌, হঠাৎ শুনলে মনে হয় যেন কোনো মেয়েছেলে কথা বলছে।

কণা—ঠিক তাই, আমিতো চমকে উঠেছিলাম।

সমীর—এমন নরম ওঁর গলা, এত কোমল ওঁর স্বভাব, অথচ ওযে বাঘ মারে কি করে সেই ভেবে আমি অবাক হই।

মণিকা—সত্যি, বাঘ মারেন কি করে বলুন তো? আপনার কষ্ট হয় না?

বিনতি—(হাসিয়া) বাঘ মারতে কষ্ট হবে? আপনি বেশ মজার কথা বলছেন তো! বাঘ মারতে কষ্ট কেন হবে? লেকিন—B-u g মানে, ছারপোকা মারতে আমার খুব কষ্ট হয়। কেন না এত সহজে ওদের মারা যায় যে হত্যার যে একটা আনন্দ, তা পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঘ মারা মানে, বাঘের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করা। হয় আপনি তার প্রাণ নেবেন, আর না হয় সে আপনার প্রাণ নেবে।

কণা—আপনি কতগুলো বাঘ মেরেছেন আজ অবধি?

বিনতি—তা পঁচিশ ত্রিশটা হবে বোধ হয়।

কণা—বাপরে! আপনি তাহ'লে খুব বড় শিকারী।

বিনতি—বড় ছোট জানিনে, বাঘ মারতে হামার ভাল লাগে ব্যাস্‌।

মণিকা—আপনি হরিণ মারেন ?

বিনতি—না।

কণা—কেন ?

বিনতি—অমন সুন্দর চোখ যার, তাকে মারা যায় না।

মণিকা—ও বাবা! আপনি দেখ্‌ছি কবিও।

সমীর—Sure! ও মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যা, রীতিমতো কবির মতো শোনায়। ওকে আমি বলি, তুমি লেখ লোচন। বংশ-লোচন সিং নাম দিয়ে খুব ভালোই লেখা হবে, কি বল মণিকা ?

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

সমীর—ওই ত্যাখো, লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে! ব্লাশ করেই সময় পায়না, ও আবার কাব্য লিখবে ? যাক্, তোমরা সব কেমন আছো ?

[বেয়ারা আসিয়া মিসেস সরকারার কানে কানে কি যেন কহিল, মিসেস সরকারা উঠিয়া বলিলেন]

মিসেস—আপনারা আসুন, ডিনার রেডি!

মণিকা—(বিনতিকে) আসুন!

বিনতি—আমি—

সমীর—না না, ও খাবে না মণিকা। কোনো বাঙ্গালীর বাড়ীতে খাওয়া ওদের রেওয়াজ নেই।

মণিকা—কিন্তু আলাপই যে হোলো না মোটে।

সমীর—আলাপ হবে। তুমি ওঁদের খাবার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে এসো না ?

মণিকা—আচ্ছা, তাই আসছি। পালাবেন না যেন।

সমীর—এই যে সুশীলচন্দ্রও এসে জুটেছো দেখছি। তারপর, ভালো আছো ?

সুশীল—হ্যাঁ, আমি ভালো আছি।

মণিকা—সমীরদা! তুমি খাবে না?

সমীর—পরে।

মণিকা—সুশীলদা?

সুশীল—পরে ভাই।

মণিকা—বা-রে! সবাই পরে?

মিসেস্—আচ্ছা, তাহলে ওঁরা না হয় পরেই বসবেন। তোমরা চলো! আর লেট্ করা কোনরকমেই উচিত হবেনা। ডিনার এট্ এইট্! আটটা পাঁচ হয়ে গেছে। আসুন সব।

[সকলের প্রস্থান। রহিল শুধু সমীর, বিনতি, সুশীল ও দীপালি। সমীর সুশীলকে ইঙ্গিত করিয়া বিনতিকে বলিল।]

সমীর—বিনতি! Be ready! মনে রেখো, আজকে তোমার চরম পরীক্ষা। রিভল্‌ভার নিয়ে ready থাকবে। Kidnap করতে পারো ভালো, নইলে সুট্ করবে। Cheer up!

[বিপরীত দিকে সুশীল ও সমীরের প্রস্থান]

বিনতি—আমি সুট্ করবো! নিজের হাতে! এই রিভলভার দিয়ে।

দীপালি—একি বিনতিদি—তোমার হাত কাঁপছে কেন?

বিনতি—মণিকার আজ পাকা দেখা, ফুলের মালা গলায় পরেছে! কপালে পরেছে চন্দনের টীপ! বধূ বেশে সেজেছে! অমনি করে আমিও একদিন সেজেছিলুম, আমারও জীবনে এসেছিল অমনি শুভদিন। মনে পড়ে আমার বাবা আমার মুখখানি তুলে ধরে বলেছিলেন "এমন লক্ষ্মী-প্রতিমা আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেবো?" বাবা ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন। কাঁদতে লাগ্‌লাম আমি—সেই আমি আজ নিজের হাতে—

দীপালি—বিনতিদি, কি হচ্ছে ? রেডি হও, ঐ মণিকা আসছে !

বিনতি—না—না—না--না ! আমি পারবো না,—আমি পারবো না। মেয়ে হয়ে আমি আজকের দিনে অন্য মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে পারবো না। এর জন্য আমি গুরুদেবের শাস্তি মাথা পেতে নেবো। আমি—

(ছুটিতে ছুটিতে মণিকার প্রবেশ।)

মণিকা—লোচন বাবু ! আর পাঁচ মিনিট, প্লিজ্। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি। কি হয়েছে ?

বিনতি—কই না। কিছু না।

মণিকা—দীপালি, Don't mind please !

[মণিকা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দীপালি কিছু বলিতে যাইবে এমন সময় মিঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ।]

মিঃ মুখার্জ্জী—Be careful মণিকা ! একটা fales telephone ক'রে আমায় (বিনতিকে দেখিয়া চমকাইয়া) কে ? কে তুমি ?

বিনতি—(নারভাস হইয়া) আমার—হামার নাম—লোচন সিং।

মিঃ মুখার্জ্জী—লোচন সিং। কে তুমি ?—আশ্চর্য্য ! তুমি কি ইন্‌ভাইটেড্ ?

বিনতি—জী !

মিঃ মুখার্জ্জী—(দীপালিকে) তোমাকেই বা আমি কোথায় দেখেছি বলো তো ?

দীপালি—আমাকে ! Impossible ! আমি তো conventএ থাকি।

মিঃ মুখার্জ্জী—I see ! ঠিক্ তোমারই মতো—অবিকল (একটু পরে) তোমরা খেতে গেলে না ?

বিনতি—হামি বাঙ্গালী বাড়ী কুছু খাই না।

মিঃ মুখার্জ্জী—ও। তা, আছো তো কিছুক্ষণ ?

বিনতি—জী হ্যাঁ !

মিঃ মুখার্জ্জী—We shall meet again.

[মিঃ মুখার্জ্জী চিন্তিত ভাবে প্রস্থান করিলে বিনতি দীপালিকে বলিল]

বিনতি—সর্ব্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। এখুনি আমার হার্ট ফেল করতো। দীপালি, শিগ্‌গীর পালাই চল্! উনি সন্দেহ করেছেন।

দীপালি—কে উনি?

বিনতি—উনিইতো পুলিশ সুপার মিঃ মুখার্জ্জী। আমার বাবা।

দীপালি—সর্ব্বনাশ! এই লোকটাকেই আমি সেদিন—

(সমীর ও সুশীলের প্রবেশ।)

সমীর—কি হলো? মণিকাকে তো tactfully পাঠিয়ে দিয়েছিলুম,—ফেল করলে কেন?

বিনতি—আমি পারবো না—পারবো না; তোমরা আমাকে মাপ্ করো!

সমীর—হুঁ। যথেষ্ট হয়েছে। যা করবার আমিই করছি। দয়া করে একটা কাজ করো। ওই জানালার নীচে গাড়ী রয়েছে, দয়া করে তার ষ্টিয়ারিং ধরে বসো গে। আমি পৌঁছুবামাত্র বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী ছেড়ে দেবে। তুমি দীপালি—সুশীলের সঙ্গে পেছনের গাড়ীতে বন্দুক নিয়ে রেডি থাকবে। কেউ follow করলে—গুলী চালাবে।

[সমীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

(মণিকার প্রবেশ)

মণিকা—এ কি! সমীরদা! তুমি একা?

সমীর—তুমি আমি দুজনে মিলিত একা। (দরজা বন্ধ করিল)

মণিকা—ও কি দরজা বন্ধ করছো কেন?

সমীর—তোমাকে কিছু প্রেম নিবেদন করবো।

মণিকা—আঃ! কি যে বলো! এখন খাবে চলো!

সমীর—দাঁড়াও, আমি একটিমাত্র প্রশ্ন তোমাকে করবো। তার উত্তর দিতে হবে।

মণিকা—কি প্রশ্ন ?

সমীর—পুলিশের কাছে তুমি দলের কথা বলে দিলে কেন ?

মণিকা—আমি এর উত্তর দেবো না।

সমীর—উত্তর তোমাকে দিতে হবেই।

মণিকা—কি পাগলামো করছো সমীরদা ? চল, অতিথিরা সব অপেক্ষা করছেন যে !

সমীর—চিরকাল তাদের অপেক্ষা করতে হবে। কেন পুলিশকে বলেছো, বলো !

মণিকা—আমি—

সমীর—বলো !

মণিকা—আমি বল্‌বো না।

সমীর—বলতে তোমাকে হবেই। বলো ! (পিস্তল বাহির করিল)

মণিকা—তুমি কি আমায় মেরে ফেল্‌বে ?

সমীর—হ্যাঁ, মেরে ফেলবো। বলো, পুলিশকে কেন বল্‌লে ?

মণিকা—আমি—

[বলিতে বলিতে মণিকা পিছাইয়া টেলিফোনের কাছে যাইতে লাগিল]

সমীর—Go on !

মণিকা—আমি ভেবেছিলাম—আমি—

[মণিকা অগ্রসর হইতে হইতে টেলিফোনের কাছে গেল এবং হঠাৎ টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া ফোন করিতে গেল]

মণিকা—Hallo ! Hallo !—Regent—

[সমীর বাঘের মতো লাফাইয়া পড়িয়া মণিকার হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তারপর রিভলভার উদ্যত করিয়া মণিকাকে বলিতে বলিতে সিঁড়ি বাহিয়া দোতালার জানালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল]

সমীর—Come on ! Come on ! Follow me ! Follow me ! I say follow me !

নেপথ্যে গজেন্দ্র—দরজা খোলো ! দরজা খোলো ! ঘরের ভিতর কে ? মণিকা ! মণিকা !! মণিকা !!!

[মণিকা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সমীরকে অনুসরণ করিল। বাহিরে হঠাৎ গজেন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে গজেন্দ্র—মণিকা ! মণিকা !

(গজেন্দ্র প্রবেশ করিলেন)

গজেন্দ্র—কি আশ্চর্য্য মণিকা, সবাই যে তোমায়—এ কি !

[চোখের পলকে গজেন্দ্র রিভল্ভার উদ্যত করিলেন, কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। সমীরও রিভল্ভার তুলিল, তাহার হাতও কাঁপিতে লাগিল। মণিকা প্রস্থান করিল]

সমীর—কি হলো ? হাত কাঁপছে কেন ?

গজেন্দ্র—আমার চাকরীর ইতিহাসে উদ্যত রিভল্ভার কখনো এমন ক'রে থেমে যায় নি। কিন্তু—কিন্তু—নাঃ ! তুমি নও—তুমি নও, আমি যাকে ভাবছি সে বেঁচে নেই। তোমারই বা হাত কাঁপছে কেন দস্যু ?

সমীর—ঠিক ওই একই কারণে। আমি যাঁকে ভাবছি, তিনিও বেঁচে নেই !

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জী—নীচে পুলিশদের খবর দাও ! শিগ্গীর—শিগ্গীর—

গজেন্দ্র—মিস্টার মুখার্জ্জী আস্‌ছেন ! এখুনি মারা প'ড়বে তুমি ! পালাও ! পালাও !

সমীর—(সাশ্চর্য্যে) পালাবো !

গজেন্দ্র—আঃ ! Don't argue ! Get out, Get out ! Quick, Quick !

[সমীর তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়া দোতালার জানালার কাছে আসিয়া দড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। গজেন্দ্র সিঁড়ির উপর উঠিয়া দেখিলেন। মিঃ মুখার্জ্জী দরজা ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং গজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

মিঃ মুখার্জ্জী—মণিকা যে বল্‌লে তুমি একজনকে আট্‌কেছো ?

গজেন্দ্র—সে পালিয়েছে স্যার !

মিঃ মুখার্জ্জী—পালিয়েছে ! আঃ ! কোন্ দিক্ দিয়ে ?

[মিঃ মুখার্জ্জী সিঁড়িতে উঠিতে গেলেন। গজেন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন]

গজেন্দ্র—No, no, not this way Sir,—that way, that way !

[গজেন্দ্র মিঃ মুখার্জ্জীকে ভুলপথে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। মিঃ মুখার্জ্জী তৎক্ষণাৎ অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ সহ সেই পথে ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন। গজেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় নিঃশব্দ সে হাসি। হাসির বেগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্কের বিরাম

সংঘাত

পীরপুরের জমিদার বাড়ী

দ্বিতলের হলঘর। সোফা কৌচ ইত্যাদি আসবাব-পত্র পুরাতন হইলেও দামী। এককোণে একটী রেডিও—ফাঁকা ঘরে রেডিও বাজিতেছে। দৃশ্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীত শুনা গেল। একটু পরেই যন্ত্র-সঙ্গীত শেষ হইল। তৎক্ষণাৎ ঘোষকের কণ্ঠ শুনা গেল।

"অল ইণ্ডিয়া রেডিও। শ্রোতাদের কাছে আমাদের একটী জরুরী ঘোষণা আছে। পশ্চিমবংগ প্রদেশের মাননীয় ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ২৪ পরগণার সমস্ত শহর ও গ্রাম অঞ্চলের প্রতিটী অধিবাসীকে এই মর্ম্মে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, একটী অবাঞ্ছিত ও বে-আইনী দল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংঘবদ্ধ ভাবে সন্ত্রাস মূলক কাজ করছে বলে পশ্চিম বংগ সরকারের পুলিশ বিভাগ এদের অনুসন্ধান করছেন। এতদ্বারা ২৪ পরগণার গ্রাম ও শহরবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে—তারা যেন পল্লীতে পল্লীতে সারারাত্র প্রহরা দিবার ব্যবস্থা করেন, প্রতিবেশীকে সাবধান করবার জন্য যেন শঙ্খধ্বনি করেন, এবং উক্ত দলের একক বা দলবদ্ধ অস্তিত্ব জানবামাত্র যেন নিকটবর্ত্তী থানা বা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিও—আমাদের ঘোষণাটী এইখানেই শেষ হল। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা, এখনি আপনারা শুনতে পাবেন।"

[রেডিও বক্তৃতার মাঝখানে বাড়ীর বধূ ও গৃহিণী সরমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খবরটী শুনিয়া রেডিও বন্ধ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চারিদিকে চাহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। পাশের দরজা দিয়া বৃদ্ধ জমিদার হরবিলাস চৌধুরী প্রবেশ

করিলেন। বয়স তাঁহার ষাটের উপর। ঈষৎ কুব্জা হইয়া হাঁটা চলা করেন।]

সরমা—আপনি আবার অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন কেন বাবা?

হরবিলাস—আর শরীর! যা দিনকাল প'ড়েছে, তাতে আর নিজের শরীরের কথা ভাব্‌লে চ'লবেনা মা। এখন ভাবতে হবে কি ক'রে তোমাদের রক্ষে করা যায়।

সরমা—আমাদের রক্ষা ক'র্‌বার কথা ভেবে আপনি উতলা হবেন না বাবা। ডাকাতরা এ বাড়ীতে আসবার আগে নিশ্চয় চিন্তা ক'রে আসবে। তারা কি জানে না মনে ক'রেছেন যে, আমাদের বাড়ীতে পাঁচ সাতটা ভোজপুরী আছে। প্রয়োজন হ'লে তারা আমাদের জন্য প্রাণ দেবে?

হর—তা হয়তো দেবে। কিন্তু এই ডাকাতদের সম্বন্ধে যে সব কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় মা, যে তাদের লোকবল এবং অস্ত্রবল প্রচুর। নইলে দেখ'না কেন—এতদিন ধ'রে এত জায়গায় ওরা এভাবে নরহত্যা আর লুঠ্‌ ক'রছে অথচ এদের একটা লোকও আজ অবধি ধরা পড়েনি।

সরমা—পুলিশও প্রাণপণে ওদের খোঁজ ক'র্‌ছে বাবা।

হর—তা অবশ্যই ক'র্‌ছে কিন্তু ধরা তো এখনো পড়েনি মা!

সরমা—পড়বে, নিশ্চয় পড়বে। এতবড় অন্যায়, এতবড় পাপ, একি বিনা শাস্তিতে বেরিয়ে যাবে?

হর—তাইতো হ'চ্ছে বৌমা। ঘোর কলিযুগে আমরা বাস করছি। তখনি বুঝবে কলি প্রবল, যখন দেখ্‌বে,—মিথ্যা কথা, শাঠ্য, জোচ্চুরী, মানুষের গুণ ব'লে সম্মান পাচ্ছে; যখন দেখবে ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে বিষ খাওয়াচ্ছে, পুরুষ জাতি অলস আর নিস্তেজ, নারী হাতিয়ার ধ'রে লুঠ্‌ ক'রতে বেরিয়েছে, মন্দিরে মস্‌জিদে

ভক্তের অভাবে ধূলো জমেছে,—তখনই বুঝবে মা, কলি প্রবল হ'য়ে উঠেছে, মহা প্রলয়ের আর দেরী নেই।

সরমা—ওসব কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না বাবা, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না—যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

হর—হ্যাঁ শুতে যাব বৈকি। তিন তিনটে ছেলেকে নিজের হাতে শ্মশানে দিয়েছি। এখন আমার গৌরীশংকর, তুমি, আর খোকন দাদুভাই, তোমাদের রেখে নিজে যদি চিতেয় শুতে পারি সেই আমার একমাত্র কামনা। আর কিছু চাই না—। [হরবিলাসের প্রস্থান।]

(খোকনের প্রবেশ)

খোকন—মা-মণি! আমি ক্ষেন্তি মাসীর কাছে ব'সে গল্প শুনছিলুম, দোতলার ঐ দিককার বারান্দায় ব'সে। রাক্ষসের গল্প শুনছিলাম মা-মণি—এমন সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেলুম—

সরমা—কি দেখ্‌তে পেলি ?

খোকন—গল্পের সেই রাক্ষসগুলো না, আমাদের বাড়ীর সামনে ভীড় করেছে।

সরমা—সে কিরে ?

খোকন—হ্যাঁ মা, কী ভয়ানক চেহারা! মুখগুলো এই এতো বড় বড়! কি হবে মা-মণি ? হালুম ক'রে যদি খেয়ে ফেলে আমাকে ?

সরমা—দূর পাগলা! রাক্ষসের গল্প শুনে ভয় পেয়েছিস। কোথায় রাক্ষস ?

নেপথ্যে হর :—দাদুভাই কোথায় রে, দাদুভাই—

সরমা—ঐ দাদু তোমায় ডাকছেন। যাও বাপী, কিছু ভয় নেই, দাদুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

[খোকন প্রস্থান করিল। নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল শোনা গেল।]

ও কী! বন্দুকের শব্দ! কী হ'ল?

(ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর চাকর মধুর প্রবেশ। সে হাঁপাইতেছিল ও কাঁদিতেছিল। সরমা ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।)

সরমা—কী? কী খবর মধু? কী হ'য়েছে বাইরে?

মধু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বৌরাণী।

সরমা—খালি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ব'ললে আমি কি বুঝ্‌বো? কি হ'য়েছে তাই বল্‌না?

মধু—বাড়ীতে ডাকাত পড়েচে, ওরা দেউড়ী ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। পালান বৌরাণী—পালান নইলে—

সরমা—দেউড়ী ভাঙ্গবার চেষ্টা করচে? আমাদের দরোয়ানগুলো কোথায়? তারা সব কী করছে?

মধু—তাদের সবকজনই পালিয়েছে। শুধু জমাদার হরনাম সিং বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল—সে মারা গেছে।

সরমা—মারা গেছে! হরনাম সিং! সে কি! তা হলে কি হবে? কি করবো আমরা এখন? বাবার অসুখ, তাঁকে নিয়ে, আমার খোকন মণিকে নিয়ে। উনি কোথায় গেলেন?

[বাহিরে মর্মর শব্দে কি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। রিভলবারের আওয়াজ শুনা গেল কয়েকবার। সরমা ভীত হইয়া বলিল।]

ওকি!

মধু—ওই ওরা দেউড়ী ভেঙে ফেললো। পালান বৌরাণী পালান—নইলে ওদের হাত থেকে রেহাই নেই।

[মধু ছুটিয়া পলাইল। সরমা ছুটিয়া জানালার কাছে গেল। পরমুহূর্ত্তেই সরিয়া আসিয়া শাশুড়ীর অয়েল পেন্টিং এর সামনে হাতজোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল]

সরমা—মা! তুমি স্বর্গে যাবার সময় আমার হাতে এই সংসারের ভার তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু আর আমি বোধ হয় রাখতে পারলাম না। আজই বোধ হয় সব ছারখার হয়ে গেল মা—আজই বোধ হয় ছারখার হয়ে গেল। মা কালী রক্ষে কর—মা কালী রক্ষে কর—মা কালী···

[নেপথ্যে একটী গুলির শব্দের সঙ্গে একজনের মৃত্যু আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন গৌরীশঙ্কর—সরমার স্বামী। রূপবান যুবক]

গৌরী—সরমা! সরমা! আমার বন্দুকটা দাও তো—

[ছুটিয়া আসিয়া গৌরীশঙ্কর রেডিও উপরের দেওয়াল হইতে বন্দুক নামাইয়া লইলেন—দ্রুতপদে আলমারীর কাছে গিয়া একটানে তাহার পাল্লা খুলিয়া কিছু টোটা বাহির করিয়া পকেটে রাখিলেন। তারপর দুটী টোটা বন্দুকের ভিতর পরাইতে যাইবার জন্য যেই পা বাড়াইয়াছেন অমনি সরমা তাহার পথ রোধ করিল।]

সরমা—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

গৌরী—ওদের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে আসি।

সরমা—না না তুমি যেওনা।

গৌরী—যাবনা? তুমি বলছো কি সরমা? তারা এসে আমাদের সর্ব্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে, আমরা চুপচাপ্ বসে তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো?

সরমা—ভগবানের যদি তাই ইচ্ছে হয় তাই দেখবো; কিন্তু তোমাকে সাক্ষাৎ যমের মুখে আমি পাঠাতে পারব না।

গৌরী—ছি ছি তোমার মুখে একথা সাজেনা সরমা। কতকগুলো শয়তান—তারা তাদের ইচ্ছেমত যা খুশী করে বেড়াবে, নৃশংস ভাবে তারা নরনারী হত্যা করবে, অথচ কোথাও—একটা জায়গাতেও তারা বাধা পাবে না? ছাড়ো ছাড়ো—পথ ছাড়ো। আমি ওদের বেশ করে সমঝে দিয়ে আসি যে, আমরা জমিদারী শাসন করি কব্জির বলে—দরোয়ানের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে নয়।

সরমা—না-না, ওগো না—তার চেয়ে চলো বাবাকে আর খোকনকে নিয়ে আমরা কোথায় পালিয়ে যাই—আমরা ·। হয়—

গৌরী—পালিয়ে যাবো কতকগুলো চ্যাংড়া ডাকাতের ভয়ে? পথ ছাড় সরমা, আর দেরী করলে হয় তো কিছুই করা যাবে না। এখনো ওরা অন্দরে ঢুকতে পারেনি। শূয়ারের বাচ্ছাদের আমি ওখান থেকেই বিদেয় করে দিয়ে আসছি.

সরমা—না-না-না—

গৌরী—সরমা! ছিঃ! কি করে তুমি এ কথা বলতে পারছো। ঘরে আমার বৃদ্ধ বাপ—তাঁকে ওরা নৃশংস ভাবে হত্যা করবে, তোমাকে বেইজ্জৎ করবে, আর আমি যুবক—এ বাড়ীর মালিক, দাঁড়িয়ে থাকবো? তাই কি আমাকে করতে বলো তুমি?

সরমা—জানি জানি—সব জানি! কিন্তু আজ যেন কিছুতেই আমার মন সায় দিচ্ছে না! আমার সর্ব্বস্ব একদিকে, আর তুমি একদিকে, এ নিশ্চিন্ত সর্ব্বনাশের মুখে আমি কেমন করে তোমাকে ছেড়ে দেবো—ওগো তোমার পায়ে পড়ি তুমি যেও না—তুমি যেও না—তুমি—

গৌরী—ছিঃ সরমা! মরতেই যদি হয় অন্ততঃ দশটাকে মেরে তবে মরবো। পথ ছাড়—।

[সরমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া গৌরীশঙ্কর ছুটিয়া

বাহির হইয়া গেল, বাহিরে কোলাহল—বন্দুকের আওয়াজ]

নেপথ্যে গৌরীশঙ্কর—হরনাম সিংহ। হরনাম সিংহ। খবরদার—খবরদার!

[নেপথ্যে—বন্দুকের আওয়াজ এবং গৌরীশঙ্করের আর্ত্তনাদ]

আঃ—

সরমা—ও! ভগবান। কে করলে—ওরে আমার এ সর্ব্বনাশ কে করলে রে?

(মুখোসপরা মীনার প্রবেশ)

মীনা—আমি।

সরমা—তুমি। কে তুমি?

মীনা—(মুখোস খুলিয়া) আমি ডাকাত—চাবী দাও।

সরমা—তুমি। নারী হয়ে তুমি আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করলে? আমার সিঁথের সিন্দুর মুছে দিলে? তোমার কি ঘর নেই, বাড়ী নেই! স্বামী, পুত্র সংসার নেই! তুমি কি মায়ের জাত নও? মায়া, মমতা, দয়া, নারীত্ব বলে তোমার ভিতর কি কিছু অবশিষ্ট নেই? ওগো তুমি কি রক্ত-মাংসে গড়া মানবী নও? নারী হয়ে আর একটী নারীর সিঁথের সিঁদুর মুছে দিতে তোমার হাত কি এতটুকু কাঁপলো না? বল—তুমি বল? তোমার কি শুধু নারীর চেহারাই আছে? নারীত্ব একফোঁটাও অবশিষ্ট নেই?

মীনা—নারীত্ব! হ্যাঁ ছিল বইকি আমার নারীত্ব। আমারও সব ছিল—ছিল স্বামী, ছিল শিশুপুত্র, ছিল আমার ভালবাসা দিয়ে গড়া ছোট্ট একটু নীড়। কিন্তু গাঁয়ের জমিদারের দৃষ্টি আমার সেই সোনার সংসারকে ছারখার করে দিয়ে গেল। আমার বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার স্বামী-পুত্রকে নিয়ে গিয়ে তারা হত্যা করলো। অকথ্য নির্য্যাতন করে আমার মৃত স্বামী-পুত্রের পাশে ছেড়া জুতোর মত পরিত্যাগ করে

এলো আমাকে। সারারাত্র ধরে এই তোমারই মত সেদিন আমি কেঁদে-ছিলাম—কিন্তু কেউ সেদিন জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে এগিয়ে এসে আমায় একফোঁটা জলও দেয়নি—সেদিন সেই চিতাভস্মের মধ্য থেকে জেগে উঠলো—নারী দেহধারী এক প্রেতিনী, জলের পিপাসা বদলে গেল রক্তের পিপাসায়। তার জীবনে একমাত্র ব্রত হ'ল বড়লোকদের হত্যা করে সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। নারীত্ব! নারীত্ব! নারীত্বের মহিমা আজ তোমার কাছে শিখবো—না? দাও দাও চাবি দাও—দাঁড়াবার সময় নেই আমার—

সরমা—না। চাবি আমি দেব না।

মীনা—চাবি তুমি দেবে। চাবি দিতে তোমাকে বাধ্য করবো।

সরমা—ওঃ বাধ্য করবে? দেখি তোমার কতবড় শক্তি। হাতে রিভালভার নিয়ে ভেবেছ—তুমি যা হুকুম করবে মাথা নীচু করে সবাই তাই শুনবে?

মীনা—তাই শুনবে।

সরমা—না আমি শুনবনা। আমি তোমাকে চাবি দেব না। যতক্ষণ না তুমি ওই রিভলবার—যার গুলীতে তুমি আমার স্বামী—আমার সর্ব্বস্বকে হত্যা করেছ, ওরই আর একটা গুলিতে আমায় হত্যা কর।

মীনা—প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

সরমা—তাই কর—তাই কর! আমাকে তুমি হত্যা করে আমার স্বামীর সঙ্গে সহমরণ যাবার সুযোগ দাও। এতে তোমার পুণ্য হবে, করো করো আমি তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে তুমি হত্যা কর।

মীনা—তবু তুমি চাবি দেবে না আমাকে?

সরমা—না। আমাকে হত্যা না করে এ চাবি তুমি নিতে পারবে না।

মীনা—বেশ তা হলে স্বামীর সঙ্গেই যাও—

(মীনা রিভলবার তুলিল এমন সময় খোকনকে কোলে করিয়া হরবিলা চীৎকার করিয়া সপ্রবেশ করিল।)

হর—থামো থামো করুণাময়ী! একটু পরে—আর একটু পরে। (সরমার প্রতি) মা তুমি এ কি করছো মা?

সরমা—বাবা আমাকে আর বাধা দেবেন না বাবা। এই শয়তানী আমার স্বামীকে মেরেছে, ও আমাকেও মারুক। আমি বলছি এতে ওর পুণ্য হবে।

হর—ওঃ! আমার গৌরীশঙ্করকেও শেষ করেছে? তোমাকে মারলে ওর পুণ্য হবে! কিন্তু মা তোমার স্বামী তোমার কাছে যে রত্নটী গচ্ছিত রেখে গেছে, সেই খোকন সোনাকে তুমি কার কাছে বিলিয়ে দিয়ে যাবে মা?

সরমা—(যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল) খোকন!

হর—হ্যাঁ খোকন।—আমাদের শিবরাত্রের সল্‌তে—এই খোকন। চেয়ে দেখ মা চোখের জলে এর বুক ভেসে যাচ্ছে। ওকে কোলে নাও। তুমি পিস্তল নামাও মা—কি চাই তোমার বলো।

মীনা—চাবি। লোহার সিন্দুকের চাবি।

[হরবিলাস দ্রুতহস্তে সরমার আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া মীনার হাতে দিলেন]

হর—এই নাও মা!

[চাবি লইয়া মীনা ইসারা করিতেই পরেশ ও সুশীল প্রবেশ করিল। উহারা সকলেই অন্দরে প্রবেশ করিল।]

সরমা—বাবা কি করলেন আপনি? এই শয়তান নরঘাতকের দল আমাদের যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে।

হর—হ্যাঁ তাই নিয়ে যাবে মা! অনেক কষ্ট, অনেক হত্যা, অনেক

রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে ওরা এতদূর পর্য্যন্ত এসেছে। কিছু না দিয়ে ওদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে কি ?

সরমা—বাবা! (কাঁদিয়া ফেলিল)

হর—কেঁদনা মা! চল আমরা যাই।

সরমা—কোথায় যাব বাবা ?

হর—চল যেখানে হোক বেরিয়ে পড়ি। মাথার উপরে উদার আকাশ নীচে অনন্ত পথ, এরই মাঝখানে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে আমরা চৌধুরী পরিবারের এই উত্তরাধিকারিকে—জমিদার করে নয়—মানুষ করে গড়ে তুলবো।

(নেপথ্যে তালা ভাঙ্গার শব্দ)

ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ

সরমা—কি হল বাবা—আপনি অমন করে চেয়ে আছেন কেন ?

হর—ওই ওরা সিন্দুক ভাঙছে মা। চাবি দিয়ে খুলে নেবারও ধৈর্য্য নেই ওদের। ওই সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে—আমার পিতামহীর হীরার মুকুট, তোমার শাশুড়ীর মুক্তোর দশনলী হার, লক্ষ্মীর সোনার ঝাঁপি। টাকা পয়সা গয়না গাঁটী যা আছে সব ওরা নিক—কিন্তু পিতা পিতামহীর সম্মান স্মৃতি বিজড়িত এই জিনিষগুলো আমার চোখের সামনে দিয়ে ডাকাতে নিয়ে যাবে, এ আমি কেমন করে দেখবো—কেমন করে দেখবো ?

সরমা—আমি যাই ওদের বাধা দিইগে।

হর—না! না বৌমা! খোকাকে বুকে নিয়ে পথে নেমে এস—আমার সঙ্গে। দুর্গা দুর্গা বলতে বলতে নেমে এস বৌমা! মনে মনে বলো "যাঁর ইচ্ছেয় চৌধুরী পরিবারের সব কিছু হ'য়েছিলো, তাঁরই ইচ্ছেয়

আজ আবার সব কিছু গেল।" যাক! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক,—তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!

[হরবিলাস চৌধুরী প্রস্থান করিলেন। সরমা কাঁদিতে কাঁদিতে খোকাকে বুকে লইয়া শ্বশুরের অনুগামিনী হ'ল]

(অকস্মাৎ হল্লা করিতে করিতে মীনা, সুশীল, পরেশ ইত্যাদি প্রবেশ করিল। সকলেই বেশ প্রফুল্ল, মীনার হাতে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলী।)

মীনা—Wonderful discovery! Splendid information!

সুশীল—অনেক পাওয়া গেছে না মীনাদি?

মীনা—হ্যাঁ, প্রচুর।

পরেশ—গুরুদেবের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল আজকের এই অভিযানে।

মীনা—মনে হয়। কিন্তু আর দেরী ক'রে লাভ নেই। যা পাওয়া গেছে আশাতীত। চলো এবার।

[হঠাৎ সকলে সচকিত হইয়া দেখিল দ্বারের কাছে সমীর ও বিনতি]

এ কি! সমীর? তুমি এখানে কেন? বিনতি! কি ব্যাপার? তোমরা দুজনে?

সমীর—হাতে কি?

মীনা—গয়না আর টাকা। প্রচুর পেয়েছি সমীর।

সমীর—কী হ'বে ওতে?

মীনা—মানে?

সমীর—বলছি—কী করবে এই টাকা আর গয়না দিয়ে?

মীনা—বাঃ বাঃ! তুমি কি নতুন এলে নাকি সমীর? তুমি জান না কি হবে? যাকে এ যাবৎ সব দিয়েছি—সেই গুরুদেবকেই দেব।

বিনতি—তিনি কোথায় ?

মীনা—যেখানে তিনি থাকেন—আশ্রমে।

বিনতি—না, সেখানে তিনি নেই।

সমীর—তিনি abscond করেছেন, তিনি betray করেছেন মীনা !

প ও সু—সমীরদা' ? (পরেশ ও সুনীল অবাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। মীনার হাত কাঁপিতেছে।)

সমীর—কাল থেকে তিনি পলাতক। আমাদের সরলতার, আমাদের আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে যোগাড় করা পৌনে দু'কোটী টাকা নিয়ে তিনি উধাও হ'য়ে গেছেন।

[মীনার হাত হইতে পুটুলি পড়িয়া গেল। মৃতের মত বিবর্ণ তাহার মুখ]

মীনা—উধাও হ'য়ে গেছেন ? তুমি বলছ কি সমীর ? গুরুদেব—আমাদের গুরুদেব ? না না না—

সমীর—হ্যাঁ, আমাদের গুরুদেব। আমরা এতগুলি ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্তের উপকার করবার নেশায় অসংকোচে নরনারী আর শিশুহত্যা ক'রে সেই টাট্‌কা তাজা লাল টকটকে রক্তের সমুদ্রে স্নান করে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা এনে যার পায়ে ঢেলে দিয়েছি—যার জন্য বাপ, মা, আত্মীয়, স্বজন, সকলের চোখে মৃত বলে বিস্মৃত হয়েছি—সেই গুরুদেব আজ সর্ব্বস্ব নিয়ে পলাতক।

মীনা—গুরুদেব। গুরুদেব !—তুমি জান সমীর ! আজও—আজও এই গুরুদেবের জন্য আমি একটী সতীর সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়েছি। একটী পরম নির্ভরশীল বৃদ্ধ পিতার একমাত্র যুবক পুত্রকে হত্যা করেছি।

সমীর—যাক্ গে, ওসব আলোচনা করবার এখন সময় নেই, আমি আরও

এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি—আমাদের আশ্রম পুলিশ দখল করেছে।

মীনা—পুলিশ দখল করেছে? সে কি?

সুশীল—আর আমাদের লোকজন?

সমীর—লোকজনের মধ্যে প্রায় সবাই পালিয়েছে। ধরা দিয়েছে দীপালি আর শ্যামল।

মীনা—Natural. তার পর?

সমীর—দীপালি পুলিশের কাছে সব খবর বলে দিয়েছে, পুলিশ এদিকে আসছে আমাদের গ্রেপ্তার করতে। আমি তোমাদের নিরাপদ করার জন্য বিনতিকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছি! তোমরা পালাও।

মীনা—পালাব! কোথায় পালাব সমীর? সারা জীবন সেবার পণ করে—বাড়ী ঘর দোর আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে চলে এসেছি, এখন যাব কোথায়?

সমীর—সে কথা ভাববার এখন সময় নেই মীনা! যেখানে হয় শিগ্‌গীর তোমরা আত্মগোপন কর। ভগবান দিন দেন তো আবার তোমাদের খুঁজে বার করবো।

মীনা—তবে তাই হোক। আমি চল্লাম সেই শয়তান গুরুর সন্ধানে। আমার এই রিভলবারে অবশিষ্ট রইল দুটী গুলি—একটী তার জন্যে আর একটী আমার জন্য। এই হবে আমার শেষ গুরু দক্ষিণা—বিদায় বন্ধু—বিদায়—

[মীনা উন্মাদিনীর মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

সমীর—সুশীল তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? যাও ভাই।

সুশীল—সমীরদা—(কাঁদিতে লাগিল)

সমীর—একি কাঁদছো কেন সুশীল?

সুশীল—ভাবছি, আমাদের সারাজীবনব্যাপী সাধনার এই পরিণাম হল?

আমরা তো গুরুদেবকে সৎ ভেবেই কাজ করেছিলাম। আমাদের ব্রতে আমাদের ত্যাগে কোন খুঁৎ নেই।

সমীর—নিশ্চয়ই। নিজের কাছে মাথা উঁচু রাখবে।

পরেশ—তা হলে যাই সমীরদা?

সমীর—এস ভাই, এস বন্ধু, ভগবান তোমাদের সহায় হোন।

[পরেশ ও সুশীলের প্রস্থান]

সমীর—বিনতি!

বিনতি—বলো।

সমীর—এবার সবচেয়ে কঠিন কাজ করতে আমায় সাহায্য করো। যেদিন থেকে আমার সঙ্গে দলে চলে এসেছো সেদিন থেকে সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে অচঞ্চল ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ;—কিন্তু আজ! আজ যে তোমাকে বিদায় দিতে হবে!

বিনতি—না।

সমীর—না বলোনা বিনতি। আজ তুমি অবাধ্য হয়ে আমার কর্ত্তব্যকে কঠিন করে তুলো না!

বিনতি—আমার সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য কেন কঠিন হবে আর কেনই বা তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে? তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না।

সমীর—তোমাদের নিরাপদ করবার জন্য আমাকে পুলিশের সঙ্গে ফাইট দিতে হবে।

বিনতি—আমিও তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফাইট করবো।

সমীর—না বিনতি লক্ষীটী! আজ তোমাকে বিদায় দেবার মুহূর্ত্তে কত কথাই যে মনে পড়ছে—আমার বিয়ে করবার এক বছর পরেই গুরুদেবের ডাকে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে আসি—আমার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর

দীর্ঘ দশ বছর তুমি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেছ—তারপর আমার সঙ্গে দলে এসে আমার কর্ম্ম ব্যস্ততার মাঝে এমন একটা দিনও পাওনি, যেদিন তুমি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে একটা মিষ্টি কথাও আমার সঙ্গে বলতে পেরেছো !

বিনতি—তার জন্য তো দুঃখ নেই—আমি যে তোমার কাছে কাছে থাকতে পেরেছি সেই তো আমার পরম পাওয়া।

সমীর—না বিনু সে তোমার পরম পাওয়া নয়—যদি কোনদিন আবার আমরা—(নেপথ্যে পুলিশের বাঁশীর শব্দ শোনা গেল) আর নয় বিনতি—পুলিশ এসে পড়েছে। (মুখোস টেনে দিল) আমি আড়াল থেকে যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করবো—কিন্তু লক্ষীটী, তুমি যাও—কাছে থেকে আমাকে দুর্ব্বল করে দিও না।

বিনতি—না-না, আমি যাব না—আমি—

(নেপথ্যে পুলিশের বাঁশী আবার শোনা গেল)

সমীর—আর কথা কইবার সময় নেই বিনতি—

[বিনতি ও সমীরের প্রস্থান]

(সুধাংশু ও গজেনের প্রবেশ। গজেন্দ্র এখন প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী। পরনে পুলিশ অফিসারের পোষাক। সুধাংশুর পরনেও তাই।)

প্রদীপ্ত—এ সময়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠাবার জন্য আমি হেড্ কোয়াটারের নিকট কৃতজ্ঞ সুধাংশু। রাজস্থানের সেই ফাইটের পরই তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি—না ?

সুধা—হ্যাঁ স্যার ! তারপর হেড কোয়াটার থেকে যখন আপনার মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌছলো তখন—

প্রদীপ্ত—মিঃ মুখার্জ্জী কোথায় ?

সুধা—উনি ওয়েষ্ট গেটে আছেন। তিন চার জন ধরাও পড়েছে।

প্রদীপ্ত—Good news—এ ঘরেও তো কেউ নেই দেখছি। বাড়ীর কর্ত্তা তার পুত্রবধু আর নাতিকে নিয়ে চলে যান নি তো?

সুধা—না স্যার—আমি তাদের আটকেছি, তারা নীচের হলে বসে আছেন।

[মীনার হাত হইতে পড়িয়া যাওয়া পুটুলী হঠাৎ প্রদীপ্তের পায়ে ঠেকিল।]

প্রদীপ্ত—একি! এখানে এত গয়না পড়ে কেন? ও বুঝেছি সুধাংশু! Practically ওরা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। বাড়ীর মালিকের কপাল ভাল। একমাত্র পুত্রটী ছাড়া—ওঃ! ওকি! কে ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে—দেখতো দেখতো সুধাংশু—মেয়েছেলে বলে মনে হচ্ছে?

সুধাংশু—(অগ্রসর) কি জানি স্যার আমি তো চিনতে পারছি না।

প্রদীপ্ত—একি! এ যে বিনতি! আমার পুত্রবধূ! আমার ছেলের বৌ! এক মুখোস পরা ডাকাতের আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে তার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে—! এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন সুধাংশু! না না, আমি ওদের শেষ করবো—সরে এসো—সরে এসো সুধাংশু! ওই ওরা এদিকে আসছে। সরে এসো—সরে এসো।

[প্রদীপ্ত ও সুধাংশু দ্রুতপদে সরিয়া গেল। উভয়েই অন্তরালে গেলেন]

(বিনতি ও সমীরের প্রবেশ)

সমীর—শোন বিনু, শোন!

বিনতি—না-না-না—আমার এ সুখস্বর্গ ছেড়ে কোথাও যাবো না—কোথাও যাবো না। তোমার বুকের এই পরম আশ্রয় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—ওগো তুমি আমায় যেতে বলো না—আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না—পারবো না—

[বিনতি সমীরের বুকে মাথা রাখিল। ঠিক এই সময় পিছন দিক হইতে প্রদীপ্ত সমীরকে গুলী করিলেন। সমীর তীব্র

আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ; বিনতি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সমীরের পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল]

বিনতি—একি ! কে ? কে আমার এই সর্ব্বনাশ করলে ?

প্রদীপ্ত—আমি !

বিনতি—একি ! গজেন কাকা ! আপনি শেষ কালে আমার সর্ব্বনাশ করলেন ! কি করলেন গজেন কাকা—কি করলেন ?

প্রদীপ্ত—গজেন কাকা মারা গেছে বৌমা ! আমি officer প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী,—কুলত্যাগিনী বিনতি দেবীর শ্বশুর ।

বিনতি—জানি, জানি । অনেকদিন আগে আমার মন এই কথা বলেছিল । কিন্তু আপনি নিজের হাতে আজ কি সর্ব্বনাশ করলেন বাবা—কি সর্ব্বনাশ করলেন !

প্রদীপ্ত--ঠিকই করেছি—এত বড় নির্লজ্জ হয়েছ তুমি যে আমার মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করছো ? ওঠো—তোমাকেও আমি রেহাই দেব না । শাস্তি নেবার সৎসাহস থাকে তো উঠে দাঁড়াও—উঠে দাঁড়াও ।

বিনতি—তাই করুন বাবা তাই করুন ।'

প্রদীপ্ত—হ্যাঁ তাই করবো । Ready !

[বিনতি উঠিয়া দাঁড়াইল । প্রদীপ্ত বিনতিকে গুলী করিতে গেলেন, এমন সময় আহত অবস্থায় সমীর প্রদীপ্তকে ডাকিল]

সমীর—বাবা !

প্রদীপ্ত—(চমকাইয়া উঠিয়া) কে ?

সমীর—বা—বা !

প্রদীপ্ত—কে ? কে ডাকছে আমাকে বাবা বলে ? কে ? ওরে কে তুই ? (একটানে সমীরের মুখোস খুলিয়া) এ কি ! এ কি ! এ কে ?

সমীর—বাবা, আমি সমীর ! আপনার হতভাগ্য পুত্র !

প্রদীপ্ত—স—সমীর ! স—সমীর—তুই বেঁচে ছিলি ? আমারও মনে সেদিন ঠিক এই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু তুই—তুই কেন আমায় বললিনে হতভাগা,—কেন পরিচয় দিলিনি ?

সমীর—আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি বাবা যে আপনি বেঁচে আছেন। আমি ভুলপথে গিয়েছিলাম বাবা ! বিনতির কোন অপরাধ নেই। আপনি চোখের জল ফেলবেন না বাবা—ক্ষমা ! ক্ষ—মা !

(সমীরের মৃত্যু)

[বিনতি আর্ত্তনাদ করিয়া সমীরের বুকে লুটাইয়া পড়িল]

প্রদীপ্ত—সুধাংশু আমার চোখে কি জল দেখতে পাচ্ছ ? আমার একমাত্র পুত্র তার ধর্ম্মপত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল সুধাংশু। বিদায় দিলুম আমি,—তার পিতা—না-না-না সুধাংশু আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি—আমি কর্ত্তব্য করবো। আমি একেও শাস্তি দেব। বিনতি! Get ready.

বিনতি—তাই করুন বাবা—ঐ পিস্তলের মুখে এই অভাগিনীকে দিন আপনার শেষ আশীর্ব্বাদ, শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

প্রদীপ্ত—হ্যাঁ আশীর্ব্বাদই নাও।

[প্রদীপ্ত বিনতিকে গুলী করিতে গেলেন, এই সময় নেপথ্যে মিঃ মুখার্জ্জীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল]

মিঃ মুখার্জ্জী—(নেপথ্যে) Stop, stop.

(মিঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জ্জী—থামো থামো ! একি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তোমার প্রদীপ্ত ! হাতে রিভলভার নিয়ে আজ সমস্ত পৃথিবীকে শাস্তি দিতে চাও তুমি ? প্রদীপ্ত ! ভিক্ষা—ভিক্ষা দাও আমাকে আমার কন্যার জীবন।

প্রদীপ্ত—ভিক্ষা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। মিঃ মুখার্জ্জী কন্যার জীবন ভিক্ষা চাইছো! চেয়ে দেখ—দেখ চেয়ে।

[প্রদীপ্ত সমীরের মুখের ঢাকা খুলিলেন। মিঃ মুখার্জ্জী সমীরকে দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলেন]

মিঃ মুখার্জ্জী—এ কি! সমীর!

প্রদীপ্ত—হ্যাঁ, আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাকে নিজের হাতে হত্যা করেছি। এর জীবন আমাকে কে ভিক্ষা দেবে মিঃ মুখার্জ্জী ? বল জবাব দাও।

মিঃ মুখার্জ্জী—ওঃ! কি ভয়ঙ্কর নিয়তির নির্দ্দেশ। না-না-না, আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম প্রদীপ্ত। তুমি ওকে গ্রেপ্তার কর—আমার কন্যা—তোমার পুত্রবধূকে গ্রেপ্তার করে আপন কর্ত্তব্য পালন কর। তুমি বীর—আমি দুর্ব্বল—আমি অক্ষম—আমি—

[মিঃ মুখার্জ্জীর প্রস্থান]

প্রদীপ্ত—সুধাংশু!

সুধাংশু—স্যার!

প্রদীপ্ত—বিনতি দেবীকে গ্রেপ্তার কর।

বিনতি—কেউ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না বাবা। কারও সাধ্য নেই—জগতে এমন কোন শক্তি নেই আমাকে এখান থেকে এক পাও সরিয়ে নিয়ে যায়। আমার জীবন দেবতার নির্দ্দেশে ব্রত গ্রহণ করেছিলাম। জীবন দেবতার নির্দ্দেশিত পথে আজ সে ব্রত আমি সম্পূর্ণ করবো—

[বিনতি গলার নীচে রিভলভার ঠেকাইয়া শুট করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তাহার মাথা পড়িল সমীরের পায়ে। প্রদীপ্ত আসিয়া ডাকিল]

প্রদীপ্ত—বিনতি! বিনতি! (ক্ষণপরে) She is finished. সুধাংশু! এই যুদ্ধে ওরা—ঐ আমার পুত্রবধূ, ঐ আমার পুত্র,—আমার একমাত্র বংশধর,—আমায় পরাজিত করে গেল না তো সুধাংশু? (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন) না-না-না; আমি আমার কর্ত্তব্য থেকে এক চুলও ভ্রষ্ট হইনি সুধাংশু! পাকা সুদক্ষ অফিসারের মত ঠিক ঠিক কাজ করে গেছি। তোমরা হলে আজ এর জন্যে প্রমোশন পেতে। কিন্তু আমার কি প্রমোশন মিলবে সুধাংশু? আমি যে রিটায়ার্ড—আমি যে রিটায়ার্ড।—(হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন) টায়ার্ড—টায়ার্ড—টায়ার্ড—

[প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর দুলিতেছে। বিচ্ছেদের কালো যবনিকা নামিয়া আসিল]

সম্পূর্ণ বিরাম